মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৫তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০১২

মাসিক
আত-তাহরীক

১৫তম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

মাননীয় সিইসি সমীপে

আল্লাহ্‌র দাসত্ব ছেড়ে মানুষকে মানুষের দাসত্বে বন্দী করা এবং ‘বিভক্ত কর ও শাসন কর’-এর বহু প্রাচীন অপরাজনীতির আধুনিক দার্শনিক নাম হ’ল ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র। বর্তমানে যা সরকারী ও বিরোধীদলীয় হানাহানিতে বিপর্যস্ত একটি জরাজীর্ণ সমাজের নাম। দুই বিপরীত জোটের পেশীশক্তি ও জনবলের প্রদর্শনী এবং সেইসাথে খুন-যখম ও মিথ্যা মামলায় জেলহাজত প্রভৃতি অমানবিক কর্মকাণ্ডই হ’ল প্রচলিত নির্বাচনী রাজনীতির আবশ্যিক অনুষঙ্গ। এর মূলে প্রকৃত গলদ হ’ল দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা, যা মানুষকে নেতৃত্ব আদায়ে আগ্রাসী করে তোলে। কুয়াতে পচা বিড়াল রেখে সমস্ত পানি সেচে ফেললেও যেমন গন্ধ দূর হয় না, তেমনিভাবে এই মূল গলদ দূর না করে ফ্রী ও ফেয়ার ইলেকশনের জন্য যত আইন করা হোক না কেন, কোনটাই কাজে আসবে না। ইসলাম বহু পূর্বেই এর সমাধান দিয়েছে। যেমন-

(১) দল ও প্রার্থীবিহীনভাবে নেতৃত্ব নির্বাচন হবে। সর্বাধিক সহজ, দ্রুত, নিরাপদ ও বিশ্বস্ত মিডিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালিত হবে। নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে উক্ত নির্বাচন পরিচালনা করবেন। যেহেতু কোন প্রার্থী থাকবে না, সেহেতু কোনরূপ ক্যানভাস ও অন্যায় পথ তালাশের সুযোগ থাকবে না। নির্বাচিত নেতা জানতে বা বুঝতেও পারবেন না, কারা তাকে ভোট দিয়েছে বা দেয়নি। এর ফলে তাঁর মানসিকতা থাকবে সবার প্রতি উদার ও নিরাসক্ত। ফলে দলীয় চাপ ও আবেগমুক্ত মনে তিনি পূর্ণ আল্লাহভীতির সাথে নিরপেক্ষভাবে দেশ শাসন করতে পারবেন। নির্বাচন কমিশন ইচ্ছা করলে দেশের শীর্ষস্থানীয় ৫/৬ জন ইসলামী নেতার নাম তাঁদের পূর্ণ পরিচয়সহ প্রস্তাব আকারে পেশ করতে পারেন। প্রস্তাবিতদের বাইরে অন্যকেও ভোট দেয়ার সুযোগ থাকবে। এভাবে রাষ্ট্রের একজন আমীর বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। অতঃপর রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি স্তম্ভ বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে বর্তমানের বিচার ও শাসন বিভাগের ন্যায় আইনসভাও প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত হবে। এম,পি, নির্বাচনের প্রচলিত প্রথা থাকবে না। সরকারী ও বিরোধীদল বলে কিছু থাকবে না। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে মেধা, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। সর্বত্র সমাজের উত্তম ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শমতে প্রশাসন চলবে। নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য ও প্রতিভা বিকাশের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন সমূহ থাকবে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হবে সকল সংগঠনের মূল লক্ষ্য।

(২) নেতৃত্ব নির্বাচনে অধিকাংশের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন একটি নীতিমালা করতে পারেন। যেমন, নেতাকে প্রদত্ত ভোটের কমপক্ষে ৫৫ শতাংশের সমর্থন পেতে হবে। প্রথমবারে যদি কেউ উক্ত সমর্থন না পান, তবে দু'সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় নির্বাচন হবে। কমিশন মনে করলে এ সময় নিকটতম তিনজনের নাম প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু ভোটের পার্সেন্টেজ ও পরস্পরের মধ্যেকার ভোটের দূরত্ব প্রকাশ করা যাবে না এবং কারু পক্ষে কেউ কোন ক্যানভাস করতে পারবে না। করলে সেটা ঐ নেতার জন্য মাইনাস পয়েন্ট হিসাবে গণ্য হবে। যার বিধানসমূহ নির্বাচন কমিশন নির্ধারণ করবেন। ২য় ও ৩য় জনকে নেতা ইচ্ছা করলে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিতে পারেন কিংবা তারা নেতার মনোনীত পার্লামেন্টের সদস্য হতে পারেন।

(৩) ইসলামের বিধান অনুযায়ী আমীরকে (১) আল্লাহভীরু যোগ্য পুরুষ (২) সুস্থ মস্তিষ্ক ও দূরদর্শী (৩) নির্লোভ সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ (৪) ইসলামী শরী'আতে অভিজ্ঞ ও সালাফে ছালেহীনের অনুসারী (৫) নিরহংকার, সাহসী ও আমানতদার এবং (৬) ছালাত-ছিয়াম ও যাকাতে অভ্যস্ত হতে হবে।

(৪) ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থায় অল্পসংখ্যক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সুপরামর্শে নেতা নির্বাচিত হন। প্রয়োজনে পরামর্শ গ্রহণের পরিধি বাড়ানো যায়। এজন্য নির্বাচককে অবশ্যই অধিক জ্ঞানী ও দূরদর্শী হতে হয়। কেননা জহুরী জহর চেনে। সেকারণ ২৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে সামাজিকভাবে সৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণই কেবল ভোটার হবেন। এতে সমাজের বখাটে-লম্পট, চোর-ডাকাত, সূদখোর-ঘুষখোর, লুটেরা-সন্ত্রাসী, মদখোর-মাদকব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, প্রতারকচক্র, আদমব্যাপারী, ঋণখেলাপী, চাঁদাবাজ-টেণ্ডারবাজ, ধর্ষক-খুনী, অপহরণকারী, ভূমিদস্যু প্রভৃতি চিহ্নিত সমাজবিরোধীরা ভোট দেওয়ার যোগ্যতা হারাবে। এটা করলে মানুষ আপনা থেকেই অনেকটা সংশোধন হয়ে যাবে। এদের দাপট কমে যাবে। নিজ পরিবার ও সমাজের কাছে এরা লজ্জিত ও ধিকৃত হবে।

(৫) ভোটারদের ভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমানতসমূহ যথাস্থানে সমর্পণ কর' *(নিসা ৫৮)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি উত্তম সুফারিশ করবে, সে তার অংশ পাবে। আর যে ব্যক্তি মন্দ সুফারিশ করবে, সে তার অংশ পাবে' *(নিসা ৮৫)*। ভোট হ'ল সুফারিশ। এক্ষণে তার সুফারিশে নির্বাচিত নেতা স্বীয় নেতৃত্বকালে যত নেকীর কাজ করবেন, ভোটার তার একটা অংশ পাবে। পক্ষান্তরে পাপ করলেও ভোটার তার অংশ পাবে।

নেতাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ যাকে জনগণের নেতৃত্বে বসান, অতঃপর যদি সে জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন' *(মুসলিম হা/১৪২)*। ওমর (রাঃ) বলেন, যদি ফোরাত নদীর কূলে রাষ্ট্রের অবহেলায় একটি বকরীও মারা যায়, আমি মনে করি ওমরকে সেজন্য ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে' *(হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/৫৩)*।

(৬) নির্বাচিত নেতা সাবেক রাষ্ট্রনেতা, প্রধান বিচারপতি এবং যোগ্য আলেমদের সমন্বয়ে পাঁচজনের একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। অতঃপর তাদের ও অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ মতে সীমিত সংখ্যক সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি বাছাই করে একটি মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট নিয়োগ দিবেন এবং তার মধ্য থেকে অথবা কিছু বাইরে থেকে নিয়ে একটা ছোট মন্ত্রীসভা গঠন করবেন। এভাবে রাষ্ট্রের মূল যিম্মাদার হবেন প্রেসিডেন্ট। অন্যেরা হবেন তাঁর পরামর্শদাতা ও সহযোগী।

ইসলামী খেলাফতে রাষ্ট্রপ্রধান হবেন 'আমীর'। যিনি একই সাথে জনগণের প্রতিনিধি ও আল্লাহ্র প্রতিনিধি হবেন। তিনি সর্বদা আল্লাহ এবং মজলিসে শূরা ও জনগণের নিকটে দায়বদ্ধ থাকবেন। যা ঈযবপশ ্ ইধষধহপব-এর সর্বোত্তম নমুনা হিসাবে কাজ করবে। আমীর আল্লাহ্র বিধানের বাইরে কোন বিধান জারী করতে পারবেন না এবং অহি-র বিধান জারী করতে কোনরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন করবেন না। অধঃস্তন প্রশাসনে কোনরূপ নির্বাচন হবে না। বর্তমানে ডিসি ও ইউএনও-এর ন্যায় ইউনিয়ন প্রশাসকও সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। সাথে একাধিক অতিরিক্ত প্রশাসক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। যারা নিয়মিত গ্রামে-গঞ্জে সফর করবেন। জনগণের কথা শুনবেন ও তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হবেন।

দেশের বিচার ও প্রশাসন বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকবে এবং ইসলামী নীতির অনুসরণে কাজ করবে। একইভাবে মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট ইসলামী নীতি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে আমীরকে আইনগত পরামর্শ দিবে। আমীরের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে এবং তা ইমারতের অযোগ্যতা প্রমাণিত করলে আদালতের রায়ে এবং পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে আমীর যেকোন সময় অপসারিত হবেন। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ইমারতের যোগ্য থাকা পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকবেন।

এভাবে নেতৃত্ব নির্বাচনের ফল দাঁড়াবে এই যে, জাতি সর্বদা একদল দক্ষ, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে প্রশাসনের সর্বত্র দেখতে পাবে। রাজনৈতিক দলাদলি ও সন্ত্রাস থেকে জাতি মুক্তি পাবে। একক ও স্থায়ী নেতৃত্বের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হবে। সামাজিক শান্তি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/২২ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

প্রতিনিধি দলসমূহের আগমন :

১৬. নাজরান প্রতিনিধিদল (وفد نجران) :

নাজরান ৭৩টি পল্লী সমৃদ্ধ খ্রিষ্টানদের একটি বিরাট নগরীর নাম। একটি দ্রুতগামী ঘোড়ার পক্ষে উক্ত নগরী একদিনে পরিভ্রমণ করা সম্ভবপর ছিল না। উক্ত নগরীতে এক লক্ষ দক্ষ যোদ্ধা পুরুষ ছিলেন। নগরীটি মক্কা হ'তে ইয়ামনের দিকে সাত মনযিল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। রাষ্ট্রনেতা, ধর্মনেতা, রাজনৈতিক নেতা, অর্থনৈতিক নেতা প্রভৃতি পদবীধারী দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ দ্বারা নগরীটি পুরোদস্তুর একটি সুশৃংখল নগর-রাষ্ট্ররূপে সারা আরবে সুপরিচিত ছিল।

নাজরান প্রতিনিধি দলের মদীনায় আগমন সম্পর্কে হাদীছ সমূহে যেসকল বিবরণ এসেছে, তাতে মানছূরপুরীর বক্তব্য মতে দু'বার এই প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটেছিল। প্রথমবার তিন জনের এবং পরের বার ৬০ জনের। দু'টি দলই সম্ভবতঃ অল্পদিনের ব্যবধানে ৯ম হিজরীতে মদীনায় এসেছিল এবং ইসলাম কবুল করা ছাড়াও রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। আমরা এখানে মানছূরপুরী ও মুবারকপুরী উভয়ের আলোচনার সার-সংক্ষেপ ধারাবাহিকভাবে পেশ করার চেষ্টা পাব।-

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকেম কর্তৃক ইউনুস বিন বুকায়ের (يونس بن بكير) (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাজরানবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র লেখেন। من محمد رسول الله إلى أسقف نجران : إن أسلمتم فإني أحمد إليكم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد : فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام– 'আল্লাহ্র রাসূল-এর পক্ষ হ'তে নাজরানের বিশপ-এর প্রতি: যদি তোমরা ইসলাম কবুল কর, তাহ'লে আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র প্রশংসা করব, যিনি ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব-এর উপাস্য। অতঃপর আমি তোমাদেরকে মানুষের দাসত্ব হ'তে আল্লাহ্র দাসত্বের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এবং আমি তোমাদেরকে মানুষের বন্ধুত্ব হ'তে আল্লাহ্র বন্ধুত্বের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। যদি তোমরা অস্বীকার কর, তাহ'লে জিযিয়া দিবে। যদি সেটাও অস্বীকার কর, তাহ'লে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি। ওয়াসসালাম।[১] পত্র পাওয়ার পর তাদের ধর্মনেতা 'বিশপ' (الأسْقُف) সকলের সঙ্গে আলোচনা করে তিনজন প্রতিনিধিকে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে প্রেরণ করেন। তারা হ'লেন হামদান গোত্রের শুরাহবীল বিন ওয়াদা'আহ হামদানী (شرحبيل بن وداعة), হিমইয়ার গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন শুরাহবীল আছবাহী এবং বনুল হারেছ গোত্রের জাব্বার বিন ফায়েয হারেছী (جبار بن فيض)। তারা মদীনায় গিয়ে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারা পূর্ব থেকেই ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ঈসা ও মারিয়ামকে আল্লাহ্র বেটা ও বিবি হিসাবে আল্লাহ্র সাথে শরীক করতেন। তাদের ধারণা ছিল মুহাম্মাদ (ছাঃ) সত্যিকারের নবী হ'লে উক্ত ধারণায় বিশ্বাসী হবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা কাল এসো। পরদিন সকালে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়-

إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ– الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ– فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ– (آل عمران ٥٩–٦١)–

'নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্র নিকটে আদমের ন্যায়। তাকে তিনি সৃষ্টি করেন মাটি দিয়ে। অতঃপর বলেন, হয়ে যাও, তখন হয়ে গেল'। 'সত্য আসে আপনার প্রভুর পক্ষ হ'তে। অতএব আপনি সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না'। 'অতঃপর যে ব্যক্তি আপনার সাথে তার (ঈসা) সম্পর্কে ঝগড়া করে আপনার নিকটে সঠিক জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও, তাহ'লে আপনি ওদের বলে দিন, এসো আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের, আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের। তারপর চল আমরা সবাই মিলে আল্লাহ্র নিকটে কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা করি। অতঃপর তাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত করি, যারা মিথ্যাবাদী' *(আলে ইমরান ৫৯-৬১)*। 'মুবাহালা' অর্থ পরস্পরকে ধ্বংসের অভিশাপ দিয়ে আল্লাহ্র নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করা।

উক্ত আয়াতগুলি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিনিধি দলকে শুনিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি হাসান, হোসায়েন ও তাদের মা

১. *বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ৫/৩৮৫ ও যাদুল মা'আদ; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ পৃঃ ৪২৫; সনদ যঈফ।*

ফাতেমাকে নিয়ে মুবাহালার জন্য বেরিয়ে এলেন। কোন কোন বর্ণনায় হযরত আলীর কথাও এসেছে। এর দ্বারা তিনি তাদের জানিয়ে দিতে চাইলেন যে, মুবাহালার জন্য তিনি এখুনি প্রস্তুত। যদিও প্রতিনিধি দলের পরিবার তাদের সাথে ছিল না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই দৃঢ় মনোভাব দেখে প্রতিনিধি দলের মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হ'ল। তারা প্রথমদিন অস্বীকার করলেও পরের দিন রাতের বেলা একান্তে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মুবাহালা করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনার চাইতে তাঁর অধীনতা স্বীকার করার মধ্যেই আমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে। অতএব সকালে এসে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং সন্ধিচুক্তির আগ্রহ ব্যক্ত করেন। অতঃপর নির্দিষ্ট পরিমাণ জিযিয়া কর দেবার শর্তে রাসূল (ছাঃ) তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন।

চুক্তিপত্রটি লেখেন হযরত মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ) এবং তাতে সাক্ষী হিসাবে নাম স্বাক্ষর করেন আবু সুফিয়ান ইবনু হারব (সাবেক কুরায়েশ নেতা), গায়লান বিন আমর, মালেক বিন আওফ, আক্বরা বিন হাবেস (রাঃ)।[২]

অতঃপর প্রতিনিধি দলটি নিজ গোত্রে ফিরে আসে। তাদেরকে অভ্যর্থনার জন্য বিশপের নেতৃত্বে একটি দল আগেই নগরীর বাইরে এসে গিয়েছিল। চুক্তিনামাটি বিশপের হাতে সমর্পণ করলে তা পড়ার জন্য তার চাচাতো ভাই আবু আলক্বামা বিশর বিন মু'আবিয়া ঝুঁকে পড়লে তিনি উটের পিঠ থেকে নীচে পড়ে যান ও রাসূল (ছাঃ)-কে ইঙ্গিত করে বলেন, 'ঐ ব্যক্তির মন্দ হৌক যিনি আমাকে এই কষ্ট দিলেন'। তখন বিশপ তাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, তুমি কি বলছ হিসাব করে বলো। وَاللهِ إِنَّهُ نَبِـــيٌّ مُرْسَـــلٌ، 'আল্লাহ্র কসম! ইনি আল্লাহ্র প্রেরিত নবী'। والله إنه لَلنَّبِىُّ الــذى كُنَّـــا نَنْتَظِـــرُ 'আল্লাহ্র কসম! ইনি অবশ্যই সেই নবী, আমরা যার প্রতীক্ষা করে আসছি'। একথা শোনার সাথে সাথে আবু আলক্বামা তার উটের মুখ মদীনার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং ঐ অবস্থাতেই রওয়ানা করলেন। বিশপ তাকে বারবার অনুরোধ করেও ফিরাতে ব্যর্থ হ'লেন। আবু আলক্বামা সোজা মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করেন ও সেখানেই থেকে যান ও পরে শহীদ হন।

অতঃপর প্রতিনিধিদল গোত্রের গীর্জায় পৌঁছে গেলে সেখানকার পাদ্রী সবকিছু শুনে ইসলাম কবুলের জন্য তখনই মদীনায় রওয়ানা হ'তে চাইলেন। তিনি গীর্জার দোতলায় তার কক্ষ হ'তে চীৎকার দিয়ে বলতে থাকেন, আমাকে এখুনি নামতে দাও। নইলে আমি এখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জীবন বিসর্জন দিব। পরে লোকেরা তাকে নামতে দিল। তিনি একটি পেয়ালা, একটি লাঠি ও একটি চাদর রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে তখনই মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তিনি ইসলাম কবুল করার পর বেশ কিছু দিন মদীনায় অবস্থান করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুমতি নিয়ে নাজরান ফিরে আসেন। তাঁর দেওয়া উপঢৌকন আব্বাসী খলীফাদের সময় পর্যন্ত রক্ষিত ছিল।

প্রথম প্রতিনিধিদলটি ফিরে আসার অল্প দিনের মধ্যেই ৬০ সদস্যের বিরাট প্রতিনিধিদল নিয়ে স্বয়ং বিশপ আবুল হারেছ অথবা আবু হারেছাহ বিন আলক্বামা রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। তার সঙ্গে ২৪ জন নেতার মধ্যে সর্বোচ্চ তিনি সহ আরও দু'জন ছিলেন। যাদের একজন হ'লেন নাজরানের শাসক (عاقــب) আব্দুল মাসীহ এবং প্রধান বিচারপতি ও প্রশাসক (ســيد) আইহাম (الأيهــم) অথবা শুরাহবীল। ইনি সামাজিক ও আর্থিক বিষয়াদিও দেখাশোনা করতেন।

সম্ভবতঃ এটা রবিবার ছিল। আছরের সময় মদীনায় পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের অনুমতি দেন। তারা সেখানে প্রবেশ করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করেন। কিছু মুসলমান তাদেরকে বাধা দিতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেন।

খ্রিষ্টানদের এই বিরাট দলটি মদীনায় উপস্থিত হওয়ায় কিছু ইহুদী এসে তাদের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে বচসায় লিপ্ত হ'ত। একদিন তারা এসে বলল, ইবরাহীম (আঃ) ইহুদী ছিলেন। জওয়াবে খ্রিষ্টান নেতারা বললেন, ইবরাহীম (আঃ) নাছারা ছিলেন। তখন সূরা আলে ইমরান ৬৫-৬৮ আয়াতগুলি নাযিল হয়। যেখানে বলা হয় যে, مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيْفًـــا مُّـــسْلِمًا 'ইবরাহীম না ইহুদী ছিলেন, না নাছারা ছিলেন। বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম' *(আলে ইমরান ৩/৬৭)*।[৩]

আরেকদিন তারা এসে খ্রিষ্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলল, তোমাদের এই নবী কি চান যে, আমরা তার ইবাদত করি, যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসার পূজা করে থাকে? তখন এর প্রতিবাদে সূরা আলে ইমরানের ৭৯ ও ৮০ আয়াত দু'টি নাযিল হয়'

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللّهِ وَلَــكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ- (آل عمران ٧٩-٨٠)

২. *পূর্ণ চুক্তিপত্রটি দ্রষ্টব্য : বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত (বৈরূত ঃ ১৪০৫/১৯৮৫) ৫/৩৮৯ 'নাজরান প্রতিনিধি দল' অনুচ্ছেদ।*

৩. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ঐ।*

‘এটা কোন মানুষের জন্য বিধেয় নয় যে, তাকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুঅত প্রদান করেন, অতঃপর সে লোকদের বলে যে, তোমরা সবাই আল্লাহকে ছেড়ে আমার গোলাম হয়ে যাও। বরং একথা বলবে যে, তোমরা সবাই আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। এটা এজন্য যে, তোমরা মানুষকে কিতাব শিক্ষা দিয়ে থাক এবং তোমরা তা পাঠ করে থাক’। ‘আর তিনি তোমাদের এটা আদেশ করেন না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ কর। মুসলিম হওয়ার পরে কি তিনি তোমাদের কুফরীর নির্দেশ দিবেন? (অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করাটা কুফরী) *(আলে ইমরান ৩/৭৯-৮০)*।[৪]

মুহাম্মাদ বিন সাহ্ল-এর বর্ণনায় এসেছে যে, এই প্রতিনিধিদল মদীনায় অবস্থান কালীন সময়ে সূরা আলে ইমরানের শুরু থেকে ৮০ পর্যন্ত আয়াত সমূহ নাযিল হয়।

অতঃপর প্রতিনিধিদল বিদায় গ্রহণকালে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আরয করেন যে, তাদের নিকট থেকে চুক্তির মালামাল আদায়ের জন্য একজন আমানতদার ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হউক। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-কে উক্ত কাজের দায়িত্ব দেন এবং বলেন যে, هَذَا أَمِيْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ‘ইনি হ’লেন এই উম্মতের আমীন’ অর্থাৎ সবচেয়ে বড় আমানতদার ব্যক্তি। পরে আবু ওবায়দাহ্র সর্বোত্তম আমানতদারী, অনুপম চরিত্র ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে নাজরানবাসী দলে দলে মুসলমান হ’তে থাকেন। স্বয়ং ‘আক্বেব’ (শাসক) ও ‘সাইয়েদ’ (প্রধান বিচারপতি) মুসলমান হয়ে যান। পরে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে পাঠান জিযিয়া ও ছাদাক্বা সংগ্রহের জন্য। অর্থাৎ মুসলমানদের নিকট থেকে যাকাত এবং অমুসলমানদের নিকট থেকে জিযিয়া কর। ক্রমে সমস্ত নাজরানবাসী মুসলমান হয়ে যায়।[৫]

*[**শিক্ষণীয় :** এক ফোঁটা রক্তপাত না ঘটিয়ে স্রেফ ইসলামের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে খৃষ্টানরা দলে দলে মুসলমান হয়েছিল। আজও তা সম্ভব। যদি আমরা ইসলামকে সঠিকভাবে মানবজাতির কাছে তুলে ধরতে পারি।]*

১৭. বনু হানীফার প্রতিনিধি দল (وفد بني حنيفة) :

ইয়ামামাহ্র হানীফাহ গোত্রের নেতা ছুমামাহ বিন আছাল (ثمامة بن أثال) যিনি রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যা করার মতলবে ৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাসে মদীনায় যাওয়ার পথে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্র হাতে পাকড়াও হয়ে মদীনায় নীত হন। তিনদিন বন্দী থাকার পর রাসূল (ছাঃ) তাকে মুক্তি দিলে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম কবুল করেন। প্রধানতঃ তাঁরই তাবলীগে উদ্বুদ্ধ হয়ে উক্ত গোত্রের ১৭ সদস্যের অত্র প্রতিনিধি দলটি ৯ হিজরী সনে মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেন। উক্ত প্রতিনিধি দলে ইয়ামামার নেতা মুসায়লামা ছিলেন। তিনি শর্ত দিলেন إِنْ جَعَلَ لِيْ مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِه تَبِعْتُهُ ‘যদি মুহাম্মাদ তাঁর পরে আমাকে তাঁর ক্ষমতা অর্পণ করেন, তাহ’লে আমি তাঁর অনুসারী হব’ (অর্থাৎ বায়‘আত করব)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর হাতে রাখা খেজুরের শুকনো ডালটির দিকে ইশারা করে বললেন, لَوْ سَأَلْتَنِيْ هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا ‘এই শুকনা ডালের টুকরাটিও যদি তুমি চাও, তাহ’লেও আমি তোমাকে দিব না’। অর্থাৎ নেতৃত্বের শর্তে বায়‘আত নেব না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদি সে বায়‘আত না করে, তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তার পরিণতি আল্লাহ আমাকে দেখিয়েছেন। ‘আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, আমার হাতে দু’টি সোনার বালা এসেছে। এতে আমি খুব বিব্রত বোধ করি। তখন স্বপ্নেই আমাকে বলা হয় যে, ফুঁক দিয়ে উড়িয়ে দাও। আমি ফুঁক দিতেই বালা দু’টি উড়ে গেল’। আমার ধারণা ঐ দু’টি বালা হ’ল ইয়ামামার মুসায়লামা এবং ছান‘আর আসওয়াদ আনাসী’।[৬]

উপরোক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া নিষেধ।

অতঃপর মুসায়লামা ফিরে গিয়ে নিজেই নবুঅত দাবী করেন এবং তার অনুসারীদের জন্য মদ ও যেনা হালাল করে দেন। তবে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেও নবী হিসাবে স্বীকৃতি দেন। যাতে তার এলাকার মুসলমানগণ তার বিরুদ্ধে চলে না যায়। ১০ম হিজরীতে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিম্নোক্ত পত্র লেখেন-

مِنْ مُسَيْلِمَةَ رَسُوْلِ اللهِ إِلَى مُحَمَّد رَسُوْلِ اللهِ : سَلاَمٌ عَلَيْكَ؛ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّيْ قَدْ أُشْرِكْتُ فِي الْأَمْرِ مَعَكَ، وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفَ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ قُرَيْشًا لا يُنْصِفُوْنَ- والسلام عليك-

‘আল্লাহ্র রাসূল মুসায়লামার পক্ষ হ’তে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি। অতঃপর জনপদের অর্ধেক আমাদের জন্য এবং বাকী অর্ধেক কুরায়েশের জন্য। কিন্তু কুরায়েশরা ন্যায় বিচার করে না’। আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক।’ উক্ত পত্রের জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লেখেন,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، مِنْ مُحَمَّد رَسُوْلِ اللهِ إِلَى مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ ... سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى-

‘করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্র নামে। আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হ’তে মিথ্যুক মুসায়লামার প্রতি। অতঃপর

---

৪. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ঐ।*
৫. *বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ৫/৩৮২-৯৩; আর-রাহীক্ব পৃঃ ৪৫০-৫১।*
৬. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬১৯।*

জেনে রাখা আবশ্যক যে, যমীনের মালিকানা আল্লাহ্‌র হাতে। স্বীয় বান্দাগণের মধ্য হ'তে তিনি যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করে থাকেন এবং পরিণাম ফল আল্লাহভীরুদের জন্যই নির্ধারিত'। শান্তি বর্ষিত হৌক ঐ ব্যক্তির উপরে যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করেন'। লেখক ছিলেন উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত পত্র হাবীব বিন যায়েদ বিন আছেম ও আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব (রাঃ) বহন করে নিয়ে যান। কিন্তু আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি লংঘন করে মুসায়লামা কাযযাব হাবীব বিন যায়েদ-এর দু'হাত ও দু'পা কেটে দেয়।[৭] অথচ ইতিপূর্বে মুসায়লামার পত্র নিয়ে যে দু'জন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এসেছিল, তারা তাঁর সামনে চূড়ান্ত বেআদবী করা সত্ত্বেও তিনি তাদের কোনরূপ শাস্তি দেননি। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, মুসায়লামার দূতদ্বয় রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এলে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে সাক্ষ্য দিবে? তারা বলল نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُـــولُ اللهِ 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসায়লামা আল্লাহ্‌র রাসূল'। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনছি। لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً رَسُولاً لَقَتَلْتُكُمَـــا 'যদি আমি কোন দূতকে হত্যা করতাম, তাহ'লে তোমাদের দু'জনকে হত্যা করতাম'।[৮]

আল্লাহ পাক মুসায়লামাকে দুনিয়াতেই এর শাস্তি দেন এভাবে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ১২ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে হযরত খালেদ ইবনু ওয়ালীদকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয় এবং হযরত হামযা (রাঃ)-এর হত্যাকারী ওয়াহশী বিন হারব, যিনি তখন উত্তম মুসলমান ছিলেন, তার হাতেই এই ভণ্ডনবী নিহত হয়। ওয়াহ্‌শী তাই প্রায়ই বলতেন, কাফের অবস্থায় আমি একজন মহান মুসলমানকে হত্যা করেছিলাম। মুসলমান হওয়ার পরে আমি একজন নিকৃষ্টতম কাফেরকে হত্যা করেছি। আল্লাহ যেন এর দ্বারা আমার পূর্বের গোনাহের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন'।

অতঃপর দ্বিতীয় ভণ্ডনবী ইয়ামনের আসওয়াদ আনাসী, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাত প্রাপ্তির মাত্র একদিন ও একরাত পূর্বে ফীরোয (রাঃ) তাকে হত্যা করেন এবং সে খবর সাথে সাথে অহী মারফত রাসূল (ছাঃ)-কে জানানো হয়। তিনি খুশী হয়ে ফীরোযের জন্য দো'আ করেন।

*[**শিক্ষণীয় :** ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য হ'ল আখেরাত লাভ, দুনিয়া উপার্জন নয়। কিন্তু ভণ্ডরা চিরকাল দুনিয়াকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।]*

১৮. বনু আমের বিন ছা'ছা'আহ্‌র প্রতিনিধি দল (وفد بـــني عامر بن صعصعة) :

নাজদ হ'তে আগত এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন আল্লাহ্‌র শত্রু আমের বিন তোফায়েল যার ইঙ্গিতে ও চক্রান্তে ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে বীরে মাঊনায় ৭০ জন ছাহাবীর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা ঘটে। আরও ছিলেন বিখ্যাত কবি হযরত লাবীদ বিন রাবী'আহ (রাঃ)-এর বৈপিত্রেয় ভাই আরবাদ বিন ক্বায়েস এবং খালেদ বিন জা'ফর ও জাব্বার বিন আসলাম। এরা সবাই ছিলেন তাদের সম্প্রদায়ের নেতা এবং শয়তানের শিখণ্ডী। মদীনায় আসার সময় কুচক্রী আমের ও আরবাদ রাসূল (ছাঃ)-কে অতর্কিতে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হয়। সেমতে মদীনায় উপস্থিত হওয়ার পর প্রতিনিধিদল নিয়ে আমের যখন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আলাপে লিপ্ত হয়, তখন আরবাদ সবার অলক্ষ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর পিছন দিকে চলে যায় এবং কোমরে ঝুলানো তরবারির বাঁটে হাত দিয়ে টেনে বের করার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ তার হাতকে আটকে দেন। ফলে সে তরবারি বের করতে ব্যর্থ হয় এবং অলৌকিকভাবে রাসূল (ছাঃ) বেঁচে যান। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ দুই বদমায়েশের বিরুদ্ধে বদ দো'আ করেন, যা পরদিনই ফলে যায়।

ছহীহ বুখারীতে এসেছে যে, আমের বিন তোফায়েল আল্লাহ্‌র রাসূলকে তিনটি বিষয়ে প্রস্তাব দেন। (১) আপনার পরে আমি আপনার স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) হব। (২) আপনার জন্য থাকবে উপত্যকার লোকজন এবং আমার জন্য থাকবে লোকালয়ের জনপদ। (৩) না মানলে আমি আপনার বিরুদ্ধে দু'হাযার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গাত্বফানে যুদ্ধ করব'।[৯]

সমস্ত আরব নেতৃবর্গ ও রোম সম্রাট যে রাসূল ও তাঁর ইসলামী বাহিনীর নামে ভয়ে কম্পমান, সেখানে তাঁর সামনে এসে খোদ রাজধানী মদীনায় দাঁড়িয়ে এ ধরনের হুমকি দিয়ে কথা বলা ও তাঁকে হত্যা প্রচেষ্টার মধ্যে হাস্যকর বোকামী ও অদূরদর্শিতার পরাকাষ্ঠা যাই-ই থাক না কেন আরবরা যে প্রকৃত অর্থেই নির্ভীক ও দুর্দান্ত সাহসী তার বাস্তব প্রমাণ মেলে।

অতঃপর তারা রাসূল (ছাঃ)-এর দরবার থেকে চলে যায় এবং পথিমধ্যে বজ্রপাতে আরবাদ নিহত হয়। আমের বিন তোফায়েল এক সালূলিয়া মহিলার বাড়ীতে আশ্রয় নেন। সেখানে তার ঘাড়ে হঠাৎ এক ফোঁড়া ওঠে এবং তাতেই ঐ রাতে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে সে আরেক আল্লাহ্‌র শত্রু আবু জাহলের মতই অহংকার দেখায় এবং বলে ওঠে, غُـــدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ فِى بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى فُلاَنٍ 'উটের ফোঁড়ার ন্যায় ফোঁড়া? আবার অমুক বংশের মহিলার ঘরে মৃত্যু?' এটাকে সে

৭. *ফুতূহুল বুলদান, পৃঃ ১০২ 'ইয়ামামাহ' অধ্যায়।*
৮. *আহমাদ, দারেমী, মিশকাত হা/৩৯৮৪, সনদ যঈফ।*

৯. *বুখারী হা/৪০৯১।*

তার বীরত্বের জন্য অপমানজনক ভেবে তখনই তার ঘোড়া আনতে বলে। অতঃপর তার পিঠে উঠে বসে ও সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।[১০] এভাবেই তাদের দু'জনের উপরে রাসূল (ছাঃ)-এর বদ দো'আ দ্রুত কার্যকর হয়।

*[**শিক্ষণীয় :** হতভাগা হয়ে যারা জন্মগ্রহণ করে, উপদেশ, উদারতা, ভয়-ভীতি কোন কিছুই তাদেরকে সুপথে আনতে পারে না। ধ্বংসই তাদের পরিণতি হয়।]*

১৯। নাজীব গোত্রের প্রতিনিধিদল (وفد نجيب) :

এরা আগেই মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁদের ১৩ জন প্রতিনিধি নিজ গোত্রের মাল-সম্পদ ও গবাদি-পশুর যাকাত সাথে করে এনেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা এগুলি ফেরৎ নিয়ে যাও এবং নিজ কওমের ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দাও। তারা বললেন, হে রাসূল! তাদেরকে বন্টন করার পর উদ্বৃত্তগুলিই এখানে এনেছি'।

হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এদের চেয়ে উত্তম কোন প্রতিনিধিদল এযাবত আসেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'হেদায়াত আল্লাহ্র হাতেই নিহিত। তিনি যার কল্যাণ চান, তার বক্ষকে ঈমানের জন্য প্রশস্ত করে দেন'।

তারা দ্বীনের বিধি-বিধান শেখার জন্য খুবই উদগ্রীব ছিল। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) তাদের তা'লীমের জন্য বেলাল (রাঃ)-কে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সেগুলির জওয়াব তাদের লিখিয়ে দেন। তারা ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হ'লে ছাহাবায়ে কেরাম তাদের বললেন, এত তাড়া কিসের জন্য? তারা বললেন, রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে থেকে আমরা যেসব কল্যাণ লাভ করেছি, দ্রুত ফিরে গিয়ে আমরা সেগুলি আমাদের সম্প্রদায়কে জানাতে চাই।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বহু উপঢৌকন প্রদান করলেন এবং বিদায়ের সময় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের দলের কেউ বাকী আছে কি? তারা বললেন, হাঁ একজন নওজোয়ান বাকী আছে। যাকে আমরা আমাদের মাল-সামানের পাহারায় রেখে এসেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দাও। তারপর নওজোয়ানটি এসে রাসূলকে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি আপনার নিকটে কেবল একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করবেন যেন তিনি আমাকে ক্ষমা করেন ও আমার উপরে রহম করেন এবং আমার অন্তরকে মুখাপেক্ষীহীন করেন'। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার জন্য অনুরূপ দো'আ করেন। অতঃপর ১০ম হিজরীতে রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জে গেলে উক্ত গোত্রের লোকেরাও হজ্জে গমন করে ও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জিজ্ঞেস করেন, ঐ নওজোয়ানের খবর কি? তারা বলল, ছেলেটির অবস্থা এমন হয়েছে যে, দুনিয়ার সম্পদ তার সামনে ঢেলে দিলেও সে চোখ তুলে সেদিকে তাকায় না'। সে সর্বদা অল্পে তুষ্ট থাকে। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে যখন লোকদের মধ্যে ধর্মত্যাগের ঢেউ ওঠে, তখন উক্ত নওজোয়ান তার কওমকে নছীহত করে। যার ফলে তারা ইসলামের উপরে দৃঢ় থাকে।

*[**শিক্ষণীয় :** (ক) প্রত্যেক জনপদে যাকাত ঠিকমত আদায় ও বন্টন করা হ'লে মুসলিম সমাজে গরীবের অস্তিত্ব থাকবে না। (খ) অল্পে তুষ্ট থাকাই সচ্ছলতার মাপকাঠি। (গ) অত্র ঘটনায় রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় হাদীছ লিখনের দলীল রয়েছে।]*

২০। ত্বাই প্রতিনিধি দল (وفد طئ) :

আরবের এই প্রসিদ্ধ গোত্রটির প্রতিনিধি দল তাদের বিখ্যাত অশ্বারোহী বীর যায়েদ আল-খাইলের[১১] (زيد الخيل) নেতৃত্বে রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়। অতঃপর প্রয়োজনীয় কথোপকথন শেষে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যান এবং তাদের ইসলাম খুবই সুন্দর থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের দলনেতা যায়েদ-এর প্রশংসা করে বলেন, আমার সম্মুখে আরবের যে সব ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়েছে, সামনে আসার পর তাদের আমি তার চেয়ে কম পেয়েছি, কেবল যায়েদ ব্যতীত। কেননা তার খ্যাতি তার সকল গুণের নিকটে পৌঁছতে পারেনি'। অতঃপর তিনি তার নাম পরিবর্তন করে যায়েদ আল-খায়ের (زيد الخير) অর্থাৎ 'যায়েদ অশ্বারোহী'র বদলে 'যায়েদ কল্যাণকারী' রাখেন।

উল্লেখ্য যে, ৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে 'ত্বাই' গোত্রের খ্যাতনামা দানবীর হাতেম ত্বাই-এর পুত্র বিখ্যাত খ্রিষ্টান পণ্ডিত ও পুরোহিত আদী বিন হাতেম স্বীয় বোন সাফানাহ্র (سفانة) দাওয়াতে সাড়া দিয়ে শাম থেকে মদীনায় এসে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে মর্যাদা প্রদর্শন করে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। অতঃপর কুশল বিনিময়ের পর আলোচনা শুরু করেন। যথারীতি হামদ ও ছানার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন বস্তু থেকে তোমরা পালিয়ে গেছ? তুমি কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা থেকে পালিয়ে গেছ? আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য আছেন বলে কি তুমি মনে কর? আদী বললেন, না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহু আকবর' আল্লাহ সর্বোচ্চ একথা বলা থেকে কি তুমি পালিয়ে যাচ্ছ? তুমি কি আল্লাহ্র চাইতে অন্য কিছুকে বড় মনে কর? আদী বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى,

১০. *আহমাদ হা/১৩২১৮, সনদ ছহীহ।*

১১. *যায়েদ ছিলেন কবি, বাগ্মী ও বীর যোদ্ধা। তার দুই পুত্র মুকনিফ ও হারীছ (مكنف وحريث) পিতার ন্যায় রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী ছিলেন।*

ضَــالُّوْنَ ‘মনে রেখ ইয়াহূদ হ’ল অভিশপ্ত এবং নাছারা হ’ল পথভ্রষ্ট’। তখন আদী বললেন, فَإِنِّيْ حَنِيْــفٌ مُــسْلِمٌ ‘তবে আমি একজন একনিষ্ঠ মুসলিম’। এ জওয়াব শুনে রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অতঃপর তিনি তাকে এক আনছার ছাহাবীর বাড়িতে মেহমান হিসাবে রেখে দেন এবং সেখান থেকে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়মিত দু’বেলা যাতায়াত করতে থাকেন। এভাবে দৈনিক যাতায়াতে তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কথা হয়। বিভিন্ন হাদীছে যার বর্ণনা এসেছে। যেমন- (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ألم تكن رَكُوسِيًّا؟ أو لم تكن تسير في قومك بالمرْبَاع؟ ‘হে আদী! তুমি কি পুরোহিত ছিলে না? তুমি কি তোমার কওমের কাছ থেকে (বায়তুল মালের) সিকি গ্রহণের নিয়ম চালু করোনি? আদী বললেন, হাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَحِلُّ لَكَ فِيْ دِيْنِكَ ‘অথচ এটি তোমার দ্বীনে হালাল নয়’। আদী বললেন, أجل والله ‘আল্লাহ্‌র কসম! এটা ঠিক কথা’। আদী বলেন, আমি তখুনি বুঝে নিয়েছিলাম যে, أَنَّهُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، يَعْرِفُ مَا يُجْهَلُ ‘ইনি আল্লাহ প্রেরিত সত্য নবী। যিনি সেসব কথা জানেন, যা অন্যেরা জানে না’।[১২]

*[**শিক্ষণীয় :** ধর্মনেতারা দুনিয়াবী স্বার্থে অনেক সময় এলাহী বিধানের বিকৃতি সাধন করে থাকেন, এটা তার অন্যতম প্রমাণ।]*

(২) আর একদিনের ঘটনা। আদী বিন হাতেম বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এলাম, তখন আমার গলায় স্বর্ণ বা রৌপ্যের ক্রুশ ঝুলানো ছিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘তোমার গলা থেকে ঐ মূর্তিটা ফেলে দাও’ (اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ)। এ সময় তিনি সূরা তওবাহ্‌র ৩১ আয়াতটি পাঠ করছিলেন। যেখানে বলা হয়েছে যে, اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ ‘ইহুদী-নাছারাগণ আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পীর-পুরোহিতদের ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছে’। তখন আমি বললাম, لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ ‘আমরা ওদের ইবাদত করি না’। রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَلَيْسَ تُحَرِّمُوْنَ مَا أَحَــلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَــهُ وَ تُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتَــسْتَحِلُّوْنَهُ؟ ‘তোমরা কি ঐসব বস্তুকে হারাম করতে না, যা আল্লাহ হালাল করেছেন? অতঃপর লোকেরাও তা হারাম করত? তোমরা কি ঐসব বস্তু হালাল করতে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন? অতঃপর লোকেরাও তা হালাল করত? আদী বললেন, হাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ ‘এটাই তো ওদের ইবাদত হ’ল’।[১৩]

উক্ত হাদীছের ও কুরআনী আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوْهُمْ أَنْ يَّسْجُدُوْا لَهُمْ وَلَكِنْ أَمَرُوْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَأَطَاعُوْهُمْ ঐসব পীর-দরবেশরা তাদের সিজদা করার জন্য বলতেন না। বরং তারা এমন বিষয়ে নির্দেশ দিতেন, যা আল্লাহ দেননি, এমন বিষয়ে নিষেধ করতেন, যা আল্লাহ করেননি (আর লোকেরা সেটা চোখ বুঁজে মেনে নিত ও তাদের অন্ধ আনুগত্য করত)। আর একারণেই فَسَمَّاهُمُ اللهُ أَرْبَابًا ‘আল্লাহ তাদেরকে ‘রব’ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন’।[১৪]

(৩) ছহীহ বুখারীতে আদী বিন হাতেম হ’তে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে বসে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তার অভাব-অনটনের কথা পেশ করল। আরেকজন এসে রাহাযানির (قطع السبيل) কথা বলল। (তাদের সমস্যাবলী সমাধান শেষে) আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে আদী! তুমি কি (ইরাকের সমৃদ্ধ নগরী) হীরা চেন? শোন,

فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ، حَتَّى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ، لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ، ... وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوْزُ كِسْرَى. ... وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ، فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ-

(ক) যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তাহ’লে তুমি দেখবে একজন হাওদানশীন মহিলা একাকী হীরা থেকে এসে কা‘বাগৃহ তাওয়াফ করবে। অথচ রাস্তায় কাউকে ভয় করবে না আল্লাহ ছাড়া। (খ) যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়। তাহ’লে তোমরা কিসরার ধনভাণ্ডার জয় করবে (গ) যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে তুমি দেখবে যে, একজন ব্যক্তি হাত ভরে সোনা-রূপা নিয়ে ঘুরবে, অথচ তা নেবার মত কাউকে সে খুঁজে পাবে না’। অর্থাৎ অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্যের প্রবাহ সৃষ্টি হবে। কোন দরিদ্র লোকের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

উক্ত হাদীছ বর্ণনা করার পর হযরত আদী বিন হাতেম বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রথম দু’টি ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন আমি স্বচক্ষে দেখেছি। অর্থাৎ আমি পর্দানশীন মহিলাদের একাকী হীরা থেকে এসে কা‘বাগৃহ তাওয়াফ করে নির্বিঘ্নে চলে যেতে

১২. *তিরমিযী হা/২৯৫৪ সনদ হাসান, সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৫৮১।*

১৩. *তিরমিযী, হা/৩০৯৫, ছহীহাহ হা/৩২৯৩, সনদ হাসান।*

১৪. *মুসলিম উম্মাহ্‌র বর্তমান পতনদশায় উক্ত হাদীছটি অতীব গুরুত্ববহ এবং এর মধ্যে হেদায়াতের আকাংখীদের জন্য রয়েছে পথের দিশা।*

দেখেছি। পারস্য সম্রাট কিসরা বিন হুরমুযের ধন-ভাণ্ডার জয়ের অভিযানে আমি নিজেই শরীক ছিলাম। এখন কেবল তৃতীয়টি বাকী রয়েছে। وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِىُّ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم 'যদি তোমাদের হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে তোমরা অবশ্যই তৃতীয়টি দেখতে পাবে। যা বলে গেছেন আবুল কাসেম মুহাম্মাদ (ছাঃ)'। অর্থাৎ হাত ভরে স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে ঘুরেও তা নেবার মত কোন দরিদ্র লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।[১৫]

***[শিক্ষণীয় :** যোগ্য শিষ্য পেলেই কেবল যোগ্য উত্তর সমূহ পাওয়া সম্ভব]*

২১। আশ'আরী প্রতিনিধি দল (وفد الأشعريين) :

ইয়ামনের প্রসিদ্ধ আশ'আরী গোত্র মুসলমান হয়েই মদীনায় আসে। তারা মদীনায় প্রবেশ করার সময় খুশীতে নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করছিলেন।

غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ * مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ

'কাল আমরা বন্ধুদের সাথে মিলিত হব। মুহাম্মাদ ও তাঁর দলের সাথে'। অতঃপর তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন এবং পরস্পর মুছাফাহা করলেন। তাদের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম মুছাফাহার রীতি চালু হয়।[১৬] রাসূল (ছাঃ) তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'ইয়ামনবাসীরা এসে গেছে। তাদের অন্তর খুবই নরম ও কোমল। ঈমান ও প্রজ্ঞা ইয়ামনীদের জন্য। গর্ব ও গৌরব উটওয়ালাদের জন্য। স্বস্তি ও সহিষ্ণুতা বকরীওয়ালাদের জন্য'।[১৭]

উল্লেখ্য যে, খ্যাতনামা ছাহাবী আবু মূসা আশ'আরী ছিলেন এই গোত্রের মানুষ। ৭ম হিজরী সনে ৫০-এর অধিক লোক নিয়ে তিনি মদীনায় আগমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু তাদের নৌকা তাদেরকে নাজ্জাশীর হাবশায় নামিয়ে দেয়। সেখানে তাঁদের সঙ্গে হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেবের সাক্ষাত হয়। ফলে জাফরের সঙ্গে তাঁরা মদীনায় আসেন। অতঃপর সেখান থেকে খায়বরে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। ঐ সময় খায়বর বিজয় সবেমাত্র শেষ হয়েছিল এবং রাসূল (ছাঃ) তখনও সেখানে অবস্থান করছিলেন। হযরত আবু মূসা আশ'আরী বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতকালে প্রতিনিধিদলের দু'জন সদস্য, যারা আমার চাচাতো ভাই ছিল, তাদের একজন বলল, হে রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ আপনাকে বিরাট এলাকার শাসন ক্ষমতা দান করেছেন। আমাকেও আপনি একটি এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করুন। অপর ভাইটিও অনুরূপ দাবী করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, إِنَّا وَاللهِ لاَ نُوَلِّى عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ – 'আমরা এমন কাউকে আমাদের শাসনকার্যে নিযুক্ত করি না, যে ব্যক্তি তা চেয়ে নেয় বা তার লোভ করে বা তার আকাংখা করে'।[১৮] আলোচ্য প্রতিনিধি দলটি সম্ভবতঃ ৯ম হিজরীতে আগমন করে। যারা পূর্বের প্রতিনিধি দলের দাওয়াতে ইসলাম কবুল করেছিলেন।

***[শিক্ষণীয় :** এ হাদীছ প্রমাণ করে যে ইসলামে নেতৃত্ব বা কোন প্রশাসনিক পদ চেয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ। আধুনিক গণতান্ত্রিক নির্বাচনে যা অপরিহার্য। আর দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে পারস্পরিক হানাহানি ও সামাজিক অশান্তির মূল কারণ। আদর্শিক ভালোবাসাই হ'ল সবচেয়ে বড় ভালোবাসা। যা মানুষকে পরস্পরে নিকটতম বন্ধুতে পরিণত করে।]*

২২। আযদ প্রতিনিধি দল (وفد أزد) :

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেরিত মুবাল্লিগগণের দ্বারা এঁরা পূর্বেই মুসলমান হন। অতঃপর তাদের গোত্রের পক্ষ হ'তে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মদীনায় এসেছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা বললেন, আমরা মুসলমান। রাসূল (ছাঃ) বললেন, প্রত্যেক বস্তুরই কিছু সারবত্তা (حقيقت) থাকে। তোমাদের বক্তব্যের সারবস্তু কি? তারা বললেন, আমাদের মধ্যে ১৫টি বিষয় রয়েছে। ৫টি আক্বীদা বিষয়ক এবং ৫টি আমল বিষয়ক, যা আপনার প্রেরিত মুবাল্লিগগণ আমাদের শিখিয়েছেন। বাকী ৫টি বিষয় আমাদের মধ্যে আগে থেকেই ছিল। এক্ষণে আক্বীদা বিষয়ক পাঁচটি বস্তু হ'ল :

বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহ্র উপরে, ফেরেশতাগণের উপরে, আল্লাহ্র কিতাবসমূহের উপরে, তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের উপরে এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের উপরে।

অতঃপর আমল বিষয়ক পাঁচটি বস্তু হ'ল : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমা মুখে স্বীকৃতি দেওয়া, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রামাযানের ছিয়াম পালন করা, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা, যদি সামর্থ্য থাকে।

পাঁচটি বিষয় যা আগে থেকেই আমাদের মধ্যে ছিল, তা হ'ল: সচ্ছলতার সময় আল্লাহ্র শুকরগুযারী করা, বিপদের সময় ছবর করা, আল্লাহ্র ফায়ছালার উপরে সন্তুষ্ট থাকা, পরীক্ষার সময় সততার উপরে দৃঢ় থাকা, শত্রুকে গালি না দেওয়া।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যারা তোমাদেরকে কথাগুলি শিখিয়েছেন, নিশ্চয়ই তারা অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ। সম্ভবতঃ

---

১৫. *বুখারী হা/৩৫৯৫; টীকা : হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালেই এটা হয়েছিল। যখন যাকাত নেওয়ার মত গরীব লোক খুঁজে পাওয়া যেত না।*

১৬. *আহমাদ হা/১২৬০৪, ছহীহাহ হা/৫২৭।*

১৭. *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৬২৫৮।*

১৮. *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩৬৮৩ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়-১৮।*

তারা নবীগণের মধ্যেকার কেউ হবেন। আচ্ছা আমি তোমাদেরকে আরও পাঁচটি বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছি।-

(১) ঐ বস্তু জমা করো না, যা খাওয়া হয় না (২) ঐ ঘর তৈরী করো না, যাতে বাস করা হয় না (৩) এমন কথার মুকাবিলা করো না, যা কালকে পরিত্যাগ করতে হবে (৪) আল্লাহ্র ভয় বজায় রাখো, যার কাছে ফিরে যেতে হবে ও যার কাছে উপস্থিত হতে হবে (৫) ঐসব বস্তুর প্রতি আকর্ষণ রাখো, যা তোমার জন্য আখেরাতে কাজ দেবে, যেখানে তুমি চিরস্থায়ীভাবে থাকবে'।

প্রতিনিধিদল কথাগুলি মুখস্থ করে নিল এবং তারা এর উপরে সর্বদা আমলদার ছিল।

*[**শিক্ষণীয় :** প্রকৃত সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে অন্যের সদুপদেশ গ্রহণ করে।]*

২৩। তারেক বিন আব্দুল্লাহ্র প্রতিনিধিদল (وفد طارق بن عبد الله) :

তারেক বিন আব্দুল্লাহ ছিলেন 'রাবযাহ' (ربذة) এলাকার বাসিন্দা। তাঁর ইসলাম গ্রহণ বিষয়ে তিনি বর্ণনা করেন যে, একদা আমি মক্কার 'মাজায' নামক বাজারে (سوق المجاز) দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় একজন লোক সেখানে এসে বলতে থাকেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا : لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوْا 'হে জনগণ! তোমরা বল, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে'। কিন্তু সেখানেই তার পিছে পিছে তাকে পাথরের টুকরা ছুঁড়ে মারতে মারতে একজন লোককে বলতে শুনলাম, يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تُطِيْعُوْهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ 'হে লোকেরা! তোমরা ওর অনুসরণ কর না। সে মহা মিথ্যাবাদী'। পরে লোকদের কাছে জানতে পারলাম যে, দু'জনেই বনু হাশেমের লোক। প্রথম জন 'মুহাম্মাদ' যিনি নিজেকে আল্লাহ্র নবী বলে দাবী করেন এবং দ্বিতীয়জন তার চাচা আব্দুল 'ওযযা যিনি তাকে অস্বীকার করেন। আবু লাহাবের প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল 'ওযযা।[19]

তারেক বিন আব্দুল্লাহ বলেন, তারপর কয়েক বছর অতিবাহিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে চলে গেছেন। এক সময় আমি ও আমার সাথীগণ ব্যবসা উপলক্ষে মদীনায় গেলাম সেখান থেকে খেজুর ক্রয়ের জন্য। মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছে আমরা অবতরণ করলাম এজন্য যে, সফরের পোষাক পরিবর্তন করে ভাল পোষাক পরে মদীনায় প্রবেশ করব। এমন সময় পুরানো কাপড় পরিহিত একজন ব্যক্তি এসে আমাদের সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছেন এবং কোথায় যাবেন? আমরা বললাম, রাবযাহ থেকে এসেছি। এখানেই আমাদের গন্তব্য'। তিনি বললেন, কি উদ্দেশ্যে? আমরা বললাম, খেজুর ক্রয়ের উদ্দেশ্যে'। ঐ সময় লাগাম দেওয়া অবস্থায় আমাদের লাল উটটি দাঁড়ানো ছিল। তিনি বললেন, উটটি বিক্রি করবেন কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ। বললেন, দাম কত? বললাম, এত পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে দিতে পারি'। অতঃপর তিনি মূল্য কমানোর কোনরূপ চেষ্টা না করেই উটের লাগাম ধরে নিয়ে গেলেন। উনি শহরে পৌঁছে গেলে আমাদের হুঁশ হ'ল যে, অচেনা লোকটি আমাদের উট নিয়ে গেল, অথচ মূল্য পরিশোধের বিষয়ে কোন কথা হ'ল না। আমরা এ নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। তখন আমাদের গোত্রনেতার স্ত্রী যিনি আমাদের সাথে হাওদানশীন ছিলেন, তিনি বললেন, আমি লোকটির চেহারা দেখেছি, যা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়। এমন একজন ব্যক্তি যদি উটের মূল্য না দেন, তবে আমিই তোমাদের মূল্য দিয়ে দেব'।

ইতিমধ্যে একজন ব্যক্তি এসে বললেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাঠিয়েছেন। এই নিন আপনাদের উটের বিনিময় মূল্য বাবদ খেজুর এবং বাকী এগুলি তিনি পাঠিয়েছেন আপনাদের আপ্যায়নের জন্য। আপনারা খেতে থাকুন এবং খেজুরগুলি মেপে নিন।

অতঃপর আমরা খেয়ে দেয়ে তৃপ্ত হয়ে শহরে প্রবেশ করলাম। যেয়ে দেখি যে, উটের খরিদ্দার সেই ব্যক্তিই মসজিদে মিম্বরে দাঁড়িয়ে লোকদের উপদেশ দিচ্ছেন-

تَصَدَّقُوْا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ خَيْرٌ لَّكُمْ، اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى، أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَأَدْنَاكَ أَدْنَاكَ-

'তোমরা ছাদাক্বা কর। কেননা ছাদাক্বা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। জেনে রাখো উপরের হাত নীচের হাতের চাইতে উত্তম। তোমার মাকে, তোমার বাপকে, তোমার বোনকে, তোমার ভাইকে এবং অন্যান্য নিকটতম ব্যক্তিদেরকে দান কর'।[20]

অর্থাৎ তারেক বিন আব্দুল্লাহ তাওহীদের শিক্ষা পেয়েছিলেন মক্কার বাজারে। অতঃপর তার গোত্রসমেত সবাই মুসলমান হয়ে যায়।

*[**শিক্ষণীয় :** বিশুদ্ধ আক্বীদার সাথে উত্তম আচরণ সংযুক্ত হ'লেই কেবল তা অন্যের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে এবং পরকালে মুক্তির কারণ হয়ে থাকে।]*

২৪। বনু সা'দ প্রতিনিধিদল (وفد بني سعد هذيم) :

এটি বনু কুযা'আহ্র (بنو قضاعة) একটি শাখা গোত্রের নাম। প্রতিনিধি দলটি মুসলমান হয়ে মদীনায় আসে রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত করার জন্য। তারা যখন মদীনায় উপস্থিত

১৯. *যারা মনে করেন, তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে, তারা বিষয়টি লক্ষ্য করুন। সাথে সাথে এটাও জেনে রাখুন যে, সত্য প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয় বাড়ী থেকেই।*

২০. *বায়হাক্বী, ইবনু খুযায়মা, ইবনু হিব্বান হা/৬৫৬২ সনদ ছহীহ।*

হন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি জানাযায় ছিলেন। জানাযা শেষে যাওয়ার পথে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি মুসলমান? তারা বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য দো'আয় (জানাযায়) কেন শরীক হ'লে না? তারা বললেন, বায়'আতের পূর্বে আমাদের কিছুই করার অনুমতি নেই বলে আমরা মনে করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা যখনই ইসলাম কবুল করেছ, তখনই মুসলমান হয়ে গেছ'। এরি মধ্যে তাদের সঙ্গী ছোট ছেলেটি এসে পৌঁছলো, যাকে তারা তাদের সওয়ারীর কাছে বসিয়ে রেখে এসেছিল। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ছেলেটি আমাদের মধ্যে ছোট এবং সে আমাদের খাদেম'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হাঁ। أَصْغَرُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ بَارَكَ اللهُ عَلَيْهِ 'ছোটরা তাদের মুরব্বীদের খাদেম হয়ে থাকে। আল্লাহ তাকে বরকত দান করুন'। রাসূল (ছাঃ)-এর এই দো'আর ফল এই হ'ল যে, ঐ ছেলেটিই কুরআন মাজীদ বেশী শিখলো এবং উক্ত গোত্রের ইমাম নিযুক্ত হ'ল। এই প্রতিনিধি দল ফিরে গেলে তাদের পুরা গোত্রে ইসলাম প্রসার লাভ করে।[২১]

২৫। বনু আসাদ প্রতিনিধি দল (وفد بني أسد) :

১০ জন লোকের এই প্রতিনিধি দলটি মদীনায় আসে। যাদের মধ্যে ওয়াবেছাহ বিন মা'বাদ (وابصة بن معبد) এবং ত্বালহা বিন খুওয়াইলিদ ছিলেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে ছিলেন। তারা এসে নিজেরা কালেমা শাহাদাত পাঠ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কিন্তু নিজেরা এসে ইসলাম কবুল করেছি। আপনি আমাদের নিকটে কোন মুবাল্লিগ পাঠাননি।

তাদের উক্ত কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন-

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوْا قُلْ لاَ تَمُنُّوْا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ-

'তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে বলে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না। বরং আল্লাহ ঈমানের পথ প্রদর্শন করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী হয়ে থাক' *(হুজুরাত ৪৯/১৭)*।

অতঃপর তারা কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। যেমন, পাখির বোল থেকে শুভাশুভ নির্ধারণ করা যাবে কি না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে এসব থেকে নিষেধ করলেন।

*[**শিক্ষণীয় :** আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত কেউ হেদায়াত লাভ করতে পারে না। তাই কোন বিষয়ে হেদায়াত লাভের পর হাদী-র শুকরিয়া আদায়ের সাথে সাথে অধিক হারে আল্লাহ্র দরবারে বিনম্রচিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য।]*

২৬। বাহরা প্রতিনিধি দল (وفد بهراء) :

এই প্রতিনিধি দলটি মদীনায় এসে খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত মিক্বদাদ বিন আমর (রাঃ)-এর বাসার সম্মুখে তাদের উট বসিয়ে দেয়। মিক্বদাদ (রাঃ) বাসায় তাদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করার কথা বলে বেরিয়ে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর তাদের ঘরে এনে বসান এবং 'হায়েস' (حيس) নামক উন্নত মানের খানা পরিবেশন করেন। 'হায়েশ' হ'ল খেজুর, ছাতু ও ঘি মিশ্রিত অত্যন্ত সুস্বাদু একপ্রকার খাদ্য। হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) একটি পাত্রে করে উক্ত খাদ্যের কিছু অংশ রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য হাদিয়া পাঠান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা থেকে কিছুটা খেয়ে পাত্রটি ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। মিক্বদাদ (রাঃ) দু'বেলা ঐ পাত্রে করে মেহমানদের জন্য খানা পরিবেশন করতে থাকেন। মেহমানগণ অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে উক্ত খাদ্য খেতে থাকেন। একদিন আশ্চর্য হয়ে তারা মেযবানকে বললেন, আমরা শুনেছিলাম মদীনাবাসীর খাদ্য হ'ল ছাতু, যব ইত্যাদি। কিন্তু এখন দেখছি তার উল্টা। সবচাইতে মূল্যবান ও সুস্বাদু খাদ্য আমরা দু'বেলা খাচ্ছি। এরকম খাদ্য তো আমরা কখনো খাইনি'।

জওয়াবে মিক্বদাদ (রাঃ) বললেন, প্রিয় ভাইয়েরা! এসবই আমাদের প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-এর বরকত। তিনি ঐ পাত্র থেকে কিছু খেয়ে ফেরত দিয়েছিলেন। আর তাতেই বরকত হয়ে তা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, শেষ হচ্ছে না। একথা শুনে প্রতিনিধি দল বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্র রাসূল'। অতঃপর তারা মুসলমান হয়ে যান ও মদীনায় কিছু দিন অবস্থান করেন এবং পবিত্র কুরআন ও ইসলামের হুকুম-আহকাম শিখে ফিরে যান।[২২]

*[**শিক্ষণীয় :** অনেক সময় আল্লাহ পাক নবীগণের মু'জেযার মাধ্যমে অথবা কোন প্রিয় বান্দার প্রতি কারামত প্রদর্শনের মাধ্যমে অন্য বান্দাকে হেদায়াত দান করে থাকেন। এটা স্রেফ আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন বিষয়। তিনি যাকে খুশী তাকে দিয়ে এটা করাতে পারেন। এটি শরী'আতের কোন দলীল নয়]*

২৭। খাওলান প্রতিনিধি দল (وفد خولان) :

১০ম হিজরীর শা'বান মাসে দশ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলটি মদীনায় আসে। তারা এসে বলেন, আমরা ইতিপূর্বে ঈমান এনেছি। কিন্তু দীর্ঘ পথ সফর করে আমাদের মদীনায় আসার একটাই কারণ প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-এর সাক্ষাত লাভ করা।

---

২১. *যাদুল মা'আদ ৩/৫৭০।*

২২. *যাদুল মা'আদ ৩/৫৭৩।*

অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের পূর্বের দেবপ্রতিমা 'আম্মে আনাস' (عَمُّ أَنَس) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললেন, আল্লাহ্র হাযার শোকর! আপনার শিক্ষা আমাদেরকে ঐ ফিৎনা থেকে রক্ষা করেছে। কিছু বুড়া-বুড়ীই কেবল এখনো ঐ মূর্তির পূজা করে থাকে। এবার ফিরে গিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা মূর্তিটা গুঁড়িয়ে দেব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা ঐ মূর্তিপূজার দু'একটি ঘটনা শোনাও তো'। তারা বললেন, হে রাসূল! একদিন আমরা একশত বলদ একত্রিত করি এবং সবগুলি একই দিনে 'আম্মে আনাসের উদ্দেশ্যে কুরবানী করি। অতঃপর সেগুলি সব জন্তু-জানোয়ারে খেয়ে যায়। অথচ আমরা নিজেরাই ছিলাম অভাবী এবং গোশতের মুখাপেক্ষী'।

তারা বলেন, হে রাসূল (ছাঃ)! গবাদিপশু এবং উৎপাদিত খাদ্যশস্য হ'তে আমরা 'আম্মে আনাসের জন্য নির্ধারিত অংশ বের করে রাখতাম। ক্ষেতের মধ্যবর্তী উন্নত ফসলের অংশটি আম্মে আনাসের জন্য এবং এক কোণের অনুন্নত অংশটি আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করতাম। আর ফসল খারাপ হলে আল্লাহ্র অংশ দিতাম না। বরং আল্লাহ্র অংশটা আম্মে আনাসের নামে উৎসর্গ করতাম। কিন্তু আম্মে আনাসের অংশ কখনোই বাদ যেত না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে দ্বীনের ফরয-ওয়াজিবাত শিক্ষা দিলেন এবং বিশেষ করে তাদেরকে নিম্নের বিষয়গুলি শিক্ষা দিলেন।-

(১) অঙ্গীকার পূর্ণ করা (২) আমানত আদায় করা (৩) প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা (৪) কারু প্রতি যুলুম না করা। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে (الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)।

*[**শিক্ষণীয় :** শিরকী আক্বীদা কেবল পরকাল ধ্বংস করে না, তা মানুষের দুনিয়াও ধ্বংস করে। কবরপূজারী ও প্রতীক পূজারীদের দিকে তাকালেই এর দৃষ্টান্ত মিলবে।]*

২৮। মুহারিব প্রতিনিধি দল (وفد محارب) :

দশ সদস্যের এই প্রতিনিধিদল দশম হিজরীতে মদীনায় আসে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)-কে তাদের মেহমানদারীর জন্য নিযুক্ত করেন। সকাল-সন্ধ্যা তিনি তাদের খাবার পরিবেশন করতেন। একদিন রাসূল (ছাঃ) যোহর থেকে আছর পর্যন্ত তাদের জন্য সময় দেন। এ সময় তিনি এক ব্যক্তির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়ে বলেন, তোমাকে আমি যেন ইতিপূর্বে কোথায় দেখেছি? লোকটি বলল, আল্লাহ্র কসম! আপনি আমাকে দেখেছেন এবং আমার সাথে কথাও বলেছেন। আর সেটা হ'ল মক্কার 'ওকায' (عكاظ) মেলায় যখন আপনি লোকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। অথচ আমি আপনার বক্তব্যের কঠোর প্রতিবাদ করি এবং নিকৃষ্ট বাক্য সমূহ প্রয়োগ করি'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হাঁ। ঠিক'। ঐ ব্যক্তি বললেন, হে রাসূল (ছাঃ)! ঐদিন আমার সাথীদের মধ্যে আমার চাইতে বেশী আপনাকে কেউ গালি দেয়নি এবং আমার চাইতে বেশী ইসলামের বিরোধিতাকারী সেদিন কেউ ছিল না। আমার সেই সব সাথীরা সকলেই স্ব স্ব পিতৃধর্মে মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু আল্লাহ্র অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আজও আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং আপনার উপরে ঈমান আনার তাওফীক দান করেছেন'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'সকলের অন্তর সমূহ আল্লাহ্র দু'আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে। তিনি যেভাবে খুশী সেটাকে পরিচালিত করেন'। অতঃপর ঐ ব্যক্তি বললেন, হে রাসূল (ছাঃ)! আমার প্রথম জীবনের গোনাহ মাফের জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করুন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, اَلْإِسْلاَمُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ 'ইসলাম তার পূর্বেকার সকল গোনাহ দূর করে দেয়'।

*[**শিক্ষণীয় :** প্রকৃত তওবা মানুষকে নতুন মানুষে পরিণত করে।]*

২৯। বনু আয়েশ প্রতিনিধি দল (وفد بني عيش) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর চার মাস পূর্বে এই প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে। এরা ছিলেন নাজরান এলাকার বাসিন্দা এবং মুসলমান হয়েই তারা মদীনায় এসেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা শুনেছি, আপনি একথা বলেছেন যে, لاَ إِسْلاَمَ لِمَنْ لاَ هِجْرَةَ لَهُ 'যার হিজরত নেই, তার ইসলাম নেই'। সেকারণ আমরা চাই যে, আমাদের মাল-সম্পদ, জমি-জমা সব বিক্রি করে দিয়ে পরিবার-পরিজন সহ মদীনায় চলে আসি এবং রাসূলের সাহচর্যে জীবন কাটিয়ে দিই'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, اتَّقُوا اللهَ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَلَنْ يَلِتَكُمْ اللهُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا 'যেখানে তোমরা আছ, সেখানে থেকেই আল্লাহ ভীতি অবলম্বন কর। তোমাদের নেক আমলের ছওয়াবে কোনই কমতি হবে না'।

*[**শিক্ষণীয় :** মুসলমান যেখানে যে অবস্থায় থাক, সেখানে সে অবস্থায় দ্বীনের দাওয়াত দিবে। বিশেষ কোন একটি স্থানে অবস্থান করা আবশ্যিক নয়।]*

৩০। নাখ'ঈ প্রতিনিধি দল (وفد نخع) :

রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর দু'মাস পূর্বে **১১** হিজরীর মুহাররম মাসের মধ্যবর্তী সময়ে সর্বশেষ এই প্রতিনিধি দলটি মদীনায় আগমন করে। এদের পরে আর কোন প্রতিনিধি দল আসেনি। দু'শো জনের এই বিরাট প্রতিনিধি দলটি আগেই মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-এর হাতে মুসলমান হয়েছিলেন। তাদেরকে জাতীয় মেহমানখানায় (دار الضيافة) রাখা হয়।

তাদের মধ্যে একজন ছিলেন যুরারাহ বিন আমর (زرارة بن عمرو)। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আসার সময় রাস্তায় আমি কয়েকটি আজব স্বপ্ন দেখেছি। এর ব্যাখ্যা কি হবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, শুনাও দেখি'।

১ম স্বপ্ন : যুরারাহ বললেন, আমি দেখলাম যে, বকরী বাচ্চা দিয়েছে, যা সাদা ও কালো রংয়ের ডোরাকাটা (أبلق)।

ব্যাখ্যা : রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার স্ত্রীর ছেলে হয়েছে এবং সেটা তোমারই ছেলে।

যুরারাহ বললেন, কিন্তু সাদা-কালো ডোরাকাটা কেন হ'ল? রাসূল (ছাঃ) তাকে কাছে ডেকে গোপনে আস্তে আস্তে বললেন, তোমার দেহে শ্বেতকুষ্ট ব্যাধি রয়েছে, যা তুমি লোকদের থেকে লুকিয়ে রাখো। তোমার সন্তানের মধ্যে সেটারই প্রভাব পড়েছে। যুরারাহ বলে উঠলেন, কসম আল্লাহ্র, যিনি আপনাকে সত্য রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আমার এই গোপন রোগের খবর এ যাবত কারুরই জানা ছিল না।

২য় স্বপ্ন : যুরারাহ বললেন, আমি নু'মান বিন মুনযিরকে হাতে বাযুবন্দ, কোমরে কংকন ইত্যাদি অলংকারাদি পরিহিত অবস্থায় দেখলাম।

ব্যাখ্যা : রাসূল (ছাঃ) বললেন, এর দ্বারা আরব দেশকে বুঝানো হয়েছে। যা এখন শান্তি ও সচ্ছলতা লাভ করেছে।

৩য় স্বপ্ন : আমি একটা বুড়ীকে দেখলাম মাটি থেকে বেরিয়ে আসছে এবং যার চুলের কিছু সাদা ও কিছু কালো।

ব্যাখ্যা : রাসূল (ছাঃ) বললেন, এর দ্বারা 'দুনিয়া' বুঝানো হয়েছে। যার (ধ্বংসের) বাকী সময়টুকু এখনো অবশিষ্ট রয়েছে।

৪র্থ স্বপ্ন : আমি দেখলাম যে, একটা দাবানল মাটি থেকে উত্থিত হ'ল। যা আমার ও আমার ছেলের মধ্যবর্তী স্থানে এসে গেল। আগুনটি বলছে, পোড়াও পোড়াও চক্ষুষ্মান হৌক বা অন্ধ হৌক। হে লোকেরা! তোমাদের খাদ্য, তোমাদের বংশ, তোমাদের মাল-সম্পদ সব আমাকে খাবার জন্য দাও'।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটা হ'ল ফাসাদ, যা আখেরী যামানায় বের হবে। যুরারাহ বললেন, সেটা কেমন ফিৎনা হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, লোকেরা তাদের খলীফাকে (امام) হত্যা করবে। তারা আপোষে এমন লড়াইয়ে মত্ত হবে, যেমন দু'হাতের পাঞ্জার আঙ্গুলগুলি পরস্পরে জড়িয়ে যায়। বদকার লোকেরা ঐ সময় নিজেদের নেককার মনে করবে। ঈমানদারগণের রক্ত পানির মত সস্তা মনে করা হবে। যদি তোমার ছেলে মারা যায়, তবে তুমি দেখবে। আর তুমি মারা গেলে তোমার ছেলে এই ফেৎনা দেখবে'।

যুরারাহ বললেন, হে রাসূল (ছাঃ)! দো'আ করুন যেন আমি এই ফিৎনা না দেখি। রাসূল (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! সে যেন এই ফেৎনার যামানা না পায়'। পরে দেখা গেল যে, যুরারাহ মারা গেলেন। তার ছেলে বেঁচে থাকল। যে হযরত ওছমান (রাঃ)-এর বায়'আত ছিন্ন করেছিল।[২৩]

*[**শিক্ষণীয় :** দুনিয়াবী স্বার্থ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। মুসলমানেরা তা থেকে নিরাপদ থাকবে না। আখেরাত পিয়াসীগণ হবেন উক্ত হামলার প্রধান টার্গেট। অতএব সাবধান!]*

পর্যালোচনা :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, (১০ম হিজরীতে) বিদায় হজ্জের সময় মিনায় আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী সময়ে (সম্ভবতঃ ১২ই যিলহজ্জ) সূরা 'নছর' নাযিল হয়। এটাই ছিল কুরআনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সূরা। এর পরেই নাযিল হয় ইসলাম পরিপূর্ণ হওয়ার সেই বিখ্যাত আয়াতটি اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ 'আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম...*(মায়েদাহ ৫/৩)*। এটা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৮০ দিন পূর্বের ঘটনা।[২৪]

কুরআনের সর্বশেষ সূরা 'নছরে' বলা হয়, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا- 'যখন এসে গেছে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়' 'এবং আপনি লোকদের দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করছে দেখছেন' তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি অধিক ক্ষমাকারী' *(নাছর ১১০/১-৩)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إِنَّمَا هُوَ أَجَلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ 'এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূলের মৃত্যু ঘনিয়ে আসার কথা জানিয়ে দিয়েছেন।[২৫] এজন্য এ সূরাকে সূরা তাওদী' (التوديع) বা বিদায়ী সূরা বলা হয়।

বস্তুতঃ মক্কা বিজয়ের পর থেকে সমস্ত আরব উপদ্বীপের লোকদের মধ্যে ইসলামের বিজয়ী ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা জন্মে এবং ৯ম ও ১০ম হিজরী সনেই চারদিক থেকে দলে দলে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদের আগমন ঘটে। এমন কথাও জানা যায় যে, ইয়ামন থেকে ৭০০ মুসলমান কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে ও আযান দিতে দিতে মদীনায়

২৩. *যাদুল মা'আদ ৩/৬০০।*
২৪. *কুরতুবী ২০/২১৫; বায়হাক্বী ৫/১৫২ পৃঃ।*
২৫. *বুখারী হা/৪৯৬৯-৭০।*

উপস্থিত হয়। অনুরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল আরবের প্রায় সকল প্রান্তেই। প্রকৃত অর্থে 'মদীনা' তখন আরব উপদ্বীপের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করেছিল। ইচ্ছায় হৌক, অনিচ্ছায় হৌক মদীনার আনুগত্য স্বীকার করা ব্যতীত কারু উপায় ছিল না।

একথা অনস্বীকার্য যে, দলীয় হুজুগের মধ্যে ভাল-মন্দ সবধরনের লোক যুক্ত হয়ে যায়। এখানেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ফলে এইসব লোকদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যাদের মধ্যে ইসলাম শিকড় গাড়তে পারেনি। পূর্বেকার জাহেলী মনোভাব ও অভ্যাস তাদের মধ্যে তখনও জাগরুক ছিল। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন,

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُوْدَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِه وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ- وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- (التوبة ٩٧-٩٨)-

'বেদুঈন লোকেরা কুফরী ও মুনাফেকীতে অতি কঠোর এবং তারাই এ ব্যাপারে অধিক যোগ্য। কেননা তারা জানেনা ঐসব বিধানসমূহ, যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী'। 'বেদুঈনদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করাকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের উপরে কালের আবর্তন সমূহ (অর্থাৎ বিপদসমূহ) আপতিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। অথচ তাদের উপরেই হয়ে থাকে কালের অশুভ আবর্তন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(তওবাহ ৯/৯৭-৯৮)*।

আবার এদের মধ্যে ছিলেন বহু প্রকৃত ঈমানদার মুসলমান। যাদের মধ্য হ'তেই মুসলিম সমাজ লাভ করে ইয়ামন থেকে আগত আশ'আরী গোত্রের খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত আবু মূসা আশ'আরী, দাউস গোত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হাদীছজ্ঞ ছাহাবী হযরত আবু হুরায়রা, ত্বাই গোত্রের হযরত আদী বিন হাতেম প্রমুখ অগণিত বিশ্বখ্যাত মনীষী ছাহাবীবৃন্দ। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُوْلِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِيْ رَحْمَتِه إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ-(التوبة ٩٩)-

'বেদুঈনদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের উপরে বিশ্বাস রাখে এবং তারা যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্র সান্নিধ্য নাভের এবং রাসূলের দো'আ লাভের উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করে। মনে রেখ, নিশ্চয়ই তাদের এই ব্যয় (আল্লাহ্র) নৈকট্য স্বরূপ। আল্লাহ তাদেরকে সত্বর স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(তওবাহ ৯/৯৯)*।

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময়ে রাসূল (ছাঃ) মূর্তিপূজার অবসানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, تِلْكَ الْعُزَّى وَقَـــدْ أَيِسَتْ أَنْ تُعْبَدَ فِيْ بِلاَدِكُمْ أَبَدًا 'হ্যাঁ ওটা হ'ল 'ওযযা। এখন সে তোমাদের দেশে পূজা পাওয়া থেকে চিরদিনের মত নিরাশ হয়ে গেল'। অনুরূপভাবে ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন, أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْـــتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوْعٌ 'শুনে রাখো, জাহেলী যুগের সকল রীতিনীতি আমার পায়ের নীচে দলিত হ'ল'। অতঃপর তিনি বলেন, أَلاَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِى بِلاَدِكُمْ هَـــذِه أَبَـــدًا وَلَكِنْ سَتَكُوْنُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِـــه 'নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের এই দেশে পূজা পেতে চিরদিনের মত নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তার অনুসরণ হবে ঐসব কাজে যেগুলিকে তোমরা তুচ্ছ মনে করবে। আর সে তাতেই সন্তুষ্ট হবে'।[২৬] আল্লাহ্র রাসূলের উপরোক্ত ভাষণ সমূহের মধ্যে যে ভবিষ্যদ্বাণী ফুটে উঠেছিল, তাতে আরব উপদ্বীপে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন ও তাদের অনুসারীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত ছিল এবং সেটাই বাস্তবায়িত হতে দেখা গেছে ৯ম ও ১০ম হিজরীতে। এমনকি ১১ হিজরীতে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্ত হতে বিভিন্ন গোত্রীয় প্রতিনিধি দল সমূহের দলে দলে মদীনা আগমনের মধ্য দিয়ে। এভাবেই সূরা নছরের ভবিষ্যদ্বাণী রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই কার্যকর হয় এবং সমস্ত আরবে ইসলাম সর্বতোভাবে বিজয় লাভ করে। পূর্ণতা লাভের পর আর কিছুই বাকী থাকে না। তাই উক্ত সূরা নাযিলের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ খুঁজে পেয়েছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

ফলাফল :

মক্কায় প্রথম 'অহি' আগমনের শুরুতেই يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُـــمِ اللَّيْـــلَ 'হে চাদরাবৃত! ওঠো রাত্রিতে আল্লাহ্র স্মরণে দাঁড়িয়ে যাও' *(মুযযাম্মিল ৭৩/১-২)* বলে আল্লাহ পাক তাঁর শেষনবী ও তাঁর সহযোগীদেরকে নৈতিক বলে অধিকতর বলিয়ান করে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ সূচি প্রদান করেন। অতঃপর তাঁদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلًا 'আমরা সত্বর তোমার উপরে কিছু ভারী কথা নিক্ষেপ করব' *(ঐ, ৭৩/৫)*। আর সেই 'ভারী কথা'-ই ছিল ভবিষ্যৎ ইসলামী সমাজ বিনির্মানের গুরু দায়িত্ব। যার ভিত্তি ছিল আল্লাহ প্রেরিত অহি-র উপরে। যা ছিল নিঃসন্দেহে 'ভারী কথা'।

২৬. *তিরমিযী হা/২১৫৯, মিশকাত হা/২৬৭০।*

অতঃপর নির্দেশ এলো يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ ‘হে চাদরাবৃত! ওঠো, লোকদের ভয় দেখাও’ *(মুদ্দাছছির ৭৪/১-২)*। এতদিন ছিল নিজেকে ভয় দেখানোর দায়িত্ব, নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ় ও বলীয়ান করার দায়িত্ব। কিন্তু এবার নির্দেশ এলো মানবজাতিকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনের দায়িত্ব। ব্যক্তি জীবনে ইবাদত করার চাইতে সমাজকে কুসংস্কার থেকে বাঁচানো ও তাকে শয়তানের আনুগত্য হ'তে বের করে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ফিরিয়ে আনা যে কতবড় কঠিন কাজ, তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। কিন্তু নবীগণকে তো যুগে যুগে আল্লাহ এজন্যই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। অন্যান্য নবীগণ স্ব স্ব গোত্র ও অঞ্চলের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষনবী প্রেরিত হয়েছিলেন পুরা মানব জাতির জন্য *(সাবা ২৫/২৮)*। আর সেজন্যই তাঁর দায়িত্বের পরিধি ছিল অনেক ব্যাপক এবং সাথে সাথে অনেক দুরূহ। অঞ্চল ও ভাষাগত গণ্ডি পেরিয়ে তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছিল ভিনদেশে ও ভিন ভাষার লোকদের কাছে। জাতীয়তার প্রচলিত সংজ্ঞা ভেঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হ'ল বিশ্বব্যাপী এক নতুন জাতীয়তা। যাকে বলা হয়, ইসলামী জাতীয়তা। কুরআনে বলা হয়েছে, ‘মুসলিম মিল্লাত’ *(হজ্জ ২২/৭৮)* বা ‘খায়রে উম্মাহ’ *(আলে ইমরান ৩/১১০)* অর্থাৎ ‘শ্রেষ্ঠ জাতি’।

ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল ভিত্তিক ‘জাতীয়তার বিপরীতে এ ছিল এক অমর আদর্শ ভিত্তিক বিশ্ব জাতীয়তা। ভিন দেশের, ভিন রং ও বর্ণের ভিন ভাষার সকল মানুষ একই ভাষায় সকলকে সালামের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানায়, একই ভাষায় আযান দেয়, একই ভাষায় ছালাত আদায় করে। সবাই এক আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলে। সেজন্যই তো দেখা গেল, মাত্র কয়েক বছরের দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে বিশ্বসেরা কুরায়েশ বংশের আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলীর পাশে দাঁড়িয়ে পায়ে পা মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছালাত আদায় করার মর্যাদা অর্জন করল তৎকালীন সমাজের সবচাইতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কৃষ্ণকায় নিগ্রো ক্রীতদাস বেলাল হাবশী, যায়েদ বিন হারেছাহ, মেষ চারক আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। ইসলামের আগমন না ঘটলে সমাজের নিগৃহীত, নিষ্পেষিত, নিপীড়িত এইসব মহান মানুষগুলির সন্ধান পৃথিবী কোনদিনই পেত না। এই মহান আদর্শের বরকতেই আমরা দেখেছি আদাস নীনওয়াভী, সালমান ফারেসী, ছোহায়েব রূমী, যেমাদ আযদী, তোফায়েল দাওসী, যুলকালা' হিময়ারী, আদী বিন হাতেম তাঈ, ছুমামাহ নাজদী, আবু যার গেফারী, আবু সুফিয়ান উমুভী, আবু আমের আশ‘আরী, কুরয ফিহরী, আবু হারেছ মুছত্বালেক্বী, সুরাকা মুদলেজী, আবদুল্লাহ বিন সালাম আহ্বারে ইহুদী, ছুরমা বিন আনাস রুহবানে নাছারা প্রমুখ ভিন গোত্রের ভিনভাষী ও ভিন ধর্মের লোকদের একই ধর্মে লীন হয়ে পাশাপাশি বসতে ও আপন ভাইয়ের মত আচরণ করতে। দেখেছি মক্কার মুহাজির ভাইদের জন্য মদীনার আনছার ভাইদের আত্মত্যাগের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত হাতেগনা এই ত্যাগপূত মহান ব্যক্তিদের হাতেই আল্লাহ সেই মহান বিজয় মুকুট তুলে দেন, যার ওয়াদা তিনি করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ– ‘তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্যধর্ম সহকারে। যাতে তিনি একে সকল ধর্মের উপরে বিজয়ী করেন। যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে’ *(ছফ ৬১/৯)*। অন্যত্র এসেছে, وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا ‘(এ ব্যাপারে) সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট’ *(ফাৎহ ৪৮/২৮)*। অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাবার যোগ্য করে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহই যথেষ্ট হবে ইসলামের বিজয়ের জন্য। জনবল, অস্ত্রবল সহায়ক শক্তি হ'লেও কখনো মূল শক্তি নয়। মূল শক্তি হ'ল ঈমান এবং যার কারণেই নেমে আসে আল্লাহ্‌র সাহায্য। তিনিই মুমিনদের পক্ষে শত্রুদের প্রতিরোধ করেন। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে (শত্রুদের) প্রতিরোধ করেন। আর আল্লাহ কোন খেয়ানতকারী ও কাফেরকে পসন্দ করেন না’ *(হজ্জ ২২/৩৮)*।

বস্তুতঃ আরবরা শিরক ও কুফরী ছেড়ে ঈমানের দিকে ফিরে এসেছিল। আর তাই আল্লাহ তাদের থেকে শত্রুদের হটিয়ে দেন। তৎকালীন বিশ্বশক্তি ক্বায়ছার ও কিসরা পর্যন্ত তাদের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা সর্বত্র ইসলামের বিজয়ী ঝাণ্ডা উড্ডীন হয়েছিল। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই ইসলাম আদর্শিক ও রাজনৈতিক সবদিক দিয়েই বিজয় লাভ করেছিল। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

সামাজিক পরিবর্তন :

ইসলামী শিক্ষার বরকতে দুনিয়া পূজারী মানুষগুলি হয়ে উঠলো আখেরাতের পূজারী। আখেরাতের বিনিময়ে তারা দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করল। যে কাজে আখেরাতে কল্যাণ নেই, সে কাজ পরিত্যক্ত হ'ল। সম্পদের প্রাচুর্য তাদেরকে দিকভ্রান্ত করতে পারেনি। বরং আখেরাতের স্বার্থে দ্বীনের কাজে অকাতরে সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতেই তারা অধিক আনন্দ বোধ করলেন। নিজের সবচেয়ে পসন্দের বস্তুটি দান করে দিয়ে তাঁরা মানসিক তৃপ্তি পেতেন। দিবসে দাওয়াত ও জিহাদে অথবা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যস্ততায় সময় কাটলেও রাতটি ছিল স্রেফ আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিবেদিত। যে মানুষটি দু'দিন আগেও আল্লাহকে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন মূর্তির শরণাপন্ন হ'ত, মহামূল্য নযর-নেয়ায নিবেদনের মাধ্যমে মূর্তির সন্তুষ্টিতে রত ছিল এবং নিজেদের কপোল কল্পিত বিভিন্ন অসীলার মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়ার বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করত, তারাই এখন সবকিছু ছেড়ে সরাসরি আল্লাহ্‌র

নিকটে প্রার্থনা করছে। দেহমন ঢেলে দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি কামনায় রাত্রি জাগরণে ও ইবাদতে লিপ্ত হচ্ছে। দু'দিন আগেও যারা রাস্তায় রাহযানি করত, নারীর ইযযত লুট করত, তারাই আজ অপরের জান-মাল ও ইযযত রক্ষায় হাসিমুখে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। মানুষ এখন একাকী রাস্তায় নির্ভয়ে চলে। ইরাকের হীরা নগরী থেকে একজন পর্দানশীন মহিলা একাকী মক্কায় এসে কা'বাগৃহ তাওয়াফ করে চলে যান নিরাপদে নির্বিঘ্নে। বিপদগ্রস্ত নারীকে শক্তিশালী একজন পরপুরুষ মায়ের মর্যাদা দিয়ে তার বিপদে সাহায্য করছে স্রেফ পরকালীন স্বার্থে। দু'দিন আগেও যারা সূদ ব্যতীত কাউকে ঋণ দিত না, এখন তারাই সূদকে নিকৃষ্টতম হারাম গণ্য করছে এবং নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে 'কর্যে হাসানাহ' দিচ্ছে। যেখানে ছিল গাছতলা ও পাঁচতলার অর্থনৈতিক বৈষম্য, সেখানে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, যাকাত নেয়ার মত দরিদ্র লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। দু'দিন আগেও যে সমাজে ছিল মদ্যপান, পর্দাহীনতা, নগ্নতা-বেহায়াপনা ও যৌনতার ছড়াছড়ি, আজ সেই সমাজে চালু হয়েছে পর্দানশীন, মার্জিত ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনাচার। আগে যে সমাজে ছিল ধর্মের নামে অসংখ্য শিরক-বিদ'আত ও অর্থহীন লোকাচার। ছিল গোত্রে গোত্রে বিভক্তি ও হানাহানি, আজ সেখানে সৃষ্টি হয়েছে পরস্পরে আদর্শিক মহব্বত ও ভালোবাসার অটুট বন্ধনের এক স্বর্গীয় আবহ। সবকিছুই সুন্নাহ দ্বারা সুবিন্যস্ত। আগে যেখানে ছিল মানুষের মধ্যে প্রভু ও দাসের সম্পর্ক, ছোট-বড় ও সাদা-কালোর বৈষম্য, আজ সেখানে সবাই সমান। এক আল্লাহ্র গোলামীতে সকলের মানবাধিকার সুরক্ষিত। বংশীয় কৌলিন্য ও আভিজাত্যের বদলে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হ'ল আল্লাহভীরুতার মাপকাঠিতে। বলা হ'ল, সকল মানুষ এক আদমের সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির সৃষ্টি। তাই কোন অহংকার নেই। বলা হ'ল সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তাই তাঁর প্রেরিত বিধান সবার জন্য সমান। আগে যেখানে দুনিয়াবী ভোগবিলাস ছিল মূল লক্ষ্য, আজ সেখানে দুনিয়া তুচ্ছ, আখেরাতে জান্নাত লাভই মূল লক্ষ্য।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের এই আমূল পরিবর্তনের ফলে মুসলমানদের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সমাজনীতি সবকিছুতেই সূচিত হয় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। যা পুরা মানব সভ্যতায় আনে এক বৈপ্লবিক অগ্রযাত্রার শুভ সূচনা। শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও বিজ্ঞানের অভাবিত উন্নতিতে পরবর্তীকালে মুসলমানদের যে অনন্য অবদানের স্বাক্ষর বিশ্ব অবলোকন করেছিল, তার মূলে ছিল ইসলামের বিজয়ী আদর্শের অম্লান ছাপ। তাওহীদের সর্বজয়ী আবেদনের বাস্তব প্রতিফলন। তাওহীদ ও সুন্নাহ্র সনিষ্ঠ অনুসারী হ'তে পারলে মুসলমান আবার তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে ইনশাআল্লাহ।

(ক্রমশঃ)

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য

*রফীক আহমাদ**

এ পৃথিবীর বুকে পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয়। মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসীর একমাত্র উপাস্য ও অভিভাবক। আর পিতা-মাতা হ'ল শুধু তার সন্তানদের ইহকালীন জীবনের সাময়িক অভিভাবক। সুতরাং সন্তানদের কাজ হ'ল, মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় হুকুমের সাথে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা ও তাদের মান্য করা। সন্তান জন্মের পর বাল্য, শৈশব বা কৈশোর পর্যন্ত পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানেই থাকে এবং সম্পূর্ণ অনুগত থাকে। অতঃপর যৌবনে ও সংসার জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সঙ্গে তার সন্তানদের মতভিন্নতা দেখা দিতে পারে, এটা স্বাভাবিক। সেজন্য মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার সঙ্গে তার সন্তানদের বাল্য জীবনের ভালবাসার ন্যায়ই সারা জীবন তা মযবূত ও বহাল রাখার আদেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَّوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَّحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হ'লাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম' *(আহক্বাফ ১৫)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً- رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ إِنْ تَكُوْنُوْا صَالِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِيْنَ غَفُوْراً.

'আপনার রব নির্দেশ দিলেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, আর তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বল, হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভাল করেই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তিনি মনোযোগীদের প্রতি ক্ষমাশীল' *(বনী ইসরাঈল ২৩- ২৫)*।

এ বিষয়ে আল্লাহ আরও বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَّفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ. 'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে' *(লোক্বমান ১৪)*।

পবিত্র কুরআনের বাণীগুলোকে পরম শ্রদ্ধা ও বিনয়াবনত অন্তঃকরণে মূল্যায়ন করতে হবে। এখানে কোন দ্বিমত বা ভিন্নমত পোষণ করা হ'তে বিরত থাকতে হবে। আয়াতগুলোতে সাধারণভাবে মানুষকে আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি অবিচল থাকা ও সাথে সাথে পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার, তাদের সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করা হয়েছে। অবশ্য আয়াতের প্রারম্ভেই পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও যরূরী। গর্ভ ধারণের সময় কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাতাকেই সহ্য করতে হয়। পিতার জন্য লালন-পালনের কষ্ট সহ্য করা সর্ববস্থায় যরূরী হয় না।

পবিত্র কুরআনে অনেক জায়গায় আলোচ্য বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। একইভাবে এখানেও আল্লাহ্র তাওহীদের প্রতি দাওয়াতের সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা পিতা-মাতার জন্য অসামান্য সম্মান ও মর্যাদা।

অতঃপর সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রে পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِيْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْراً.

'উপাসনা কর আল্লাহ্র, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে, পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং

* *শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী সংগী-সাথী, মুসাফির এবং দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন না দাম্ভিক-অহংকারীকে' *(নিসা ৩৬)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ. 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর' *(নাহল ৭৮)*।

কুরআনুল কারীমে পিতা-মাতার হক সমূহকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে বান্দা তার জীবদ্দশায় সার্বিক সতর্কতা বজায় রেখে অকৃত্রিমভাবে পিতা-মাতার ন্যায়সঙ্গত অধিকার পূর্ণ করতে সক্ষম হয়।

অবশ্য বান্দার নিকট আল্লাহ্র হক অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু সন্তানের নিকট পিতা-মাতার হক সীমাবদ্ধ। যেমন পিতা তার পুত্রকে শরী'আত বিরোধী কোন কাজের আদেশ করলে, পুত্র তা প্রত্যাখ্যান করলেও কোন দোষ হবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামে বলেছেন,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفاً وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

'পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই। তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবগত করব' *(লোকমান ১৫)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দিব যা কিছু তোমরা করতে' *(আনকাবূত ৮)*।

মানব জাতিকে এক আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্য করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর শ্রেষ্ঠত্বের এই মর্যাদা রক্ষায় তাকে প্রচুর জ্ঞান-বুদ্ধি দান করা হয়েছে। কিন্তু মানবজাতির শত্রু ইবলীস ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে সন্তানকে সতর্ক করা হয়েছে, যাতে শয়তানের অনুগত কোন মুশরিক পিতা-মাতা পিতৃত্বের দাবী নিয়ে নিজ সন্তানদের শিরক স্থাপনে বাধ্য করতে না পারে। কারণ শিরক হ'ল অমার্জনীয় পাপ। এখানে মহান আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে অধিকার প্রাপ্ত পিতা-মাতা ও সন্তান উভয়কেই শিরকমুক্ত থেকে ইসলামের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিগ্রহণের কঠোর নির্দেশ রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনী অবলম্বনে পিতা কর্তৃক পুত্রকে শিরকের পথে আহ্বান এবং পুত্র কর্তৃক পিতাকে সত্যের পথে আহ্বানের মহাসত্য দলীল পাওয়া যায়। ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা মূর্তিপূজক তথা মুশরিক। অথচ ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন সৎপথপ্রাপ্ত। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّيْ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ. 'স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম পিতা আযরকে বললেন, তুমি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় রয়েছ' *(আন'আম ৭৪)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِيْنَ، إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ، قَالُوْا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِيْنَ، قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ.

'আর আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে তাঁর সৎপন্থা দান করেছিলাম এবং আমি তাঁর সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাতও ছিলাম। যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এই মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ? তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এদের পূজা করতে দেখেছি। তিনি বললেন, তোমরাও তোমাদের বাপ-দাদারা প্রকাশ্য গোমরাহীতে আছ' *(আম্বিয়া ৫১-৫৪)*।

ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি পুত্র ইসমাঈলের আনুগত্যের মূল্যায়ন স্বরূপ ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসারীদের জন্য চিরস্থায়ীভাবে কুরবানী প্রথার প্রবর্তন হয়। সারা বিশ্বের মুসলমান প্রতিবৎসর তাঁর পুণ্যময় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর আনুগত্যের প্রতীক কুরবানীর তারিখে নিজ নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু কুরবানী করে থাকেন। এ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে,

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيْمُ، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِيْنُ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ، سَلاَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ.

'যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাকে যবেহ করার জন্য শায়িত করল, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। আমি এভাবেই সৎকর্মীশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে দিলাম

যবেহ করার জন্য এক মহান জন্তু। আমি তার জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি যে, ইবরাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি' *(ছাফফাত ১০৩-১১০)*।

এই সর্বজনবিদিত ও সর্বজন স্বীকৃত বাস্তব ঘটনায় যে শিক্ষা ও উপদেশমূলক মূল্যবান বাণী নিহিত রয়েছে তা সবার জন্য অনুকরণীয়। এ কাহিনী পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানদের প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, আনুগত্য ও আত্মত্যাগেরই এক শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হ'তে নির্দেশ পেয়ে ইবরাহীম (আঃ) তাঁর একমাত্র পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করার চরম মুহূর্তে এক জান্নাতী ভেড়া বা দুম্বা প্রাপ্ত হন। তিনি আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে পুত্রের পরিবর্তে সেটি কুরবানী করেন। এ পশুটিকে মহান বলার তাৎপর্য এই যে, এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছিল এবং এর কুরবানী কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না।

অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পরম করুণাময় পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার সমীপে, নিজ মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি ও প্রিয় অনুসারীদের জন্যে যে মর্মস্পর্শী প্রার্থনা ও আবেদন করেছিলেন তা পবিত্র কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ-

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلاَةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ছালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা! কবুল করুন আমার দো'আ। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে' *(ইবরাহীম ৪০-৪১)*।

উপরোক্ত আয়াতে একজন বান্দার নিজের জন্য, পিতা-মাতার জন্য, সন্তানদের জন্য এবং মুমিন নর-নারীদের জন্য দো'আর নমুনা পেশ করা হয়েছে। ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র অসীম অনুগ্রহ হ'তে প্রাপ্ত জ্ঞানে এই ব্যাপক অর্থবোধক দো'আ করেন, যা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য অনুকরণীয়।

পবিত্র কুরআনের বাণীসমূহ পর্যালোচনা করলে পিতা-মাতা ও সন্তানের অতীতের আরও অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে। এগুলোর কোন কোন ক্ষেত্রে পিতাকে পথভ্রষ্ট এবং পুত্রকে সৎপথপ্রাপ্ত, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পিতাকে সৎকর্মপরায়ণ এবং পুত্রকে অবিশ্বাসী ও অনাচারী পাওয়া যাবে। যেমন উপরের আলোচনায় মূর্তিপূজক কাফের পিতা আযরের ঘরে ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্ম তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অনুরূপভাবে দেখা যায়, আল্লাহ্র নবী নূহ (আঃ)-এর পরিবারে ভ্রান্তিপূর্ণ পুত্র কেন'আন-এর আগমন। নূহ (আঃ)-এর কওমের অধিকাংশ লোক শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহদ্রোহী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাঁর পুত্র কেন'আনও এদের দলভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও নূহ (আঃ)-এর দো'আর বরকতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বন্যায় সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত হয়ে যায়। পূর্বেই নূহ (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে একটা নৌকা তৈরী করেন। বন্যায় নৌকাটি ভাসতে থাকে এবং এক পর্যায়ে নূহ (আঃ)-এর বিদ্রোহী পুত্র কেন'আন নৌকার সামনে পড়ে যায়। নূহ (আঃ) পিতৃসুলভ স্নেহবশতঃ কেন'আনকে নৌকায় আরোহণের আহ্বান জানান। কিন্তু শয়তানের তাবেদার কেন'আন পিতার আদেশ তথা সত্য পথকে প্রত্যাখ্যান করে নৌকায় উঠতে রাযী হয়নি। পিতা-পুত্রের এই দৃশ্য অবলোকনে মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হয়ে নূহ (আঃ)-কে যে অহী প্রেরণ করেন তা নিম্নরূপ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوْحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَّعَ الْكَافِرِيْنَ، قَالَ سَآوِيْ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاءِ.

'আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে। আর নূহ (আঃ) তাঁর পুত্রকে ডাক দিলেন এবং সে সরে রয়েছিল, তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথে থেকো না। সে বলল, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হ'তে রক্ষা করবে' *(হূদ ৪২-৪৩)*।

এ বিষয়ে আরও প্রত্যাদেশ হয় যে,

وَنَادَى نُوْحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِيْ مِنْ أَهْلِيْ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ، قَالَ يَا نُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّيْ أَعِظُكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ، قَالَ رَبِّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ أَكُنْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ.

'আর নূহ (আঃ) তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললেন, হে পরওয়ারদেগার, আমার পুত্র আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত, আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য, আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফায়ছালাকারী। আল্লাহ বলেন, হে নূহ! নিশ্চয়ই সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দুরাচার। সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না, যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না। নূহ বলেন, হে আমার পালনকর্তা! আমার যা জানা নেই এমন কোন দরখাস্ত করা হ'তে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তাহ'লে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(হূদ ৪৫-৪৭)*।

উপরোল্লেখিত ঘটনাগুলোর অন্তরালে বেশ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলার ভয় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের প্রতি যাদের মধ্যে নিষ্ঠা থাকে না, তাদের দ্বারা দুনিয়ায় অন্য অধিকার রক্ষা ও নিষ্ঠা আশা করা যায় না। ইহজগতে মানবগোষ্ঠী সমাজের রীতি-নীতি কিংবা রাষ্ট্রের আইন-কানুন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বহু পন্থা আবিষ্কার করে নেয়। কিন্তু মহান আল্লাহ্র আইন-কানুনের ক্ষেত্র সেগুলো অশোভনীয়ভাবে ধরা পড়ে যায় বা মলিন হয়ে যায়। তাই পিতা-পুত্রের মত নিবিড় সম্পর্কযুক্ত

আপনজনের ক্ষেত্রেও মতৈক্যের কোন আপোষ মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি এবং কাফের পুত্রের সঙ্গে পবিত্র পিতার মিলিত হওয়া, মহা পবিত্র আল্লাহ তা'আলা অনুমোদন করেননি। বরং পিতাকে এমন ভাষায় সতর্ক করে দেন, যা ভবিষ্যত মুসলিম জাতির জন্য এক মহাস্মারক।

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় মহানবী (ছাঃ)-কে ও তাঁর উম্মতবর্গকে সঠিক, সুন্দর ও আদর্শ পথের সন্ধান দানের জন্যে পিতা-মাতার কর্তব্যের প্রতি নির্ভর এসব প্রত্যাদেশ উপহার দেন। এসব আয়াতের ধারাবাহিক ভাবার্থে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য পালনকে ধর্মীয় বিধানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমরা এখানে আরও একটি চিরস্মরণীয় ও চিরসত্য ইতিহাস সংযোজন করতে চাই, তা হ'ল আমাদের চিরশত্রু ও চিরসঙ্গী শয়তানের নির্লজ্জ্য হামলা হ'তে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র আশ্রয় পার্থনা। কারণ শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমণের ফলেই আমাদের আদি পিতা-মাতা (আদম (আঃ) ও মা হাওয়া) বস্ত্রহীন হয়ে পড়েছিলেন। এটা সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য এক চিরস্মরণীয় এবং অবিস্মরণীয় লজ্জাজনক সতর্কতা। অতঃপর সমগ্র মানব জাতির উপকারার্থে বিষয়টি পবিত্র কুরআনের ভাষায় যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা হলো,

يَا بَنِيْ آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّة يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ.

'হে বনু আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে, যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, কিন্তু সেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না' *(আ'রাফ ২৭)*।

ইসলামের পবিত্রতা রক্ষায়, শয়তানের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কথা স্মরণ করাতে উপরোক্ত আয়াতটি উদ্ধৃত হয়েছে। আসলে শয়তানের নিরলস প্রচেষ্টা অসচেতন, অজানা ও দুর্বল প্রকৃতির মানুষের কাছে সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে সাফল্য লাভ করে। কিন্তু ঈমানদার ও আল্লাহভীরু বান্দাদের নিকট শয়তানের কোন ঠাঁই নেই। কিন্তু তার চেষ্টারও কোন ত্রুটি নেই। এমতাবস্থায় পবিত্র কুরআনের দ্বারা মোকাবেলা করাই আল্লাহ্র সর্বাত্মক ও সর্বশেষ নির্দেশ। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে উপরোক্ত আয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ আমাদের আদি পিতা-মাতাই শয়তানের বুদ্ধিমত্তায় সাময়িকভাবে আল্লাহ্র আদেশ ভুলে গিয়েছিলেন। কাজেই সমগ্র মানব জাতির জন্য এই চিরসত্য কাহিনীর প্রতিশোধ কল্পেই উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি অগ্নিপরীক্ষার অবতারণা হয়। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পিতা-মাতার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে দয়াময় আল্লাহ্র আশ্রয় নিতে হবে। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে মহানবী (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন, وَقُل رَّبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ. 'বলুন, হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি' *(মুমিনূন ৯৭)*।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য পালনে মহানবী (ছাঃ)-এর বহু মূল্যবাণ উপদেশ বাণী রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِى قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ.

'একদিন একজন লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার কাছে সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে লোকটি আবারও প্রশ্ন করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তারপর তোমার পিতা' *(বুখারী হা/৫৯৭১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯১১)*।

অন্য আর এক হাদীছে তিনি বলেন, إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ الله وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ 'সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হচ্ছে কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করা। বলা হ'ল হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মানুষ তার পিতা-মাতাকে কি ভাবে অভিশাপ করে? তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি অপরের পিতা-মাতাকে গালি দেয়। ফলে সেও তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়।' *(বুখারী, হা/৫৯৭৩; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯১৬)*। নবী করীম (ছাঃ) আরও বলেন, رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ. قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ الله قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ. 'ঐ লোক হতভাগ্য! ঐ লোক হতভাগ্য! ঐ লোক হতভাগ্য! জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কার শানে একথা বললেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যে লোক পিতা-মাতার একজন কিম্বা দু'জনকে তাদের বৃদ্ধ বয়সে পেল অথচ জান্নাতে দাখিল হল না, সে হতভাগ্য' *(মুসলিম হা/২৫৫১)*। অর্থাৎ তাদের সাথে সে সময় ভাল ব্যবহার করলে সে জান্নাতে যেত। সে জান্নাত পেয়েও জান্নাতে গেল না, সে বড় হতভাগ্য।

আসুন, আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোক পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তোষজনক ব্যবহারের দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের অকৃত্রিম ব্রতগ্রহণ করি।

আলেমগণের মধ্যে মতভেদের কারণ

মূল : শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন

*অনুবাদ : আব্দুল আলীম**

(শেষ কিস্তি)

কারণ ৭ : যঈফ হাদীছ দ্বারা আলেমের দলীল পেশ অথবা দুর্বলভাবে দলীল উপস্থাপন :

আর এমন ঘটনা অনেক। যঈফ হাদীছ দ্বারা দলীল পেশের অন্যতম একটি উদাহরণ হচ্ছে, কোন কোন আলেম 'ছালাতুত তাসবীহ'-কে মুস্তাহাব বলেন। 'ছালাতুত তাসবীহ' হচ্ছে, দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা, যাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় সূরা ফাতিহা এবং ১৫ বার তাসবীহ পাঠ করা হয়। অনুরূপভাবে রুকূ ও সিজদা সহ ছালাতের শেষ পর্যন্ত সব জায়গায় তাসবীহ পাঠ করা হয়। আসলে ঐ ছালাতের নিয়ম-কানূন আমি ভালভাবে রপ্ত করিনি। কারণ শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি সেটিকে ঠিক মনে করি না। আবার কেউ কেউ মনে করেন, 'ছালাতুত তাসবীহ' জঘন্য বিদ'আত এবং এ মর্মের হাদীছ ছহীহ নয়। ইমাম আহমাদ (রহঃ) এ মতের পক্ষে। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) থেকে উহা সাব্যস্ত নয়। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'ছালাতুত তাসবীহ' সংক্রান্ত হাদীছ হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যা রটনা। আর বাস্তবেই যিনি এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবেন, তিনি দেখবেন যে, শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকেও ইহা অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রম একটি বিধান। কেননা ইবাদত অন্তরের জন্য উপকারী হবে। আর অন্তরের পরিশুদ্ধির জন্য সব সময় এবং সব জায়গায় তা শরী'আত সম্মত হবে। পক্ষান্তরে উপকারী না হ'লে শরী'আত সম্মত হবে না। আর যে হাদীছে এই ছালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, মানুষ প্রত্যেক দিন অথবা প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন অথবা মাসে একদিন কিংবা জীবনে অন্ততঃ একদিন আদায় করবে। ইসলামী শরী'আতে এর কোন নযীর নেই। সেজন্য এ সংক্রান্ত হাদীছ সনদ এবং মতন উভয় দিক থেকেই শায বা বিরল এবং শায়খুল ইসলামের মত যিনি সেগুলিকে মিথ্যা বলেছেন, তাঁর বক্তব্যই সঠিক। আর সেকারণেই শায়খুল ইসলাম বলেন, কোন আলেমই এই ছালাতকে উত্তম বলেননি।

নারী-পুরুষ কর্তৃক ব্যাপকভাবে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় বলে আমি এই উদাহরণটি পেশ করেছি। এই বিদ'আতী আমল শরী'আত সম্মত গণ্য করা হবে মর্মে আমি ভয় করছি। কোন কোন মানুষের কাছে এমন বক্তব্য ভারী মনে হ'তে পারে ভেবেও আমি একে বিদ'আতই বলছি। কেননা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, কুরআন ও হাদীছে নেই এমন যা কিছু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তা-ই বিদ'আত।

* এম.এ (২য় বর্ষ), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

অনুরূপভাবে কেউ দলীল প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্বল প্রমাণও গ্রহণ করে। দলীল শক্তিশালী, কিন্তু তার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা দুর্বল। কোন কোন আলেম এ হাদীছ গ্রহণ করেছেন। যেমন, ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ 'গর্ভস্থ বাচ্চার মাকে যবেহ করাই হ'ল গর্ভস্থ বাচ্চাকে যবেহ করা'।[২৭] আলেম সমাজের নিকট এই হাদীছের প্রসিদ্ধ অর্থ হল, 'যদি গর্ভস্থ বাচ্চার মাকে যবেহ করা হয়, তাহলে সেই যবেহ গর্ভস্থ বাচ্চার জন্যও যবেহ হিসাবে গণ্য হবে'। অর্থাৎ মাকে যবেহ করার পর যখন বাচ্চাকে পেট থেকে বের করা হবে, তখন তাকে আর যবেহ করার প্রয়োজন পড়বে না। কেননা বাচ্চা ইতিমধ্যে মারা গেছে। আর মারা যাওয়ার পর যবেহ করায় কোন লাভ নেই।

আবার কেউ কেউ হাদীছটির অর্থ বুঝেছেন এরূপ, 'গর্ভস্থ বাচ্চাকে তার মায়ের মত করেই যবেহ করতে হবে। ঘাড়ের দুই রগ কেটে দিতে হবে এবং রক্ত প্রবাহিত করতে হবে'। কিন্তু এটি অবাস্তব। কারণ মৃত্যুর পর রক্ত প্রবাহিত করা সম্ভব নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ 'যার রক্ত প্রবাহিত করা হয় এবং আল্লাহ্র নামে যবেহ করা হয়, তা খাও'।[২৮] আর একথা স্পষ্ট যে, মৃত্যুর পরে রক্ত প্রবাহিত করা সম্ভব নয়।

কিনারাবিহীন সাগরের মত অসংখ্য কারণের মধ্যে উক্ত কারণগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমি ভাল মনে করেছি। কিন্তু এক্ষণে এ সম্পর্কে আমাদের অবস্থান কি হবে?

আমি আগেই বলেছি, শ্রবণযোগ্য, পঠনযোগ্য, দর্শনযোগ্য ইত্যাকার নানা প্রচার মাধ্যমে আলেম ও বক্তাগণের বিপরীতমুখী বক্তব্যের কারণে সাধারণ মানুষ আজ গোলক-ধাঁধায় পড়ছে আর বলছে, আমরা কার কথা মানব? [কবি বলেন,]

تَكَاثَرَتِ الظِّبَاءُ عَلَى خِرَاشٍ * فَمَا يَدْرِيْ خِرَاشٌ مَا يَصِيْدُ

'শিকারী কুকুরের নিকট হরিণ এতই বেশী হয়ে গেছে যে, সে কোনটি ছেড়ে কোনটি শিকার করবে তা বুঝতেই পারছে না'।

এক্ষণে এসব মতানৈক্যের ব্যাপারে আমরা আমাদের অবস্থানের কথা আলোচনা করব। এখানে আমরা আলেমগণের মতানৈক্য বলতে ঐসকল আলেমকে বুঝিয়েছি, যাঁরা ইলম ও দ্বীনদারিতায় নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত। নামকাওয়াস্তে আলেমের মতানৈক্য আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কেননা তাদেরকে আমরা আলেমই গণ্য করি না। প্রকৃত আলেমগণের উক্তি ও মতামত যেমন সংরক্ষণ করা হয়,

২৭. *আবূদাঊদ হা/২৮২৮ 'কুরবানী' অধ্যায়; তিরমিযী হা/১৪৭৬ 'শিকার' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/৩১৯৯ 'যবেহ' অধ্যায়।*

২৮. *বুখারী হা/৫৪৯৮ 'যবেহ' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৯৬৮ 'কুরবানী' অধ্যায়; আবূদাঊদ হা/২৮২৭ 'কুরবানী' অধ্যায়; নাসাঈ হা/৪৪০৩, ৪৪০৪ 'কুরবানী' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/৩১৭৮ 'যবেহ' অধ্যায়।*

আমরা তাদের মতামত সেই পর্যায়ের মনে করি না। সেজন্য যেসব আলেম মুসলিম উম্মাহ, ইসলাম ও ইলম বিষয়ে মানুষকে হিতোপদেশ দিয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন, আমরা আলেম বলতে তাদেরকেই বুঝি। ঐসব আলেমের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান দু'ভাবে হ'তে পারে-

১. ঐ সকল আলেম আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত মোতাবেক কোন বিষয় হওয়া সত্ত্বেও কেন সে বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন? মতানৈক্যের যেসব কারণ আমরা উল্লেখ করেছি এবং যেগুলি উল্লেখ করিনি, সেগুলির মাধ্যমে এর জবাব জানা যেতে পারে। সেগুলি অনেক। জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য তা সুস্পষ্ট হবে যদিও সে ইলমে সুপণ্ডিত নয়।

২. তাঁদের অনুসরণের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি? এ সকল আলেমের মধ্যে আমরা কার অনুসরণ করব? মানুষ কি কোন নির্দিষ্ট ইমামের এমন অনুসরণ করবে যে, তাঁর কথার বাইরে যাবে না, যদিও হক্ব অন্যের সাথে থাকে। যেমনটি মাযহাব সমূহের অন্ধ ভক্তদের স্বভাব। নাকি তার কাছে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দলীলের অনুসরণ করবে, যদিও তা তার অনুসারী ইমামের বিরোধী হয়?

দ্বিতীয়টিই সঠিক জবাব। সেজন্য যিনি দলীল জানতে পারবেন, তার উপর সেই দলীলের অনুসরণ করা আবশ্যক, যদিও কোন ইমাম তার বিরোধী হন। তবে তা যেন উম্মতের ইজমার বিরোধী না হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কারো কথা সর্বাবস্থায় এবং সর্বদা অবশ্য পালনীয় বা বর্জনীয়, সে অন্য কারো জন্য রিসালাতের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করল। কেননা রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কারো কথার বিধান এমনটি হ'তে পারে না এবং অন্য কারো কথা সর্বদা শিরোধার্য হ'তে পারে না।

তবে এ বিষয়ে আরো একটু চিন্তা-ভাবনার দিক রয়েছে। কেননা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল থেকে কে হুকুম-আহকাম বের করবেন তদ্বিষয়ে আমরা এখনও গোলক-ধাঁধায় পড়ে আছি? এটি মুশকিলও বটে। কেননা প্রত্যেকেই বলা শুরু করেছেন, আমিই এই যোগ্যতা ও ক্ষমতার অধিকারী। প্রত্যেকের এমন দাবী যুক্তিসঙ্গত নয়। যদিও কুরআন ও সুন্নাহ একজন মানুষের দলীল হবে, এদিক বিবেচনায় সেটি ভাল। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, অর্থ ও মর্ম জানুক বা না জানুক কোন রকম দলীল উচ্চারণ করতে পারে এমন প্রত্যেকের জন্য আমরা দরজা খুলে দেব আর বলব, তুমি মুজতাহিদ বা শরী'আত গবেষক, যা ইচ্ছা তুমি তাই বলতে পার। এমনটি হ'লে ইসলামী শরী'আত, মানব ও মানব সমাজে বিশৃঙখলা সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়- ১. প্রকৃত আলেম, যাঁকে আল্লাহ গভীর ইলম ও বুঝশক্তি দু'টিই দান করেছেন। ২. দ্বীনের সাধারণ জ্ঞানপিপাসু, যার ইলম রয়েছে; কিন্তু প্রথম শ্রেণীর গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির পর্যায়ে তিনি পৌঁছতে পারেননি। ৩. সাধারণ মানুষ, যারা তেমন কিছুই জানে না।

প্রথম প্রকার ব্যক্তি : তার অধিকার আছে শারঈ বিষয় নিয়ে গবেষণা করার এবং এ কথা বলার; বরং তাঁর জন্য একথা বলা ওয়াজিব যে, বিরোধী হ'লেও মানুষকে দলীলভিত্তিক সঠিক বক্তব্যই পেশ করতে হবে। কেননা তিনি আল্লাহ কর্তৃক তদ্বিষয়ে আদিষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ 'তবে তাদের মধ্যে তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ তা উপলব্ধি করত' *(নিসা ৮৩)*। এই শ্রেণীর আলেমগণই কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহ থেকে হুকুম-আহকাম উদ্ঘাটনের যোগ্য।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি : আল্লাহ যাকে জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু তিনি প্রথম স্তরে পৌঁছতে পারেননি। যদি শরী'আতের সাধারণ বিষয়গুলি এবং তাঁর কাছে যে জ্ঞানটুকু পৌঁছেছে তার অনুসরণ করেন, তাহ'লে তাতে কোন দোষ নেই। তবে তাঁকে সে বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে এবং তাঁর চেয়ে বড় আলেমকে জিজ্ঞেস করার ক্ষেত্রে সে মোটেও শিথিলতা প্রদর্শন করবে না। কেননা তার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশী। তাছাড়া তার জ্ঞান 'আম-খাছ', 'মুত্বলাক্ব-মুক্বাইয়াদ' ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয় পর্যন্ত নাও পৌঁছতে পারে। কিংবা 'মানসূখ' হওয়া কোন বিষয়কে সে না জেনে 'মুহকাম' মনে করতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি : যার ইলম নেই তার জন্য আলেমগণকে জিজ্ঞেস করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ 'অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে' *(আম্বিয়া ৭; নাহল ৪৩)*। অন্য আয়াতে এসেছে, بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ 'স্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ (জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর)' *(নাহল ৪৪)*। সুতরাং এই শ্রেণীর ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য হ'ল, জিজ্ঞেস করা। কিন্তু সে কাকে জিজ্ঞেস করবে? দেশে অনেক আলেম আছেন এবং সবাই বলছেন যে, তিনি আলেম অথবা সবার সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তিনি আলেম! তাহ'লে সে কাকে জিজ্ঞেস করবে? আমরা কি তাকে বলব যে, যিনি সঠিকতার অধিকতর কাছাকাছি, তুমি তাঁকে খুঁজে বের করবে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করে তাঁর কথা মেনে চলবে? কিংবা বলব, আলেমগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তুমি জিজ্ঞেস করতে পার? কেননা নির্দিষ্ট কোন মাসআলায় কোন কোন সময় জ্ঞানে তুলনামূলক নিম্ন স্তরের আলেম সঠিক ফৎওয়া দিতে পারেন। যা উত্তম ও শীর্ষ পর্যায়ের আলেমও পারেন না।

আলেম সমাজ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত দিয়েছেন :

কারো মতে, সাধারণ ব্যক্তির উপর তার এলাকার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আলেমকে জিজ্ঞেস করা আবশ্যক। কেননা মানুষের শারীরিক অসুস্থতার কারণে যেমন সে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার খোঁজে, তেমনি এ ক্ষেত্রেও সবচেয়ে ভাল আলেম খুঁজে বের করবে। কারণ জ্ঞান হ'ল আত্মার ওষুধ।

আপনি আপনার শারীরিক অসুস্থতার জন্য যেমন বিজ্ঞ ডাক্তার নির্ণয় করেন, এক্ষেত্রেও আপনাকে সুবিজ্ঞ আলেম নির্ণয় করতে হবে। দু'টির মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।

আবার কেউ কেউ বলেন, তার জন্য এমনটি আবশ্যক নয়। কেননা ভাল আলেম নির্দিষ্টভাবে প্রত্যেকটি মাসআলায় তুলনামূলক নীচের স্তরের আলেমের চেয়ে জ্ঞানী নাও হ'তে পারেন। সেজন্য দেখা যায়, ছাহাবীগণ (রাঃ)-এর যুগে মানুষ বেশী জ্ঞানী ছাহাবী থাকা সত্ত্বেও তুলনামূলক কম জ্ঞানী ছাহাবীকে অনেক সময় জিজ্ঞেস করতেন।

এ বিষয়ে আমার অভিমত হ'ল, সে দ্বীনদারিতায় ও জ্ঞানে তুলনামূলক উত্তম ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে। তবে এটা তার জন্য ওয়াজিব নয়। কেননা তুলনামূলক বেশী জ্ঞানী ব্যক্তি নির্দিষ্ট ঐ মাসআলায় ভুলও করতে পারেন এবং তুলনামূলক কম জ্ঞানী ব্যক্তি সঠিক ফৎওয়া দিতে পারেন। সুতরাং অগ্রগণ্যতা ও প্রাধান্যের দিক থেকে সে জ্ঞান, আল্লাহভীতি ও দ্বীনদারিতায় অধিকতর বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে।

পরিশেষে প্রথমত আমি নিজেকে এবং আমার সমস্ত মুসলিম ভাইকে, বিশেষ করে ছাত্রদেরকে নছীহত করব, যখন কারো কাছে কোন মাসআলা আসবে, তখন সে যেন ভালভাবে না জেনে তড়িঘড়ি করে ফৎওয়া না দেয়। ফলে অজ্ঞতাবশত সে যেন আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ না করে বসে। কারণ একজন মুফতী মানুষ এবং আল্লাহ্র মধ্যে মাধ্যম হিসাবে আল্লাহ্র শরী'আত প্রচার করে থাকেন। হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ 'আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী'।[২৯] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ : وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ . 'বিচারক তিন শ্রেণীর। এদের এক শ্রেণীর বিচারক কেবল জান্নাতে যাবেন। আর তিনি হচ্ছেন, এমন বিচারক যিনি হক্ব জেনেছেন এবং তদনুযায়ী রায় দিয়েছেন'।[৩০]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল, যখন আপনার কাছে কোন মাসআলা আসবে, তখন আপনি নিজেকে আল্লাহ্র দিকে সোপর্দ করবেন এবং তাঁর মুখাপেক্ষী হবেন, তাহ'লে তিনি আপনাকে বুঝার এবং জানার শক্তি দান করবেন। বিশেষ করে বেশীর ভাগ মানুষের কাছে গুপ্ত থাকে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন বিষয়ে।

আমার কতিপয় উস্তাদ আমাকে বলেছেন, কেউ কোন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হ'লে তার বেশী বেশী ইস্তেগফার পাঠ করা উচিৎ। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْماً، وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْراً رَّحِيْماً-

'নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু' *(নিসা ১০৫-১০৬)*। কেননা বেশী বেশী ইস্তেগফার পাপের কুপ্রভাব দূর করার বিষয়টি নিশ্চিত করে। আর পাপ ইলম বিস্মৃত হওয়ার এবং মূর্খতার অন্যতম কারণ। মহান আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهِ

'অতএব তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে' *(মায়েদা ১৩)*।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়, তিনি বলেন,

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِيْ * فَأَرْشَدَنِيْ إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِيْ

وَقَالَ إِعْلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ * وَنُوْرُ اللهِ لاَ يُؤْتَاهُ عَاصِيْ

'আমি আমার দুর্বল স্মৃতিশক্তির কথা ওয়াকী (রহঃ)-কে বললে তিনি আমাকে পাপ কাজ ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশনা দেন এবং বলেন, জেনে রেখো! ইলম হচ্ছে আল্লাহ্র নূর। আর আল্লাহ্র নূর কোন পাপীকে দেওয়া হয় না'। অতএব ইস্তেগফার নিঃসন্দেহে আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে জ্ঞান দানের অন্যতম কারণ।

আল্লাহ্র কাছে আমার নিজের জন্য এবং আপনাদের জন্য তাওফীক্ব ও সঠিকতা প্রার্থনা করছি। তিনি আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কালেমায়ে ত্বাইয়েবাহ-এর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। হেদায়াত দানের পর তিনি যেন আমাদের অন্তঃকরণকে বক্র না করেন এবং আমাদেরকে তিনি যেন তাঁর পক্ষ থেকে রহমত দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি মহান দাতা।

শুরুতে ও শেষে সবসময় মহান রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা করছি। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর এবং সকল ছাহাবীর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন- আমীন!!

---

২৯. *বুখারী হা/১০ 'ইলম' অধ্যায়; আবু দাউদ হা/৩৬৪১ 'ইলম' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/২২৩ 'মুকাদ্দামা'।*

৩০. *আবু দাউদ হা/৩৫৭৩ 'বিচার-ফায়ছালা' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৫ 'বিধি-বিধান' অধ্যায়।*

মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্‌টি?

*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

দুনিয়া পরকালের কর্মক্ষেত্র। দুনিয়ায় মানুষের কাজের উপর ভিত্তি করেই আল্লাহ পরকালে জান্নাতে বা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। পরকালে জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাত লাভ করাই চূড়ান্ত মুক্তি। আর সেই মুক্তির লক্ষ্যে প্রত্যেকের উচিত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করা। কুরআন ও হাদীছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার নির্দেশ থাকলেও মুসলমানগণ বিভিন্ন সময় আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। আর সকল দলই নিজেদেরকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল দাবী করেছে এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছে। এই মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফায়ছালা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমাদের জেনে নেওয়া উচিত।

রাসূল (ছাঃ) মুক্তিপ্রাপ্ত দলের নাম বলেননি। বরং তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত দলের বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيْلُ اللهِ مُسْتَقِيْمًا، وَخَطَّ خُطُوْطًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ هَذِهِ السُّبُلُ وَلَيْسَ مِنْهَا سَبِيْلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ قوله تعالى وَأَنَّ هَـــذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْماً فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ–

'আমাদের জন্য রাসূল (ছাঃ) নিজ হাতে একটা দাগ টানলেন, অতঃপর বললেন, 'এটা আল্লাহ তা'আলার সোজা ও সঠিক রাস্তা। অতঃপর তাঁর ডানে ও বামে আরো কিছু দাগ টানলেন। তারপর বললেন, এগুলি অন্য রাস্তা যাদের প্রত্যেকটার শুরুতে শয়তান বসে মানুষদেরকে তার দিকে ডাকছে। তারপর আল্লাহ্‌র বাণী পড়লেন, 'এটাই আমার সোজা ও সঠিক রাস্তা। সুতরাং তোমরা অবশ্যই এর অনুসরণ করবে এবং অন্যান্য রাস্তাসমূহের অনুসরণ করো না, তাহ'লে এ রাস্তাসমূহ তোমাদেরকে তাঁর রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। তিনি এভাবেই তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হ'তে পার' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।[৩১] এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুক্তির জন্য একটি সঠিক রাস্তা ছাড়াও শয়তানের তৈরী বিভিন্ন ভ্রান্ত রাস্তা থাকবে।

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) উম্মতে মুহাম্মাদীর বিভক্তির কথা উল্লেখ করে মুক্তিপ্রাপ্তদের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

إِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَهَلَكَتْ سَبْعُوْنَ فِرْقَةً وَخَلَصَتْ فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّ أُمَّتِيْ سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَتَهْلِكُ إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ وَتَخْلُصُ فِرْقَةٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ، قَالَ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ–

'নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈলরা ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৭০ দল ধ্বংস হয়ে গেছে এবং একটি দল নাজাত পেয়েছে। আর আমার উম্মত অচিরেই ৭২ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে ৭১ দল ধ্বংস হবে (জাহান্নামে যাবে) এবং একটি দল মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। ছাহাবাগণ বললেন, মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্‌টি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তারা একটি দল, তারা একটি দল'।[৩২] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوْا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ–

'ওহে, অবশ্যই তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাবগণ (ইহুদী ও নাছারা) ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর নিশ্চয়ই এই উম্মত অচিরেই ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামী ও একদল জান্নাতী। (জান্নাতীরা হ'ল) একটি জামা'আত বা দল'।[৩৩]

উপরোক্ত হাদীছ থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, মুসলমানদের মধ্যেই ৭২/৭৩টি দল হবে। তন্মধ্যে ৭১/৭২টি দল জাহান্নামে যাবে এবং একটি দল জান্নাতে যাবে। সেটিই মূলত মুক্তিপ্রাপ্ত দল। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) হক্বপন্থী দল প্রসঙ্গে বলেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ–

'আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সর্বদা হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিরোধীরা বা পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, এই অবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, তারা ঐ অবস্থায়ই থাকবে'।[৩৪]

বর্তমানে সকল নামধারী ইসলামী দলই এই হাদীছগুলিকে উল্লেখ করে নিজেদেরকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল বলার চেষ্টা করে। আর বিরোধী দলকে পথভ্রষ্ট ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রচার করে। আসলে মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্‌টি?

রাসূল (ছাঃ) স্বীয় ছাহাবীদের সম্মুখে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের কথা বর্ণনা করলে তারা রাসূল (ছঃ)-কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্‌টি? রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, সে সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়।

---

* *তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

৩১. *আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, মিশকাত হা/১৬৬; তাফসীরে ইবনে কাছীর সূরা আন'আমের ১৫৩নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*

৩২. *মুসনাদে আহমাদ হা/২৫০১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৪, সনদ হাসান।*

৩৩. *আহমাদ হা/১৬৯৭৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২; মিশকাত হা/১৭২।*

৩৪. *বুখারী হা/৩৯৯২; মুসলিম 'ইমারত' অধ্যায় হা/১৯২০।*

(১) রাসূল (ছাঃ) মুক্তিপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে বলেছেন, هـي الجماعـة، 'এটা হ'ল একটা দল'।[৩৫] এ হাদীছ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় না যে, মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি। তাই এই অস্পষ্টতাকে পুঁজি করে অনেক দলই বলে থাকে, এখানে যেহেতু জামা'আতের কথা বলা হয়েছে সেহেতু জামা'আত যত বড় হবে তারাই হবে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অধিকারী। দলীল হিসাবে একটি যঈফ হাদীছ পেশ করে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা বড় জামা'আতের পায়রাবী কর'।[৩৬] ইবনু মাজাহতে আনাস (রাঃ) কর্তৃক এ সম্পর্কিত একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সে হাদীছটিও যঈফ।[৩৭]

জামা'আতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা ঠিক নয়। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করার আগে আমাদেরকে জামা'আতের সঠিক সংজ্ঞা জানতে হবে। মূলতঃ জামা'আতের জন্য লোক বেশী হওয়া শর্ত নয়, হক্বের অনুসারী হওয়া শর্ত। জামা'আতের সংজ্ঞায় প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, الجماعة ما وافق الحق وان كنت وحـدك 'জামা'আত হচ্ছে হক্বের অনুগামী হওয়া, যদিও তুমি একাকী হও'।[৩৮]

যেমন আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)-কে একটি দল বলেছেন। তিনি বলেন, إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّٰهِ حَنِيْفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ 'নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র হুকুম পালনকারী একটি উম্মত বিশেষ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না' *(নাহল ১৬/১২০)*। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-কে أمـة বা জাতি বলে ঘোষণা দিয়েছেন, যদিও তিনি ছিলেন একা। এখানে আল্লাহ সংখ্যাধিক্যের দৃষ্টিতে নয়; বরং হক্বের উপরে থাকার কারণে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশংসা করেছেন।

আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ)-কে জামা'আত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আবূবকর ও ওমর (রাঃ)। তাকে বলা হ'ল, তাঁরাতো ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বললেন, তাহ'লে অমুক অমুক। তাকে বলা হ'ল, তারাও তো মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন তিনি বললেন, আবু হামযা আস-সুকরী হ'ল জামা'আত। অর্থাৎ একজন নেক ফাযেল ব্যক্তি সুন্নাত ও সালাফে ছালেহীনের পথের অনুসারীই হচ্ছেন জামা'আত ও আহলে হক্বের মানুষ। সুতরাং সংখ্যাধিক্য এখানে বিবেচ্য নয়। বরং লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সুন্নাতের অনুসারী হওয়া এবং বিদ'আত পরিত্যাগ করা'।[৩৯] সুতরাং হক্বের অনুসারী একজন হ'লেও সে বড় দলের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যায় অধিক হ'লেই বড় দল বা জামা'আতে হক্ব নয়। অনুরূপভাবে সংখ্যাধিক্য দেখে বড় দলের অনুসরণ করলেই হক্বপন্থী হওয়া যায় না। বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণ করাই প্রকৃত অর্থে হক্বপন্থী হওয়ার পূর্বশর্ত। এই হক্বপন্থীগণই হ'লেন বড় জামা'আত। আর তারা হ'লেন ছাহাবায়ে কিরাম, সালাফে ছালেহীন ও তাদের যথাযথ অনুসারীগণ। সুতরাং যারা খুলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবায়ে কেরামের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করবেন, তারাই বড় জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হবেন। অতএব নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করতে পারলে সংখ্যায় কম হ'লেও তারাই হবে নাজাতপ্রাপ্ত দল। পক্ষান্তরে সংখ্যায় বেশী হ'লেও সেখানে কুরআন ও হাদীছ মোতাবেক আমল না থাকলে সেটা হক্বপন্থী ও নাজাতপ্রাপ্ত দল নয়।

অনেক সময় কোন দলে লোক সংখ্যা বেশী দেখে মানুষ মনে করে ঐ দলের লোকেরাই হক্বের পথে আছে। তাদের ধারণা এত লোক মিলে কি ভুল পথে যেতে পারে? আর আমরা হক্বপন্থী হ'লে আমাদের সংখ্যা কম কেন? আবার অনেকে বলেও থাকেন, দশজন যেখানে আল্লাহও সেখানে। এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ হক্বপন্থী হওয়ার জন্য সংখ্যায় বেশী হওয়া শর্ত নয়। বরং বাতিলের সংখ্যা হক্বপন্থীদের তুলনায় বেশী হবে, এটাই স্বাভাবিক। যেমন রাসূল (ছাঃ) হক্ব দল ১টি এবং বাতিল দল ৭২টি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর উম্মতের ৭৩ দলের মধ্যে ৭২ দলই জাহান্নামী আর একটি দলই মাত্র জান্নাতে যাবে। সুতরাং হক্বপন্থীদের সংখ্যা কম হবে, এটাই রাসূলের ভাষ্য।

সাধারণভাবে কোন দলে লোক বেশী থাকাই বাতিল হওয়ার প্রমাণ। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর উম্মাতের ৭৩টি দলের মধ্যে ৭২টি দলই জাহান্নামে যাবে। সুতরাং বাতিলদের সংখ্যা বেশী হবে, এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সঠিক দলটি খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। আর মানুষ সাধারণত এ বিষয়ে বেশী গুরুত্ব দেয় না; বড় দল ও সংখ্যা বেশী দেখে তাদের অনুসরণ করে। এজন্য দিন দিন বাতিলের সংখ্যা বাড়ছেই।

আমরা যদি পৃথিবীর জনসংখ্যার দিকে তাকাই তাহ'লে দেখা যাবে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ মুসলমান। যদি সংখ্যা হক্বপন্থী হওয়ার শর্ত হয়, তাহ'লে ধরে নিতে হবে বিধর্মীরাই হক্বের উপর আছে। অথচ তা কোন মুসলিম স্বীকার করবে না, মেনেও নিবে না। হক্ব-বাতিলের মানদণ্ড আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) সংখ্যার দ্বারা নির্ধারণ

৩৫. *তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৭২, সনদ ছহীহ, 'কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*
৩৬. *হাদীছটি যঈফ; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৭৪-এর টিকা 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*
৩৭. *যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৭৮৮; সিলসিলা যঈফা হা/২৮৯৬।*
৩৮. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ১৩/৩২২ পৃঃ; সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৭৩, ১/৬১ পৃঃ।*
৩৯. *ড. নাছের বিন আব্দুল করীম আল-আকল, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচিতি, অনুঃ মুহাম্মদ শামাউন আলী, (ঢাকা : ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, জানুয়ারী ১৯৯৭), পৃঃ ৬৪।*

করেননি; বরং নিঃশর্তভাবে অহি-র অনুসরণ করাই হ'ল হক্বপন্থী হওয়ার জন্য শর্ত।

অপরদিকে মহান আল্লাহ কুরআনে যেসব স্থানে –اكثرهم- اكثر–كثيرة–كثيرا–كثير শব্দগুলি উল্লেখ করেছেন, প্রায় সব জায়গায় বলেছেন, অধিকাংশরাই মূর্খ, কাফের, ফাসেক, গাফেল ইত্যাদি। যেমন আল্লাহর বাণী, أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 'তাদের অধিকাংশই জানে না' *(আন'আম ৬/৩৭; আ'রাফ ৭/১৩১; আনফাল ৮/৩৪; ইউনুস ১০/৫৫; নাহল ১৬/৭৫, ১০১; নামল ২৭/৬১; ক্বাছাছ ২৮/১৩,৫৭; আনকাবুত ২৯/৬৩; দুখান ৪৪/৩৯; হুজুরাত ৪৯/৪; তূর ৫২/৪৭)*। অন্য আয়াতে আছে, وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ 'তাদের অধিকাংশই ফাসিক' *(হাদীদ ৫৭/১৬,২৬,২৭; মায়েদা ৫/৮১)*। অন্য আয়াতে আছে, وَإِنَّ كَثِيْراً مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُوْنَ 'নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষ আমার আয়াত সম্পর্কে গাফেল' *(ইউনুস ১০/৯২)*। এছাড়া বেশী সংখ্যক লোকদের অবস্থা কি হবে তাও আল্লাহ পাক স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ-

'আর আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর রয়েছে, তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ রয়েছে, তা দ্বারা তারা দেখে না। আর তাদের কান রয়েছে, তা দ্বারা তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাদের চেয়েও বিভ্রান্ত। তারাই হ'ল গাফেল' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*।

অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা কম সংখ্যক লোকদের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ 'আমার বান্দাদের মধ্যে কম সংখ্যকই শোকরগুজার' *(সাবা ৩৪/১৩)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ 'তোমরা অল্প সংখ্যক লোকই শুকরিয়া আদায় কর' *(আ'রাফ ৭/১০)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, قَلِيْلاً مَا تَذَكَّرُوْنَ 'তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর' *(হাক্কাহ ৬৯/৪১; আ'রাফ ৭/৩)*। রাসূল (ছাঃ)ও অল্প সংখ্যক লোকদেরকে সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আবূবকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, بَدَأَ الْإِسْلاَمُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ. 'ইসলাম শুরু হয়েছিল গুটিকতক লোকের মাধ্যমে, আবার সেই অবস্থাপ্রাপ্ত হবে। অতএব সুসংবাদ সেই অল্প সংখ্যক লোকদের জন্য'।[৪০]

আর এই অল্প সংখ্যক হক্বপন্থী লোকদের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তাদেরকে নিশ্চিহ্নও করতে পারবে না। তারা সংখ্যায় কম হ'লেও ক্বিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

(২) রাসূল (ছাঃ) মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় প্রসঙ্গে অন্য হাদীছে বলেন, ما انا عليه وأصحابي. '(মুক্তিপ্রাপ্ত দল) হচ্ছে আমি ও আমার ছাহাবীগণ যে পথের উপর আছি'।[৪১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً قِيْلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الَّذِيْنَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ- 'আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, 'যারা আমার ও আমার ছাহাবীদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত'।[৪২]

এই হাদীছেও রাসূল (ছাঃ) মুক্তিপ্রাপ্ত কোন দলের নাম বলেননি; বরং বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) কোন দলের নাম বললে সবাই সেই দলের অনুসারী বলে দাবী করত। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, যাতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে আমল করার মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর উদ্দীষ্ট দল তৈরী হয়।

হাদীছের আলোকে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট্য হ'ল রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ যে পথের অনুসারী ছিলেন সে পথের অনুসরণ করা। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহর অনুসরণের পাশাপাশি রাসূলের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, قُلْ أَطِيْعُواْ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فإِنْ تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ- 'আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ কর, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩২)*। এছাড়াও সূরা নিসা ১৩-১৪, ৫৯, ৬০-৬১, ৭৯-৮০; মায়েদা ৯২; আনফাল ২৪, ৪৬; নহল ৪৪ ও নূর ৬৩ আয়াতে এ বিষয়ে আলোচনা এসেছে।

রাসূল (ছাঃ)ও বিভিন্ন হাদীছে তাঁর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষত মতপ্রার্থক্যের সময় রাসূলের ও খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন,

---

৪০. *মুসলিম হা/১৪৫; মিশকাত হা/১৫৯ 'কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*

৪১. *ছহীহ তিরমিযী হা/২১২৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৪৮; হাকেম ১/১২৯; আহমাদ বিন হাম্বল, সুন্নাতের মূলনীতি, বাংলায় ইসলাম, (ইংল্যান্ড দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০২), পৃঃ ২৪।*

৪২. *তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১ 'কুরআন ও সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৪৮।*

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ–

'তোমাদের মধ্যে থেকে যারা জীবিত থাকবে, তারা অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব (মতভেদের সময়) আমার সুন্নাত এবং আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা হবে তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। এ সুন্নাতকে খুব মযবুতভাবে মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাক। আর সমস্ত বিদ'আত থেকে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেকটি বিদ'আতই গুমরাহী'।[৪৩]

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন মতবিরোধ দেখা দিবে তখন তোমরা আমার সুন্নাতের অনুসরণ করবে। আর আমার ছাহাবীগণ আমাকে যেভাবে অনুসরণ করছে, যেভাবে আমল করছে, যে আক্বীদা পোষণ করছে, তোমরা সেভাবেই আমার অনুসরণ করবে। সাথে সাথে ইসলামের নামে নব আবিষ্কৃত বস্তু থেকে দূরে থাকবে। আজকের দিনে এই মতবিরোধপূর্ণ সমাজে যদি আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী হ'তে পারি এবং ছাহাবীগণ যেভাবে কুরআন ও হাদীছকে বুঝেছেন ও আমল করেছেন সেভাবে বুঝতে ও আমল করতে পারি, তাহ'লেই আমাদের মধ্যে ঐক্য সম্ভব।

একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বেই ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইসলামের মধ্যে কম-বেশী করার অধিকার কাউকে দেওয়া হয়নি। বিদায় হজ্জের দিন আল্লাহ নাযিল করলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْنًا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদা ৫/৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيْناً فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 'কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না এবং ক্বিয়ামতের দিন সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইহুদী-নাছারাদের মত মুসলমান নামধারী একদল লোক কুরআনকে পরিবর্তন করতে না পারলেও কুরআনের অপব্যাখ্যা করছে। রাসূলের নামে অসংখ্য জাল হাদীছ তৈরী করেছে। কিন্তু আল্লাহ্র কিছু বান্দা তাদের চক্রান্তের মোকাবিলায় হাদীছ বাছাই করে আমাদের সামনে ছহীহ হাদীছগুলি তুলে ধরেছেন। আমাদের উচিত কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা ও ছহীহ হাদীছ গ্রহণ করা। তাহ'লে আমাদের মাঝে মতভেদ মতপার্থক্য থাকবে না। আল্লাহ কুরআনে সব সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَلاَ يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا 'তারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করতে পারেনি, যার সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি' *(ফুরক্বান ২৫-৩৩)*। অন্য আয়াতে এসেছে, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 'আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(যুমার ৩৯/২৭)*।

রাসূল (ছাঃ) প্রদত্ত কুরআনের ব্যাখ্যা ও তাঁর বাস্তব জীবনই হ'ল 'হাদীছ' বা 'সুন্নাহ'। এ কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের অনুসরণ করা হবে এবং মতবিরোধপূর্ণ সময়ে সঠিক পথ পাওয়া যাবে। বিদায় হজ্জের দীর্ঘ ভাষণের এক পর্যায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللهِ 'আমি তোমাদের নিকট যা রেখে যাচ্ছি তা মযবুতভাবে ধরে থাকলে, আমার পরে কখনও তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর সেটা হ'ল আল্লাহ্র কিতাব'।[৪৪] এখানে কিতাবুল্লাহ বলতে শুধু কুরআনকে ধরে রাখার কথা বলা হয়নি। হাদীছও মেনে চলতে হবে। কারণ কুরআনে রাসূলের অনুসরণ করার নির্দেশ আছে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন ঐসব নারীর উপর, যারা অন্যের শরীরে নাম বা চিত্র অংকন করে এবং যারা নিজ শরীরে অন্যের দ্বারা অংকন করায়। যারা ললাট বা কপালের উপরস্থ চুল উপড়িয়ে কপাল প্রশস্ত করে এবং সৌন্দর্যের জন্য রেত ইত্যাদির সাহায্যে দাঁত সরু ও দু'দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। এসব নারী আল্লাহ্র সৃষ্ট আকৃতি বিকৃত করে ফেলে। বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকূব নামীয় এক মহিলা এই বর্ণনা শুনে ইবনু মাস'উদ (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি এ ব্যাপারে লা'নত করেছেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যার উপর লা'নত করেছেন, আল্লাহ্র কিতাবে যার প্রতি লা'নত করা হয়েছে, তার উপর আমি লা'নত করব না কেন? তখন মহিলাটি বলল, আমি তো কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি, তাতে তো আপনি যা বলেছেন, তা পেলাম না। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বললেন, তুমি যদি পড়তে তবে অবশ্যই পেতে। তুমি কি পড়নি, 'রাসূল তোমাদেরকে যা নির্দেশ দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে বারণ করেন তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চলো' *(হাশর ৭)*। মহিলাটি বলল, হ্যাঁ,

৪৩. *আবু দাউদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৪; আহমাদ হা/১৬৬৯৪; ইবনু খুযায়মা, 'জুম'আ' অধ্যায় হা/১৭৮৫; মিশকাত হা/১৬৫; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৫৭।*

৪৪. *মুসলিম, বাংলা মিশকাত 'মানাসিক' অধ্যায় 'বিদায় হজ্জের ভাষণ' অনুচ্ছেদ, হা/২৪৪০।*

নিশ্চয়ই। ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বললেন, 'রাসূল (ছাঃ) এ বিষয়ে নিষেধ করেছেন'।[৪৫]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) একবার মক্কায় ঘোষণা করলেন, 'আমি প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব কুরআন থেকে দিতে পারি, জিজ্ঞেস কর, যা জিজ্ঞেস করতে চাও। জনৈক ব্যক্তি আরয করল, এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় প্রজাপতি মেরে ফেলল, এর বিধান কি? ইমাম শাফেঈ (রহঃ) সূরা হাশরের উক্ত (৭নং) আয়াতটি তেলাওয়াত করে হাদীছ থেকে এর বিধান বর্ণনা করে দিলেন'।[৪৬]

উপরের দু'টি ঘটনা থেকে পরিষ্কার হয় যে, কিতাবুল্লাহ বলতে কুরআন ও হাদীছ উভয়কে বুঝায়। বিষয়টি রাসূল (ছাঃ) অন্য হাদীছে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ 'আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি; যতদিন তোমরা ঐ দু'টি বস্তুকে মযবুতভাবে ধরে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টি বস্তু হ'ল আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত'।[৪৭]

এ হাদীছে রাসূল (ছাঃ) গোমরাহী থেকে বাঁচার জন্য দু'টি বস্তুকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে রাসূল (ছাঃ) তাকীদ দিয়ে বলেছেন যে, আমার উম্মত দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরলে কখনো বিভ্রান্ত হবে না।

ছাহাবীগণ ও সালাফে ছালেহীন সত্যের পথে থাকার জন্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন এবং অন্যকে অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন-

(ক) আলী (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. 'আমল ব্যতীত কোন কথা উপকারে আসবে না, কোন আমলও কথা ব্যতীত উপকারে আসবে না। কোন কথা ও আমল নিয়ত ব্যতীত উপকারে আসবে না, আর কোন নিয়তও উপকারে আসবে না সুন্নাতের আনুকূল্য ব্যতীত'।[৪৮]

(খ) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেছেন, عليكم بالسبيل والسنة. 'তোমরা সঠিক পথ ও সুন্নাত অবধারিত করে নাও'।[৪৯]

(গ) প্রখ্যাত তাবেঈ যুহরী (রহঃ) বলেন, كان من مضى من علمائنا بقول الاعتصام بالسنة نجاة. 'আমাদের আলেমদের মধ্য হ'তে যাঁরা অতীত হয়েছেন, তাঁরা বলতেন সুন্নাতকে ভালভাবে আঁকড়ে ধরা মুক্তি (রক্ষাকবচ) স্বরূপ'।[৫০]

(ঘ) ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন, السنة سفينة نوحٍ، من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق. 'সুন্নাত হ'ল নূহ (আঃ)-এর নৌকা সদৃশ। যে তাতে আরোহণ করবে সে পরিত্রাণ পাবে, আর যে তা থেকে পিছে অবস্থান করবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে'।[৫১]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, মুক্তিপ্রাপ্ত দল হওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ও তাঁর ছাহাবীদের সুন্নাতের উপর আমল করতে হবে। রাসূলকে বাদ দিয়ে বা তাঁর ছহীহ হাদীছের বিরোধিতা করে কোন ইমাম, পীর বা কোন দলের অন্ধ অনুসরণ করে মুক্তি পাওয়া যাবে না। রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং ছাহাবীদের অনুসরণের মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে।

বর্তমান শতধাবিভক্ত সমাজে আমাদেরকে সঠিক দল খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আশ্রয় নিতে হবে। কুরআন ও হাদীছের আলোকে যারা হক্ব তাদেরকেই সঠিক জানতে হবে। অনেকে নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে থাকেন। অথচ তাদের কাজগুলি সুন্নাত বিরোধী। সুন্নাতবিরোধী আমল করে কিভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়?

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয় দিতে গিয়ে আবু মুহাম্মদ আলী ইবনু হাযম আন্দালুসী (মৃত ৪৫৬ হিঃ) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, যাদেরকে আমরা হক্বপন্থী ও তাদের বিরোধী পক্ষকে বাতিলপন্থী বলছি তাঁরা হ'লেন, ছাহাবায়ে কেরাম, তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ, আহলে হাদীছগণ, ফক্বীহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ আম জনসাধারণ যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন'।[৫২]

রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্বীদা ও মাযহাব মুয়াসিরা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ নাছের বিন আবদুল করীম আল-আকল প্রণীত 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচিতি' নামক পুস্তকের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন এভাবে-

এক. তাঁরা হচ্ছেন নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ। যাঁরা সুন্নাতকে জেনেছেন, তাকে সংরক্ষণ করেছেন এবং তার উপর আমল করেছেন। রিওয়ায়াত ও দিরায়াতের মাধ্যমে তা

---

৪৫. *বুখারী, 'কিতাবুত তাফসীর', সূরা হাশর, হা/৪৫১৮।*
৪৬. *সুয়ূতী, আল-ইতক্বান ২/১২৬।*
৪৭. *হাকেম ১/৯৩; মুওয়াত্ত্বা 'কদর' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৮৩।*
৪৮. *আজুররী, কিতাবুশ শরী'আত, পৃঃ ১২৩। গৃহীত : বায়হাক্বী আল-খুত্বাস সালীমাহ ফী বায়ানি উজুবি ইত্তিবাইস সুন্নাহ আল-ক্বারীমা, পৃঃ ৫।*
৪৯. *শরহু উছূলিল ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, ১/৫৬; আল-খুত্বাস সালীমাহ ফী বায়ানি উজুবি ইত্তিবাইস সুন্নাহ আল-ক্বারীমা, পৃঃ ৬।*
৫০. *সুনানুদ দারেমী, মুক্বাদ্দামাহ, আছার নং ৯৬, সনদ ছহীহ।*
৫১. *আল-খুত্বাস সালীমাহ ফী বায়ানি উজুবি ইত্তিবাইস সুন্নাহ আল-ক্বারীমা, পৃঃ ৬।*
৫২. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ১০।*

(সুন্নাত) আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। কর্মনীতি ও কর্মসূচীর দিক হ'তে তাঁরাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রকৃত দাবীদার ও হকদার। কেননা তাঁরাই যুগ, আমল এবং ইলমের দিক দিয়ে সুন্নাতের নিকটবর্তী।

দুই. এরপর হচ্ছেন ছাহাবীদের অনুসারীগণ (তাবেঈগণ), যারা তাঁদের নিকট হ'তে দ্বীনকে গ্রহণ করেছেন, দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, সে অনুযায়ী আমল করেছেন এবং তা প্রচার করেছেন। তাঁরাই তাবেঈন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাবেঈদের অনুসারীগণ। তারাই হচ্ছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। তারা একে আঁকড়ে ধরেছেন। এতে বিদ'আত বা নতুন কিছু চালু করেননি। আর মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোন পথও অন্বেষণ করেননি।

তিন. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হচ্ছেন সালাফে ছালেহীন আহলুল কিতাব (আহলুল কুরআন) ওয়াস সুন্নাহ। রাসূল (ছাঃ)-এর হিদায়াতের উপর আমলকারী, ছাহাবা, তাবেঈ এবং বরেণ্য ওলামায়ে কেরামের পদাংক অনুসরণকারী, যারা দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত চালু করেননি বা তাতে কোন পরিবর্তন সাধন করেননি। আর দ্বীনে ইতিপূর্বে ছিল না এ ধরনের নতুন কোন পথ বা মত সৃষ্টি করেননি।

চার. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হচ্ছে ফিরক্বায়ে নাজিয়া বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁরাই আল্লাহ্র মদদপুষ্ট ও সাহায্যপ্রাপ্ত দল হিসাবে টিকে থাকবে।

পাঁচ. তারা হবে সংখ্যায় কম (অপরিচিত), যখন বিদ'আত, কুসংস্কার বৃদ্ধি পাবে এবং যুগ খারাপ হবে তখনও তারা হক্বের উপরে থাকবে।

ছয়. তারা হচ্ছেন আছহাবে হাদীছ বা আহলুল হাদীছ; রেওয়ায়াত, দিরায়াত, ইলম এবং আমলের দিক থেকে।[৫৩]

এছাড়াও 'মুক্তিপাপ্ত দল কোন্টি' এর পরিচয় দিতে গিয়ে মুহাদ্দিছগণ 'আহলুল হাদীছ'দের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন-

(ক) আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক বলেন, هم عندى أصحاب الحديث 'আমার নিকটে তাঁরা হ'ল হাদীছের অনুসারী বা আহলুল হাদীছ'।[৫৪]

(খ) ইমাম বুখারীর (রহঃ)-এর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, هم أهل الحديث 'তাঁরা হচ্ছেন আহলুল হাদীছ'।[৫৫]

(গ) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, 'যদি তারা আহলুল হাদীছ না হয়, তাহ'লে আমি জানি না তারা কারা'।[৫৬] উল্লেখ্য যে, মাযহাব চতুষ্টয়ের তিন ইমামই আহলে হাদীছ হিসাবে পরিচিত ছিলেন।[৫৭]

(ঘ) ইয়াযীদ ইবনে হারূণ (১১৮-২১৭ হিঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১হিঃ) বলেন, إِنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ فَلاَ أَدْرِيْ مَنْ هُمْ؟ 'তাঁরা যদি আহলেহাদীছ না হন, তবে আমি জানি না তারা কারা'।[৫৮] ইমাম বুখারীও এবিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছেন'। ক্বাযী আয়ায বলেন, أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَ مَنْ يَّعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ 'ইমাম আহমাদ (রহঃ) একথা দ্বারা আহলে সুন্নাত এবং যারা আহলুল হাদীছ-এর মাযহাব অনুসরণ করে, তাদেরকে বুঝিয়েছেন'।[৫৯] ইমাম আহমাদ আরও বলেন, لَيْسَ قَوْمٌ عِنْدِيْ خَيْرًا مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، لاَ يَعْرِفُوْنَ إِلاَّ الْحَدِيْثَ 'আহলেহাদীছের চেয়ে উত্তম কোন দল আমার কাছে নেই। তারা হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু চেনে না'।[৬০]

(ঙ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হিঃ) একদা তাঁর দরবার সন্মুখে কতিপয় আহলেহাদীছকে দেখে উল্লসিত হয়ে বলেন, مَا عَلَى الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّنْكُمْ 'ভূপৃষ্ঠে আপনাদের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই'।[৬১]

(চ) আহমাদ ইবনু সারীহ বলতেন, أَهْلُ الْحَدِيْثِ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الْفُقَهَاءِ لاِعْتِنَائِهِمْ بِضَبْطِ الْأُصُوْلِ — 'দলীলের উপরে কায়েম থাকার কারণে আহলেহাদীছগণের মর্যাদা ফক্বীহগণের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে'।[৬২]

(ছ) ইমাম আবূদাঊদ (২০২-২৭৫ হিঃ) বলেন, لَوْلاَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لَانْدَرَسَ الْإِسْلاَمُ يَعْنِيْ أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ– 'আহলেহাদীছ জামা'আত যদি দুনিয়ায় না থাকত, তাহ'লে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত'।[৬৩]

(জ) ওছমান ইবনু আবী শায়বা একদা কয়েকজন আহলেহাদীছকে হয়রান অবস্থায় দেখে মন্তব্য করেন যে, إِنَّ فَاسِقَهُمْ خَيْرٌ مِنْ عَابِدِ غَيْرِهِمْ 'আহলেহাদীছের একজন ফাসিক্ব ব্যক্তি অন্য দলের একজন আবিদের চেয়েও উত্তম'।[৩৪]

৫৩. *আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচিতি, পৃঃ ৮২-৮৩।*
৫৪. *শায়খ মুহাম্মদ বিন জামিল, আল-ফিরকাতুন নাজিয়াহ, 'মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্টি' অনুচ্ছেদ।*
৫৫. *ঐ।*
৫৬. *তিরমিযী, ফাৎহুল বারী, ১৩/৩০৬ হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা।*
৫৭. *মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ইসলামী শরীয়াতের উৎস (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, আগষ্ট ১৯৯৪), পৃঃ ৬৯-৭১।*
৫৮. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৬২৮৩ -এর ব্যাখ্যা; ফাৎহুল বারী ১৩/৩০৬ হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা; শারফ, পৃঃ ১৫।*
৫৯. *ফাৎহুল বারী 'ইলম' অধ্যায় ১/১৯৮ হা/৭১-এর ব্যাখ্যা।*
৬০. *আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ পৃঃ ২৭।*
৬১. *শারফ, পৃঃ ২৮; আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? পৃঃ ১৩।*
৬২. *আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী: ১২৮৬ হিঃ) ১/৬২ পৃঃ।*
৬৩. *শারফ ২৯ পৃঃ; আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? পৃঃ ১৩।*

(ঝ) ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন,

مِنَ الْمَعْلُوْمِ لِكُلِّ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيْثِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ بَحْثًا عَنْ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ طَلَبًا لِّعِلْمِهَا وَ أَرْغَبِ النَّاسِ فِىْ اتِّبَاعِهَا وَ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنِ اتِّبَاعِ هَوًى يُخَالِفُهَا ... فَهُمْ فِىْ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ كَأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فِىْ أَهْلِ الْمِلَلِ —

‘যার কিছুটা অভিজ্ঞতা রয়েছে, তার এটা জানা কথা যে, আহলেহাদীছগণ হ’লেন, মুসলমানদের মধ্যে রাসূলুলাহ (ছাঃ)-এর বাণীসমূহের ও তাঁর ইল্মের অধিক সন্ধানী ও সে সবের অনুসরণের প্রতি অধিক আগ্রহশীল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ হ’তে সর্বাধিক দূরে অবস্থানকারী, যার বিরোধীতা সে করে থাকে।... মুসলমানদের মধ্যে তাদের অবস্থান এমন মর্যাদাপূর্ণ, যেমন সকল জাতির মধ্যে মুসলমানদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান’।[৩৫]

৩৪. *শারফ ২৭ পৃঃ; আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? পৃঃ ১৩।*

৩৫. *আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ২/১৭৯ পৃঃ।*

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত কারা এ প্রশ্নের জবাবে শায়খ মুহাম্মদ বিন ছালিহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত তারাই, যারা আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকে ও তার উপর ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দেয় না। এ কারণেই তাদেরকে আহলে সুন্নাত রূপে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা তাঁরা সুন্নাহ্‌র ধারক ও বাহক। তাদেরকে আহলে জাম‘আতও বলা হয়। কারণ তাঁরা সুন্নাহ্‌র উপর জামা‘আতবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ’।[৩৬]

এ কথা পরিষ্কার যে, পরকালে মুক্তিপাপ্ত দলের অন্তর্গত হওয়ার জন্য কোন নামী-দামী দলের সদস্য হওয়া বা কোন নামকরা ইমামের অনুসারী হওয়া শর্ত নয়; বরং যথাযথভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করা শর্ত। সুতরাং যে দল বা সংগঠনের কথা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের সাথে মিলে যায়, সে দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। পক্ষান্তরে কোন ইমাম বা দলের কথার সাথে যদি রাসূলের হাদীছের বৈপরিত্য পাওয়া যায়, তাহ’লে দল বা ইমাম যত বড়ই হোক না কেন সে ক্ষেত্রে রাসূলের হাদীছের অনুসরণ করাই ঈমানের দাবী। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

৩৬. *ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৭), পৃঃ ৬০।*

নবীনদের পাতা

আদর্শ যুবকের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

*আব্দুল হান্নান**

যুবকরা যেকোন কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। বয়স্ক লোকদের নিকট যে কাজটা কঠিন, সে কাজটা যুবকদের নিকট সহজ। যুবকদের মূল্যবান সময়টা বিভিন্ন খারাপ কাজে অতিবাহিত না করে, কল্যাণকর কাজে অতিবাহিত করতে হবে। যাতে করে ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে জওয়াব দেওয়া সহজ হয়। কতিপয় গুণাবলী অর্জন করতে পারলে ইহকালে শান্তি মিলবে এবং পরকালেও পাওয়া যাবে নাজাত। আর এই গুণাবলী সম্পন্ন যুবককে আদর্শ যুবক বলে অভিহিত করা যায়। নিম্নে আদর্শ যুবকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গুণ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

আল্লাহকে ভয় করা :

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ، يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ. 'হে মানব মণ্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে। নিঃসন্দেহে ক্বিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেইদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন' *(হজ্জ ২২/১-২)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা প্রকৃত ভীতি সহকারে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত' *(হাশর ৫৯/১৮)*।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ নিজের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। সেই সাত প্রকারের লোক হচ্ছে- (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক। (২) যে যুবক তার প্রভুর ইবাদতে যৌবন কাটিয়েছে। (৩) যে ব্যক্তির মন মসজিদের সাথে বাঁধা। (৪) যে দুই লোক আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে। তারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই মিলিত হয়, আবার আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়। (৫) যে ব্যক্তি অভিজাত ঘরের রূপসী নারীর আহ্বানকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৬) যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি খরচ করে তার বাম হাত তা জানতে পারে না। (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা বইতে থাকে'।[৬৪]

আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ 'তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং স্বীয় হাত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যারা আল্লাহ্র পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা যেমন একটি শস্যবীজ, তা হ'তে উৎপন্ন হ'ল সাতটি শীষ। প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হ'ল) শত শস্য এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন বিপুল দাতা মহাজ্ঞানী' *(বাক্বারাহ ২/২৬১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান, মাল ক্রয় করেছেন জান্নাতের বিনিময়ে' *(তওবা ৯/১১১)*।

অর্থ কুরবানীর ন্যায় সময় ও শ্রম কুরবানীতেও অশেষ ছওয়াব রয়েছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا 'আল্লাহ্র পথে একটা সকাল অথবা একটা সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও এর মধ্যস্থিত সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম'।[৬৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ 'আল্লাহ্র পথে কোন বান্দার পদদ্বয় ধূলিমলিন হ'লে তাকে (জাহান্নামের) আগুন স্পর্শ করবে না'।[৬৬]

আমর বিন মায়মূনা আওদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে নছীহত স্বরূপ বললেন, পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে মূল্যায়ন কর- (১) বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, (২) ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে, (৩) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে, (৪) রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে, (৫) দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে'।[৬৭]

পরকালের জন্য প্রস্তুতি :

মৃত্যুর পরেই মানুষের পরকালীন জীবনের হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে যায়। আর প্রত্যেক আত্মাকে মরতেই হবে। আল্লাহ

* ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

৬৪. *বুখারী, হা/৬০২৯।*
৬৫. *বুখারী হা/২৭৯২; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭৯২।*
৬৬. *বুখারী, হা/২৮১১; মিশকাত হা/৩৭৯৪।*
৬৭. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭৪।*

বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ‘প্রত্যেক আত্মাকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে’ *(আলে ইমরান ১৮৫)*। মরণের সময় মানুষের কৃতকর্মই তার সাথী হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ ‘প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে, তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী’ *(কাফ ৫০/২১)*। যে শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ দুনিয়াতে পাপাচার করে, সে আল্লাহ্র কাছে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে বলবে, আমি তাকে পাপ কাজে লিপ্ত করিনি; বরং সে নিজেই পাপ করেছে। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, قَالَ قَرِيْنُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِيْ ضَلَالٍ بَعِيْدٍ ‘তার সঙ্গী শয়তান বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। বস্তুতঃ সে নিজেই ছিল সুদূর পথভ্রান্তিতে লিপ্ত’ *(কাফ ৫০/২৭)*।

পরকালে প্রত্যেকে স্বীয় কর্ম দেখতে পাবে। আল্লাহ বলেন, ‘অতএব কেউ অণুপরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণুপরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে’ *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। ইহকাল ক্ষণস্থায়ী ও পরকাল চিরস্থায়ী। আল্লাহ বলেন, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْقَى ‘অথচ আখেরাতের জীবনই উত্তম ও চিরস্থায়ী’ *(আলা ৮৭/১৭)*।

মুস্তাওরিদ বিন শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্র কসম! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হ’ল, যেমন তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি আঙ্গুল ডুবিয়ে দেয়, অতঃপর সে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে আসল’।[৬৮] মহাসাগরের পানিকে পরকালের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর আঙ্গুলের পানি দ্বারা দুনিয়া বুঝানো হয়েছে। বস্তুত দুনিয়া অল্প কয়েক দিনের আর পরকাল চিরস্থায়ী।

হাশরের দিন অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। এই দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْباً ‘অতএব তোমরা যদি কুফরী কর, তবে কি করে আত্মরক্ষা করবে সেই দিন, যেই দিন কিশোরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে’ *(মুযযাম্মিল ৭৩/১৭)*।

মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘ক্বিয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের অতি নিকটবর্তী করা হবে। এমনকি তা এক মাইল পরিমাণ তাদের নিকটে হবে। তখন মানুষ সূর্যের তাপে আপন আপন আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। ঘাম কারো টাখনু পর্যন্ত হবে, কারো হাঁটু পর্যন্ত হবে, কারো ঘাম কোমর পর্যন্ত হবে। আর কারো জন্য এই ঘাম লাগাম হয়ে যাবে। একথাটি বলে নবী করীম (ছাঃ) নিজের মুখের দিকে হাত দ্বারা ইশারা করলেন’।[৬৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِى الْأَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ ‘ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ ঘর্মাক্ত হয়ে পড়বে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনের সত্তর গজ পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে। ঘাম তাদের লাগাম হয়ে যাবে, এমনকি তা তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছবে’।[৭০]

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার শীররের এক অংশ ধরে বললেন, ‘পৃথিবীতে অপরিচিত অথবা পথযাত্রীর ন্যায় জীবন যাপন কর। আর প্রতিনিয়ত নিজেকে কবরবাসী মনে কর’।[৭১] ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্নের জওয়াব না দেওয়া পর্যন্ত এক কদম নড়তে দেওয়া হবে না। (১) জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে, (২) যৌবনকাল কোন পথে ব্যয় করেছে, (৩) কোন পথে সম্পদ আয় করেছে, (৪) কোন পথে তা ব্যয় করেছে, (৫) ইলম অনুযায়ী আমল করছে কি-না’?[৭২] সুতরাং পরকালীন জীবনে নাজাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা আদর্শ যুবকের বৈশিষ্ট্য।

ভাল কাজ করা :

ভাল কাজ তথা সৎকাজ করা আদর্শ যুবকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সৎকাজের মূল হ’ল ঈমান আনা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيْمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ. ‘আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করবো তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল, আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবো না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী’ *(তূর ৫২/২১)*।

ঈমানদার যুবকদের উদাহরণ পেশ করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তারা ছিল কয়েক জন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম’ *(কাহফ ১৮/১৩)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘মানুষ যখন মরে যায়, তখন তার সমস্ত আমলের দরজা বন্ধ

৬৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৬।*

৬৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৪০।*

৭০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৩৯।*

৭১. *বুখারী, বাংলা মিশকাত হা/৫০৪৪।*

৭২. *তিরমিযী হা/২৪১৬।*

হয়ে যায়, তিনটি আমল ব্যতীত, (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (২) উপকারী জ্ঞান (৩) সৎ সন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে।[৭৩] সুতরাং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য ভাল কাজ করে যেতে হবে। মানুষের কর্মফল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَسَاؤُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّـذِيْنَ أَحْـسَنُوْا بِالْحُسْنَى 'যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার' *(নাজম ৫৩/৩১)*।

উত্তম চরিত্র গঠন করা :

আদর্শবান হওয়ার জন্য উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করা অতি যরূরী। আর উত্তম চরিত্রের মূর্ত প্রতীক ছিলেন নবী করীম (ছাঃ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 'তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী' *(কলম ৬৮/৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْراً.

'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেবা করছি। তিনি আমার প্রতি কখনো 'উহ' শব্দটিও উচ্চারণ করেননি। তিনি আমার কোন কাজে কখনো অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেননি যে, এটা তুমি করলে না কেন অথবা কোন কাজ ছুটে যাওয়ার কারণেও তিনি বলেননি যে, এটা তুমি কেন করলে না।[৭৪]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল কোন কর্মটি সবচাইতে বেশি পরিমাণে মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি বলেন, আল্লাহভীতি, সদাচরণ ও উত্তম চরিত্র। আবার তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল কোন কাজটি সবচাইতে বেশি পরিমাণে মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, মুখ ও লজ্জাস্থান'।[৭৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقُل لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوْا الَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِيْنًا 'আমার বান্দাদেরকে যা উত্তম তা বলতে বল, শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উসকানি দেয়। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' *(ইসরা ১৭/৫৩)*। তিনি আরো বলেন, ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِـيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِـيْمٌ 'মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ الـسَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَـسَنٍ 'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ কর, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর'।[৭৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِـسَائِهِمْ خُلُقًـا 'তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলমান হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম, তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম'।[৭৭]

অবিচ্ছেদ্য সাক্ষী হ'তে সাবধান হওয়া :

মানুষ শরীর থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলাদা করে চলতে পারবে না। এগুলো সব সময় মানুষের সাথে থাকে। অথচ একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে হাত দ্বারা কষ্ট দিয়ে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষ তার হাত-পা দ্বারা যেসব কাজ করে, সেসব কাজের সাক্ষী দিবে তাদের হাত-পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُـمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

'আমি আজ এদের মুখ বন্ধ করে দিব, এদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দিবে এদের কৃতকর্মের' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন, 'যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চক্ষু, ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে' *(হামীম সাজদা ৪১/১৯-২০)*। তিনি আরো বলেন, যেদিন প্রকাশ করে দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত' *(নূর ২৪/২৪)*।

আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ছিলাম হঠাৎ তিনি হাসলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ

৭৩. *মুসলিম, হা/৪০৭৬।*
৭৪. *তিরমিযী হা/২০১৫।*
৭৫. *তিরমিযী, হা/২০০৪।*
৭৬. *তিরমিযী, হা/১৯৮৭; মিশকাত হা/৫০৮৩।*
৭৭. *তিরমিযী হা/১১৬২।*

ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন। তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন বান্দা যে তার রবের সাথে সরাসরি কথা বলবে, সে কথাটি স্মরণ করে হাসছি। বান্দা বলবে, হে প্রভু! তুমি কি আমাকে যুলুম থেকে নিরাপত্তা দান করনি? আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ। তখন বান্দা বলবে, আজ আমি আমার সম্পর্কে আপনজন ছাড়া আমার বিরুদ্ধে অন্য কারো সাক্ষ্য গ্রহণ করব না। তখন আল্লাহ বলবেন, আজ তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হিসাবে এবং কেরামান-কাতেবীনের সাক্ষীই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা বল। তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ তাদের কৃতকর্মসমূহ প্রকাশ করে দিবে। এরপর তার মুখকে খুলে দেওয়া হবে। তখন সে স্বীয় অঙ্গ সমূহকে লক্ষ্য করে আক্ষেপের সাথে বলবে, হে দূরভাগা অঙ্গসমূহ! দূর হও, তোদের ধ্বংস হোক। তোদের জন্যই তো আমি আমার প্রভুর সাথে ঝগড়া করছিলাম'।[৭৮]

প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ্র ইবাদত কর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীনদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিকট প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশী এবং সৎকর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। পথিক ও দাস-দাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী দাম্ভিককে পসন্দ করেন না' *(নিসা ৪/৩৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِى لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

'আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না'।[৭৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ 'সে ব্যক্তি কখনো জান্নাতে যাবে না, যার অন্যায়ের কারণে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না'।[৮০] আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি, যার অনিষ্ট হ'তে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে পরিহার করে'।[৮১]

ব্যাভিচার থেকে বেঁচে থাকা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلاً 'তোমরা যেনার নিকটবর্তীও হয়ো না। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ' *(ইসরা ১৭/৩২)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'যেনাকার নারী-পুরুষ প্রত্যেককে একশ' বেত্রাঘাত কর। আল্লাহ্র বিধান পালনে তাদের উভয়ের প্রতি তোমাদের মনে অনুগ্রহ আনা উচিত নয়, যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হও' *(নূর ২৪/২)*।

উবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমার নিকট হ'তে আল্লাহ্র বিধান গ্রহণ কর' কথাটি রাসূল (ছাঃ) দুইবার বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন অবিবাহিত নারী-পুরুষকে একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন করতে হবে। আর বিবাহিত নারী-পুরুষকে 'রজম' করতে হবে।[৮২] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'যেনাকার ও যেনাকারিণী ক্বিয়ামত পর্যন্ত উলঙ্গ অবস্থায় আগুনে জ্বলতে থাকবে'।[৮৩]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে তিনি পবিত্রও করবেন না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হচ্ছে- (১) বৃদ্ধ যেনাকার (২) মিথ্যাবাদী শাসক (৩) অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি'।[৮৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের দু'চোখের যেনা দেখা। দু'কানের যেনা শুনা। জিহ্বার যেনা কথা বলা। হাতের যেনা স্পর্শ করা। পায়ের যেনা যেনার পথে চলা। অন্তরের যেনা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা করা। লজ্জাস্থান তার সত্য মিথ্যা প্রমাণ করে'।[৮৫] ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, অবশ্যই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হ'লে তৃতীয়জন হবে শয়তান'।[৮৬]

রেশমী বস্ত্র, স্বর্ণালংকার এবং নারীদের সাদৃশ্যপূর্ণ পোষাক পরিহার :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا فَلَنْ يَّلْبَسَهُ فِى الآخِرَةِ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে না'।[৮৭] আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই স্বর্ণালংকার এবং

৭৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৯৮*।
৭৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬২*।
৮০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩*।
৮১. *বুখারী হা/২৯০৫*।
৮২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৫৮*।
৮৩. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৬২১*।
৮৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৯*।
৮৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৮৬*।
৮৬. *তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩১৮*।
৮৭. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩১৬*।

রেশমী বস্ত্র আমার উম্মতের পুরুষের জন্য হারাম এবং নারীর জন্য হালাল'।[৮৮]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সে সকল পুরুষদের উপর অভিসম্পাত যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে'।[৮৯] আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন, যে মহিলাদের পোষাক পরিধান করে'।[৯০]

গিঁটের নিচে কাপড় পরিধান না করা :

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে সে জাহান্নামী'।[৯১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَــرًا 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির প্রতি করুণার দৃষ্টি দিবেন না, যে অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরে'।[৯২]

গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র পরিহার করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

'এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে ভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি' *(লোকমান ৩১/৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অবশ্যই আমার পরে এমন কিছু লোক আসবে যারা যেনা, রেশম, নেশাদার দ্রব্য ও গান বাজনাকে হালাল মনে করবে'।[৯৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوْبَةَ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. قِيْلَ الْكُوبَةُ الطَّبْلُ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন'।[৯৪]

নেশাদার দ্রব্য পরিহার :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ إِنَّمَــا الْخَمْــرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَــلِ الــشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُــوْنَ 'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা এগুলি থেকে বেঁচে থাক। যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও' *(মায়েদাহ ৫/৯০)*।

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اجْتَنِبُــوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ 'তোমরা নেশাদার দ্রব্য থেকে বেঁচে থাক। কেননা নেশাদার দ্রব্য হচ্ছে অশ্লীল কর্মের মূল'।[৯৫]

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সব নেশাদার দ্রব্য মদ, আর সব ধরনের মদ হারাম। যে ব্যক্তি সর্বদা নেশাদার দ্রব্য পান করে তওবা বিহীন অবস্থায় মারা যাবে, সে পরকালে সুস্বাদু পানীয় পান করতে পারে না'।[৯৬] আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নেশাদার দ্রব্য পানকারী জান্নাতে যাবে না'।[৯৭]

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আমার উম্মত নেশাদার দ্রব্য পান করবে, গায়িকাদের নিয়ে নাচ-গানে মত্ত হবে এবং বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত হবে, তখন অবশ্যই তিনটি ভয়াবহ বিপদ নেমে আসবে- (১) বিভিন্ন এলাকার ভূমি ধসে যাবে (২) উপর থেকে অথবা কোন জাতির পক্ষ থেকে যুলুম অত্যাচার চাপিয়ে দেওয়া হবে (৩) অনেকের পাপের দরুণ আকার-আকৃতি বিকৃত করা হবে'।[৯৮]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু সম্প্রদায় রাত অতিবাহিত করবে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য-পানীয়তে ভোগ বিলাসী হয়ে এবং বিভিন্ন ধরনের বিনোদন, আমোদ-প্রমোদে। এমতাবস্থায় তাদের সকলে শূকর ও বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হবে'।[৯৯]

অতএব হে যুবক! তোমার প্রতিফোটা রক্ত আল্লাহ্র দেয়া পবিত্র আমানত, এসো তা ব্যয় করি আল্লাহ্র পথে। যৌবনের তাড়নায় যেন আমাদের মূল্যবান সময়টা শয়তানের পথে ব্যয় না করে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করি। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

৮৮. *ইবনে মাজাহ হা/২৯১২।*
৮৯. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯।*
৯০. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৬৯।*
৯১. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪।*
৯২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩১১।*
৯৩. *বুখারী ৮৩৭ পৃঃ।*
৯৪. *মিশকাত হা/৪৫০৩।*
৯৫. *নাসাঈ হা/৫৬৮৪।*
৯৬. *মুসলিম ২/১৬৭।*
৯৭. *ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৬।*
৯৮. *সিলসিলা ছহীহা হা/১৬০৪।*
৯৯. *সিলসিলা ছহীহা হা/২৬৯৯।*

হাদীছের গল্প

দাজ্জালের আগমন

এ নশ্বর পৃথিবীর যেদিন ধ্বংস হবে, সেদিনের নাম ক্বিয়ামত। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিনক্ষণ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তবে এর কিছু পূর্বলক্ষণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে দাজ্জালের আগমন অন্যতম। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীছ।-

ফাতিমা বিনতে কায়েস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর ঘোষককে এ ঘোষণা দিতে শুনলাম যে, 'ছালাতের জন্য মসজিদে যাও'। সুতরাং আমি মসজিদে গেলাম এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। ছালাত শেষে তিনি মিম্বারে উঠে বসলেন এবং মৃদু হেসে বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ছালাতের স্থানে বসে থাক। অতঃপর বললেন, তোমরা কি জান, আমি তোমাদেরকে কেন একত্রিত করেছি? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)ই অধিক জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদেরকে কিছু দেওয়ার জন্য বা কোন ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য সমবেত করিনি। বরং তামীম দারীর একটি ঘটনা তোমাদের শুনানোর জন্য তোমাদেরকে একত্রিত করেছি। তামীম দারী ছিল একজন খৃষ্টান লোক। সে আমার নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে আমাকে এমন একটি ঘটনা শুনিয়েছে, তা ঐ কথার সাথে মিল রাখে, যা দাজ্জাল সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে শুনিয়েছি। সে বলল, একদা সে 'লাখাম' ও 'জুজাম' গোত্রের ত্রিশজন লোকের সঙ্গে একটি সামুদ্রিক নৌকায় সফরে বের হয়েছিল। সাগরের তরঙ্গ তাদেরকে দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত এদিক সেদিক ঘুরাতে থাকে। অবশেষে একদিন সূর্যাস্তের সময় একটি দ্বীপের কাছে গিয়ে পৌঁছল। অতঃপর তারা উক্ত বড় নৌকার গায়ের সাথে বাঁধা ছোট ছোট নৌকা যোগে দ্বীপটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করল এবং সেখানে এমন একটি প্রাণীর সাক্ষাত পেল, যার সারা শরীর বড় বড় লোমে আবৃত। অধিক পশমের কারণে তার মুখ ও পিছন বুঝা যাচ্ছিল না। তখন তারা তাকে লক্ষ্য করে বলল, তোর অমঙ্গল হোক, তুই কে? সে বলল, আমি জাসসাস বা গুপ্ত সংবাদ অন্বেষণকারী। তোমরা ঐ ঘরে আবদ্ধ লোকটির কাছে যাও, সে তোমাদের সংবাদ জানার প্রত্যাশী। তামীম দারী বলেন, উক্ত প্রাণীর কাছে লোকটির কথা শুনে আমাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হ'ল যে, সে শয়তান হ'তে পারে। তখন আমরা দ্রুত সেখানে গেলাম এবং সে ঘরে প্রবেশ করলাম। সেখানে এমন একটি প্রকাণ্ড দেহ বিশিষ্ট মানুষ দেখতে পেলাম, যা ইতিপূর্বে কোনদিন দেখিনি। সে খুব শক্তভাবে বাঁধা অবস্থায় ছিল। তার হাত ঘাড়ের সাথে এবং হাঁটুদ্বয় নীচের উভয় গিটের সাথে লোহার শিকল দ্বারা একত্রে বাঁধা ছিল। আমরা তাকে বললাম, তোর অমঙ্গল হোক! তুই কে? সে বলল, নিশ্চয়ই তোমরা আমার সম্পর্কে জানতে পারবে, আমি তা গোপন করব না। তবে তোমরা আমাকে প্রথমে বল তোমরা কারা? তারা বলল, আমরা আরবের লোক। আমরা সমুদ্রে একটি নৌকায় আরোহী ছিলাম। দীর্ঘ এক মাস সাগরের ঢেউ আমাদেরকে এদিক সেদিক ঘুরিয়ে এখানে এনে পৌঁছিয়েছে। তারপর আমরা অত্র দ্বীপে প্রবেশ করলাম। এরপর ঘনপশমে সারা দেহ আবৃত একটি প্রাণীর সাথে আমাদের সাক্ষাত হ'ল। সে বলল, আমি গুপ্ত সংবাদ অন্বেষণকারী। সে আমাদেরকে এ ঘরে আসতে বললে আমরা দ্রুত তোমার নিকট এসে উপস্থিত হ'লাম। সে বলল, আচ্ছা তোমরা আমাকে বল দেখি, বায়সান এলাকার খেজুর গাছে ফল আসে কি? (বায়সান হেজাযের একটি জায়গার নাম)। আমরা বললাম, হ্যাঁ আসে। সে বলল, অদূর ভবিষ্যতে সে গাছে আর ফল ধরবে না। তারপর সে বলল, আচ্ছা বল দেখি, তাবারিয়া নামক বিলে পানি আছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ তাতে প্রচুর পরিমাণে পানি আছে। সে বলল, অচিরেই তার পানি শেষ হয়ে যাবে। তারপর সে বলল, আচ্ছা বল দেখি, যোগার নামক ঝর্ণায় পানি আছে কি এবং সেখানকার অধিবাসীরা সে ঝরণার পানি দ্বারা কি জমি চাষ করে? আমরা বললাম, হ্যাঁ তাতে প্রচুর পানি আছে এবং সেখানকার লোকেরা পানি দ্বারা জমি চাষাবাদ করে। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বল দেখি, নিরক্ষর নবীর সংবাদ কি? আমরা বললাম, তিনি এখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় অবস্থান করছেন। সে জিজ্ঞেস করল, বল দেখি আরবেরা কি তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছিল? আমরা বললাম, হ্যাঁ করেছে। সে জিজ্ঞেস করল, তিনি তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? আমরা বললাম, তিনি আশপাশের আরবদের প্রতি জয়ী হয়েছেন এবং তারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছে। এসব শুনে সে বলল, তোমরা জেনে রাখ! তাঁর আনুগত্য করা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। আচ্ছা এবার আমি আমার অবস্থা বর্ণনা করছি- আমি দাজ্জাল। অদূর ভবিষ্যতে আমাকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। আমি বের হয়ে যমীনে বিচরণ করব, মক্কা মদীনা ব্যতীত। চল্লিশ দিনের মধ্যে পৃথিবীর সব স্থান বিচরণ করব। এ দু'স্থানে আমার জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যখনই আমি তার কোন একটিতে প্রবেশের ইচ্ছা করব, তখন ফেরেশতা উন্মুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে আমাকে প্রবেশ করা হ'তে বাধা প্রদান করবে। বস্তুত তার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতা পাহারা রত রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ পর্যন্ত বর্ণনা করে রাসূল আপন লাঠি দ্বারা মিম্বারে ঠোকা দিয়ে তিনবার বললেন, এটাই মদীনা, এটাই মদীনা, এটাই মদীনা। তারপর তিনি বললেন, বল দেখি ইতিপূর্বে আমি কি তোমাদেরকে এ হাদীছটি বর্ণনা করিনি? লোকেরা বলল, জি হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন, দাজ্জাল সিরিয়ার কোন এক সাগরে অথবা ইয়ামনের কোন এক সাগরে আছে। পরে বললেন, বরং সে পূর্ব দিক হ'তে আগমন করবে। এই বলে তিনি হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারা করলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৪৮)*।

উপরোক্ত হাদীছের ন্যায় নিম্নোক্ত হাদীছটিতেও দাজ্জালের পৃথিবীতে অবস্থান, ঈসা (আঃ)-এর পৃথিবীতে আগমন ও অবস্থান সহ ক্বিয়ামতের কিছু আলামত বর্ণিত হয়েছে।-

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দাজ্জাল বের হবে এবং চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমি অবগত নই যে, রাসূল (ছাঃ) চল্লিশ দিন বললেন, না চল্লিশ মাস বললেন, না চল্লিশ বছর বললেন। তারপর আল্লাহ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করবেন। দেখতে তিনি উরওয়া ইবনে মাস'ঊদের মত। তিনি দাজ্জালের খোঁজ করবেন এবং তিনি তাকে হত্যা করবেন। ঈসা (আঃ) ৭ বছর এ যমীনে অবস্থান করবেন। সে সময় মানুষের মধ্যে এমন শান্তি বিরাজ করবে যে, দু'জনের মধ্যেও কোন শত্রুতা থাকবে না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা সিরিয়ার দিক হ'তে শীতল বাতাস প্রবাহিত করবেন। সে বাতাস ভূপৃষ্ঠে এমন একজন লোককেও জীবিত রাখবে না, যার অন্তরে রেণু-কণা পরিমাণ নেকী বা ঈমান থাকবে। অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি পাহাড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে তবুও সেখানে এ বাতাস প্রবেশ করবে এবং তাকে মেরে ফেলবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তারপর কেবল মাত্র নিকৃষ্ট ফাসেক ও বদকার লোকগুলি অবশিষ্ট থাকবে। তারা ব্যভিচারে পাখিদের ন্যায় দ্রুতগামী হবে এবং খুনখারাবীতে হিংস্র প্রাণীর ন্যায় পাষাণ হবে। ভাল-মন্দ তারতম্য করার কোন যোগ্যতা তাদের থাকবে না। তখন শয়তান একটি আকৃতি ধারণ করে তাদের নিকট আসবে এবং বলবে তোমাদের কি লজ্জাবোধ হয় না? তখন লোকেরা বলবে আচ্ছা তুমিই বল, আমাদের কি করা উচিত? তখন শয়তান তাদেরকে মূর্তিপূজার আদেশ দিবে। এ অবস্থায় তারা অতি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ও ভোগবিলাসে জীবন যাপন করতে থাকবে। অতঃপর সিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং যে ব্যক্তিই উক্ত ফুঁক শুনবে, সে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এদিক সেদিক মাথা ঘুরাতে থাকবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, সর্ব প্রথম উক্ত আওয়ায সে ব্যক্তিই শুনতে পাবে যে তার উটের জন্য পানির চৌবাচ্চা মেরামত কাজে রত। তখন সে ভীত হয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং তার সাথে সাথে অন্যান্য লোকও মারা যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ কুয়াশার ন্যায় খুব হালকা ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এতে ঐ সমস্ত দেহগুলি সজীব হয়ে উঠবে, যেগুলি কবরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর দ্বিতীয়বার সিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে। তখন সমস্ত লোক উঠে দাঁড়াবে। এরপর ঘোষণা দেওয়া হবে, হে লোক সকল! তোমরা দ্রুত তোমাদের প্রতিপালোকের দিকে ছুটে আস। ফেরেশতাদের আদেশ দেওয়া হবে তাদেরকে এখানে থামিয়ে রাখ, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতঃপর ফেরেশ্তাদের বলা হবে, ঐ সমস্ত লোকদের বের কর, যারা জাহান্নামের উপযোগী হয়েছে। তখন ফেরেশতাগণ বলবেন, কতজন হ'তে কতজন বের করব? বলা হবে, প্রত্যেক হাযার হ'তে নয়শত নিরানব্বই জনকে জাহান্নামের জন্য বের কর। এ পর্যন্ত বলার পর রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটা সেই দিন যেদিন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا 'সেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে দেওয়া হবে' *(মুয্যাম্মিল ১৭)*। অর্থাৎ সেদিনের বিভীষিকায় শিশুও বৃদ্ধ হয়ে যাবে। সেদিন হবে খুব সংকটময়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৬)*।

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, এ সত্যকে মুমিন মাত্রই বিশ্বাস করে। আর তার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং তার ভয়াবহতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানকে আমলে ছালেহ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

চিকিৎসা জগৎ

বুকজ্বলা : কারণ ও প্রতিকার

বুকজ্বলা বা 'হার্ট বার্ন' ব্যাপারটি হার্ট বা হৃদযন্ত্রের কোন সমস্যা নয়। বুক থেকে গলা পর্যন্ত জ্বলুনির মতো অস্বস্তি হ'ল হার্ট বার্ন। পাকস্থলী ও খাদ্যনালি এ দু'টোর সংযোগস্থলে রয়েছে একটি রন্ধ্রনিয়ন্ত্রক। পাকস্থলীর অম্ল যদি সেই রন্ধ্রনিয়ন্ত্রক দিয়ে গলিয়ে খাদ্যনালি বেয়ে উপরের দিকে উঠে এবং খাদ্যনালিকে উত্তেজিত করে, তাহ'লে বুকজ্বলা হয়। যেসব কারণে বুকজ্বলা বাড়তে পারে, তা নিম্নরূপ-

অতিভোজ : এক সঙ্গে অনেক খাবার খেয়ে ফেলা বুকজ্বলার কারণ হ'তে পারে। খাওয়ার পরিমাণ কমানোর জন্য ছোট ছোট প্লেটে খাওয়ার অভ্যাস করা ভাল।

চর্বিবহুল খাবার : "Tell me what to eat if I have Acid refluxy" গ্রন্থের প্রণেতা ম্যাগি বলেন, 'চর্বিবহুল খাবার পাকস্থলীতে দীর্ঘ সময় থাকে, আর যত দীর্ঘ সময় থাকবে, অস্বস্তি তত বেশি হবে'। এতে বুকজ্বলা অনেক বাড়ে।

অম্ল জাতীয় খাবার : অম্ল জাতীয় খাবার, যেমন টমেটো, টমেটো সস, সালসা, সাইট্রাস ফল, কমলালেবু, জাম্বুরা, গ্রেপফ্রুট খালি পেটে খেলে অনেক সময় ঢেঁকুর ওঠে ও বুকজ্বলা হয়।

ঝাল মসলাযুক্ত খাবার : ঝালমসলাযুক্ত খাবার, হট সস বুকজ্বলা ঘটায়। হট ঝাল খাবার ও পেপারমিন্ট শীতল ঝাল মাঝে মধ্যে খাদ্যনালির রন্ধ্রনিয়ন্ত্রককে শিথিল করে ঘটায় বুকজ্বলা। আবার রসুন ও পেঁয়াজ ঝাল বা তেমন মসলাযুক্ত খাবার না হ'লেও বুকজ্বলা ঘটায়।

চকলেট বুকজ্বলা বাড়ায় : চকলেটে রয়েছে ক্যাফিনের ন্যায় উদ্দীপক দ্রব্য। ক্যাফিন বুকজ্বলার জন্য দায়ী হ'তে পারে। চকলেট খাওয়া বাদ না দিতে পারলেও কম খেতেই হবে।

যেসব পানীয় বুকজ্বলা উসকে দেয় : কফি, ক্যাফিনযুক্ত চা, কোলা, অন্যান্য কার্বনেটেড পানীয় এবং মদ পানীয় বকুজ্বলা বৃদ্ধি করে। ক্যাফিনযুক্ত পানীয় পাকস্থলীতে অম্লরস ক্ষরণ উদ্দীপিত করে এবং মদ্যজাতীয় পানীয় খাদ্যনালির রন্ধ্রনিয়ন্ত্রককে শিথিল করে বুকজ্বলা ঘটায় ও কোমল পানীয়র সোডা পেট ফাঁপায়, তা থেকে বুকজ্বলা বাড়ে।

বুকজ্বলা কমাতে করণীয় : চর্বি খাওয়া কমাতে হবে। প্রিয় খাবারগুলো যে একেবারে বাদ দিতে হবে, তা নয়। এদের ভিন্নভাবে রান্না করলে বা প্রস্তুত করলে বুকজ্বলা প্রশমিত থাকবে। কিছু খাবার তেলে না ভেজে, সেঁকে, আগুনে ঝলসে, গ্রিল করে বা রোস্ট করে খাওয়া যায়। রান্নার রকমফের ঘটিয়ে বুকজ্বলা কমানো যায় এবং স্বাস্থ্যও ভাল হয়।

বুকজ্বলা রোধ করতে হ'লে এমন সব পানীয় নির্বাচন করতে হবে, যেগুলো হিসহিসে, গ্যাসযুক্ত নয়। যেমন হার্বাল টি, দুধ বা শুধু পানি। খাদ্যের সঙ্গে পানি পান করলে পাকস্থলীর অম্লরসও লঘু হবে; বুকজ্বলাও কমবে। টমেটো, কমলা বা লেবুর রস পরিহার করা ভাল।

ঝালগরম খাবার খেলেও ঝাল কমিয়ে আনতে হবে। মরিচ-মসলা কম খেতে হবে। খাবারে যোগ করতে পারেন পুদিনাপাতা, ধনেপাতা। এতে খাবার সুস্বাদু হবে।

ম্যাগি বলেন, আহারের পর চুইংগাম চিবানো ভাল। এতে লালাক্ষরণ বেশি হয়, পাকস্থলীর অম্লরস প্রশমিত হয়, পাকস্থলীর খাবার দ্রুত অন্ত্রনলে যেতে থাকে। খাওয়ার পরপরই শুয়ে না পড়ে ডিনারের তিন ঘণ্টা পর শোয়া ভাল। ধূমপান করলে স্থূলদেহীদের বুকজ্বলা বেশি হয়। তাই স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য ধূমপান বর্জন আবশ্যক। বুকজ্বলা দীর্ঘস্থায়ী হ'লে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যক।

রক্ত বাড়ায় লালশাক

হিমোগ্লোবিনে পূর্ণ লালচে গোলাপি লালশাক আমাদের দেশের অতি পরিচিত। শাকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রক্ত তৈরী করে। খাবার চিবাতে সক্ষম এমন শিশুদের জন্য লালশাক ভীষণ উপকারী। কারণ শিশুদের প্রচুর পরিমাণে আয়রণ ও আয়োডিন দরকার হয় । আর লালশাক আয়রণের উৎকৃষ্ট উৎস। শিশুর পেটের ও হজমশক্তির অবস্থা বুঝে ধীরে ধীরে পরিমাণ বাড়াতে হবে। বাড়ন্ত শিশু ও পূর্ণ বয়স্কদের জন্যও এ শাক উপকারী। অ্যানিমিয়া বা রক্তশূন্যতা, নিম্ন রক্তচাপ মানে লো ব্লাড প্রেশার, দুর্বলতা, ক্রমশঃ শক্তি কমে যাওয়া, ডায়াবেটিস রোগী, অস্টিও আর্থ্রাইটিসের সমস্যায় লালশাক অপরিসীম ভূমিকা পালন করে।

গর্ভবতী অবস্থা থেকে শিশুর জন্ম ও মাতৃদুগ্ধ পান পর্যন্ত লালশাক ভীষণ যরূরী। তবে খেয়াল রাখতে হবে গর্ভবতী বেশির ভাগ মায়ের প্রচুর পরিমাণে গ্যাস ও অ্যাসিডিটির সমস্যা থাকে। তাই দুপুরে শাক খাওয়াই ভাল। কারণ ইনটেসটাইন, অর্থাৎ খাবার হজমকারী যরূরী নালিবিশিষ্ট অঙ্গ অধিক রাতে কাজ করে না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সচল থাকে বেশি। আর রাতে শাক পরিহার করাই ভাল।

মেনোপোজ বা মাসিক চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়া নারীদের হাড় দুর্বল হয়ে আসে। ত্বক ও চুলে আসে বৈরী ভাব। ভংগুর হ'তে থাকে নখ। শরীরে দেখা দেয় আয়রন ও ক্যালসিয়ামের ঘাটতি। লালশাক এ অবস্থায় হ'তে পারে অতীব উপকারী। এ শাক দেহে রক্ত বাড়ায় এবং ত্বক, চুল ও নখের পুষ্টি জোগায়। পুষ্টিমূল্য বিচারে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবার জন্য লালশাক উপকারী।

ভেরিকোস ভেইন অবহেলার নয়

ভেরিকোস ভেইন, শিরা বা রক্তনালীর একটি রোগ। শরীরের কোন অংশের শিরা যদি প্রসারিত হয়ে যায় অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বড় হয়ে যায় তাকে ভেরিকোস ভেইন বলে। শতকরা প্রায় ২০ ভাগ মানুষই এই রোগে আক্রান্ত। সাধারণত পা এবং হাতের শিরায় এই রোগটি বেশী হ'তে দেখা যায়। তবে শরীরের যে কোন স্থানের শিরায়ই এই রোগটি হ'তে পারে।

ভেরিকোস ভেইন রোগ হওয়ার নানা কারণ রয়েছে। সাধারণত ভেইন বা শিরার ভাল্ব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এই রোগটি হয়। তবে শিরায় ইনফেকশন হ'লে, গর্ভাবস্থায় পেটে টিউমার হ'লে বা পানি জমলে, পেশাগত কারণে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হ'লেও এ রোগটি হ'তে দেখা যায়।

পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটুর মাঝখানের অংশে (সেফানাস ভেইন) ভেরিকোস ভেইন বেশী হ'তে দেখা যায়। এ রোগ হ'লে শিরা বরাবর রোগী ব্যথা অনুভব করেন। চামড়ার ঠিক নিচে মোটা মোটা ভেইনগুলো দেখতেও বেশ কদাকার মনে হয়। দীর্ঘদিন চিকিৎসা না করালে পায়ে আলসার বা ঘা হয়ে যেতে পারে, পায়ের স্নায়ু নষ্ট হয়ে গ্যাঙ্গরিন হ'তে পারে। অল্প আঘাতেই এসব শিরা থেকে রক্তপাত শুরু হবার সম্ভাবনাও খুব বেশী। প্রতিরক্ষা বাহিনী বা পুলিশ হিসাবে চাকরি করতে চাইলে ভেরিকোস ভেইন একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ওষুধ খেলে ভেরিকোস ভেইন ভাল হয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। অপারেশনই এর একমাত্র চিকিৎসা। কোমরের

নিচের অংশ অবশ করে এই অপারেশন করা হয়। স্ট্রিপার নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে ভাসকুলার সার্জনরা ওই ক্রটিযুক্ত শিরাটিকে তুলে নিয়ে আসনে। ভেরিকোস ভেইন অপারেশনের আগে অবশ্যই জেনে নিতে হবে রোগীর ঐ পায়ের গভীর শিরাটি ভাল আছে কি-না, অন্যথা এই অপারেশন করা যাবে না। এটা নির্ণয়ের জন্য রোগীকে অবশ্যই পায়ের ডুপ্লেক্স স্ক্যান পরীক্ষা করে নিতে হবে। ডিপ ভেইন ভাল না থাকা অবস্থায় এই অপারেশন করলে রোগীর পায়ের চরম ক্ষতি হবে। ভেরিকোস ভেইন অপারেশনের পর পায়ে ক্রেপ ব্যান্ডেজ পড়তে হয়। অল্প কিছু বিরাম নেয়া ছাড়া প্রথম ৭-৮ দিন এটা পরে থাকতে হয়। এরপর প্রায় মাস তিনেক সারাদিন পরে থাকতে হয় এবং বিশ্রাম নেবার সময় বা রাত্রে খুলে রাখা যায়।

হার্টের রোগীর জন্য কেশর খুবই উপকারী

কেশর বহু রোগের জন্য বেশ উপকারী খাদ্য। বিশেষ করে হার্টের রোগীদের জন্য এটা দারুণ উপকারী। মানসিক অবসাদ দূর করতেও এর জুড়ি নেই। বিরিয়ানিতে কেশর খাওয়ার বদলে অনায়াসে চায়ের সাথে এটি মিলিয়ে খাওয়া যেতে পারে। ক্যান্সার প্রতিরোধেও কেশরের ভূমিকা আছে বলে সম্প্রতি ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। তারা জানিয়েছেন, কেশরের মধ্যে আছে ক্রোসেটিন নামে একটি বিরল রাসায়নিক, যা মানব দেহে রক্তের কলেস্টেরল আর ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়। আর্থারাইটিস বা স্কোলিওরেসিসের রোগীদের ক্ষেত্রেও কেশর ভাল কাজ দেয়। দৃষ্টিশক্তিকে বাড়াতে কেশর খুব কাজ করে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ক্যান্সার শরীরের যে কোষে পচন আনে তার সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে লড়ে থাকে কেশরে থাকা ক্রোসেটিন এবং সমগোত্রীয় কিছু রাসায়নিক। এর মধ্যে রয়েছে স্যাফ্রানল আর পিক্রোক্রোসিন।

সবজি থেকে ডায়াবেটিসের মহৌষধ

প্রতিদিনের খাদ্য তালিকার সবজি থেকে ডায়াবেটিসের মহৌষধ আবিষ্কার করেছে ইউনিক হারবাল এন্ড রিসার্চ সেন্টার। করলা, লাউশাক ও জারুল পাতাসহ কয়েকটি সবজির মিশ্রন ঘটিয়ে তারা এ ওষুধ আবিষ্কার করেছে। প্রতিষ্ঠানটির দাবি এ পর্যন্ত দেশে আবিস্কৃত এটাই ডায়াবেটিসের সবচেয়ে কার্যকরী হারবাল ওষুধ। ইউনিক হারবালের চিকিৎসক ও গবেষকরা বলেছেন, যাদেরকে ডায়াবেটিসের কারণে ইনস্যুলিন নিতে হয় তাদের এই ওষুধ ৭ দিন খাওয়ার পর আর কখনো ইনস্যুলিন নিতে হবে না। নিয়মিত তিন মাস ওষুধ খেলে জীবনে আর কখনো ডায়াবেটিসের জন্য ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হবে না।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

ডাটা শাকের ওজন ৩০ থেকে ৩৫ কেজি

মংলায় নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডাটা, হলুদ আর সবজি চাষ করে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন চাষী সুলতান জমাদ্দার (৬০)। কোন কাজই যেন তাকে হার মানাতে পারে না। দিন-রাত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আর অবিরাম পরিশ্রম করে তিনি এখন স্বাবলম্বী হয়েছেন।

প্রচণ্ড লবণ পানির এলাকায় কোন প্রকার কৃষি বিভাগের সহায়তা ছাড়াই চাষী সুলতান একই জমিতে নানামুখী ফসল ফলাচ্ছেন। তার সংসারে তাই ফিরে এসেছে সচ্ছলতা। দীর্ঘ ২২ বছর ভাড়া বাড়িতে থেকে এখন মংলা পৌর এলাকায় এক খণ্ড বাড়ি কিনেছেন। মংলা শহরতলীর শাহাজালালপাড়ার বাসিন্দা সুলতান জমাদ্দার দীর্ঘ ২৪ বছর আগে মংলায় এসে জাহাজে শ্রমিকের কাজ করতেন। তবে বন্দরে জাহাজ আগমন হ্রাস পাওয়ায় তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে দারুণ অর্থ সংকটে পড়ে বিকল্প জীবিকায়নের সন্ধান করতে থাকেন। ২০০৫ সালে তিনি মাত্র ৫ বিঘা জমি বরগা নিয়ে শুরু করেন সবজি ও সাদা মাছের চাষ। প্রথমে কৃষিতে তেমন সাফল্য না পেলেও পরে নিজের প্রযুক্তি অনুযায়ী গোবর ও জৈব সার ব্যবহার করে ধীরে ধীরে সাফল্য পেতে শুরু করেন। চলতি বছর ও গত বছরে কৃষি ও মাছ চাষে সর্বাধিক সাফল্য আসে। এবছর তার জমিতে কাঠা প্রতি ১৬ মণ করে হলুদ ফলেছে। আবার একই জমিতে বেগুন, মরিচ, ঢেঁড়স, কফি, লাউ, পুঁই শাক ও ডাটা চাষ করে আরো সাফল্য পেয়েছেন। ৯ মাসে তার প্রতি ডাটা শাকের ওযন হয়েছে ৩০ থেকে ৩৫ কেজি।

কৃষক সুলতান জানান, তার উৎপাদিত ফসলে কীটনাশক তেমন ব্যবহারই করেন না। রাসায়নিক সারও ব্যবহার করেন সামান্য পরিমাণ। তবে গোবর সারই আর ভাল বীজই তার এ সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। কৃষির সাথে সাথে নালা কেটে মাছের চাষ করেও বেশ লাভবান হয়েছেন। চারিদিকে লোনা পানি থাকা সত্ত্বেও এ কৃষক তার নির্ধারিত জমিতে যাতে লোনা পানি উঠতে না পারে সেদিকে বেশ সজাগ। উচু বেড়ি বেঁধে তার থেকে রক্ষা করা হয়। তার পরও লবণ চুষে আসে। তাই এ লবণাক্ততা সহনীয় নিজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তিনি দিন দিন কৃষিতে সাফল্য এনেছেন। নিজস্ব লবণ এলাকায় উৎপাদিত সবজির ভাল ও মানসম্মত বীজ তিনি নিজে সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ করে পরের বছর আবার ফসল ফলাচ্ছেন। একারণে তার ক্ষেতে উৎপাদিত বিভিন্ন সবজি অনেক বেশী লবণ সহিষ্ণু বলে তিনি দাবী করেন। ঐ কৃষক আরো জানান, তিনি কৃষি বিভাগের কোন প্রকার সহায়তা পাননি। এমনকি সরকারী ও বেসরকারী কোন সংস্থার ঋণ বা কোন প্রকার আর্থিক সহায়তা পাননি। এতেও তার দুঃখ নেই। বাজারে তার উৎপাদিত ফসলের দামও বেশ ভাল পাচ্ছেন। তিনি বলেন, ক্রেতারা আগ্রহভরে তার ফসল কিনে নেয়।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

মুক্তির পথ

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

মোরা মুক্তির পথে ডাকি
ফেরদৌসের সিধা পথ
যেই দিকে গেছে চলি,
মোরা কল্যাণের পথে ডাকি।
ঘুনে ধরা সমাজের নাশিতে দুর্গতি
ভেঙ্গে দিতে সকল অনাচার দুর্নীতি,
শান্তির আশাতে স্বস্তির তালাশে
ছুটে চলে মন খুঁজে ফেরে আঁখি,
জাহিলিয়াতের আঁধারে অহি-র আলোকে
শান্তির সমাজ কায়েমে
মোরা সকল মানুষকে ডাকি।
দুনিয়ার মোহে পড়ে মন যার আঁকুপাকু
ভক্তির চোরাগলি লুটে তার সবটুকু।
তার তরে ছড়াই মোরা
কুরআন-সুন্নাহ্‌র বাণী
মোরা মুক্তির পথে ডাকি।
নির্ভেজাল তাওহীদের অকৃত্রিম বিশ্বাসে
অটুট ঈমানের দৃপ্ত নিঃশ্বাসে
হৃদয়ে অহি-র আলপনা আঁকি
মোরা মুক্তির পথে ডাকি।
মানি না মোরা বিজাতীয় মতবাদ
হ'লেও দণ্ড আসলেও অপঘাত।
মোরা তাক্বলীদে শাখছি খুঁচি
মোরা মুক্তির পথে ডাকি।
বেঁচে রব এই ভবে মোরা যতদিন
হব না কভু বাতিলের সাথে
রব সদা আপোষহীন।
সকলের তরে ছড়াব হক
প্রচারিব আল্লাহ্‌র দ্বীন।
আল-কুরআনের ছায়াতলে
ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে
আল্লাহ প্রদত্ত ঈমানী বলে
অহি-র নিশান উড্ডীন করি
মোরা মুক্তির পথে ডাকি॥

নারী মুক্তির ডাক

তামান্না বিনতে আব্দুল মতীন
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

তোমাকেই বলছি শোন...
হে মর্ডান জাহিলিয়াতে ভাসমান নারী!
কোথায় তোমার সেই ঈমান নামক তরবারি?
যার প্রহরায় রক্ষা করেছ নিজেকে ও জাতিকে
অবিচল থেকেছ বিপদ দূর্বিপাকে।
পণ্য সামগ্রীর মডেল হ'তে হয়েছ বিবস্ত্র
দেখছে তোমার নগ্ন শরীর পুরুষ সহস্র।
হচ্ছ তুমি ধর্ষিতা আজ অবৈধ প্রণয়িনী
আধুনিকতায় মিশে গিয়ে হচ্ছ বিপথগামী।
বখাটে তরুণের গার্লফ্রেন্ড হয়ে নিজেকে করেছ ম্লান
হারিয়েছ সব যা ছিল তোমার ঈমান ও সম্মান।
জাহিলিয়াতে হয়েছ তুমি দিনে দিনে পরিত্যক্ত
কুরআন-সুন্নাহ্‌ আঁকড়ে ধর তবেই হবে মুক্ত।
গিয়েছ কি ভুলে সুমাইয়ার (রাঃ) শহীদ হওয়ার কথা?
ভুলে গিয়েছ মহিলা ছাহাবীদের ঈমানী নির্মলতা?
প্রথম শহীদ তোমার মত এক নারীই যদি হয়
তবে কেন আজ তুমি এত পাপ-পঙ্কিলময়?
ছেড়ে দাও তুমি এ জীবনের শত শত পাপরাশী
হিম্মত নিয়ে সামনে চলো হয়ে দ্বীনের প্রেয়সী।
মারিয়াম, সারা, হাযেরার পথে সামনে এগিয়ে যাও
খাদীজা, ফাতিমা, আয়েশার মিছিলে নিজেকে বিলিয়ে দাও।
দেখবে তুমি হয়ে উঠেছ আলোকিত এক নারী
ফিরবে তোমার ঈমান নামক ধারালো সেই তরবারি।

***

জিহাদ

ডাঃ কাযী জীবন নাহার
দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল।

এসো মুসলিম ভাই-বোন সকল
আদর্শ জীবন গড়ে দেশকে করি সফল।
অন্যায়-অত্যাচার আর সইবো না
ভীরু-কাপুরুষ হয়ে মোরা রইবো না।
গড়তে প্রকৃত ইসলামী জীবন
পিছপা হব না কভু এই করি পণ।
ইহুদী-নাছারারা করছে মুসলিম দেশ গ্রাস
সারা বিশ্বে আজকে তাই যুলুম আর ত্রাস।
সকল ইসলামী দল হয়ে যাই ভাই ভাই
এসো জিহাদ করি এছাড়া রক্ষা নাই।
জিহাদ মানে জঙ্গী নয়, নয় বোমাবাজি,
অধর্ম-অনাচার রোধে চালাব প্রয়াস
তবেই মহান আল্লাহ হবেন রাযী।
আল্লাহ যদি রাযী থাকেন জীবনে মরণে
তবে কোন ভয় নাই দোজাহানে।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১। ইরাকের বাবেল শহরে।
২। ৪০ বছর বয়সে।
৩। সারা ও লূত (আঃ)।
৪। ক্যালেডীয়।
৫। মীনায়।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১। খেজুর ২। ইঁদুর ৩। হাডুডু
৪। চাঁদ ৫। দরজার খিল।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১। আরব ভূখণ্ডে অবস্থিত পৃথিবীর দুই পবিত্র স্থানের নাম কি?
২। বায়তুল মুক্বাদ্দাস বায়তুল্লাহর কত বছর পরে নির্মিত হয়?
৩। বায়তুল মুক্বাদ্দাস প্রথম কাদের হাতে নির্মিত হয়?
৪। বায়তুল মুক্বাদ্দাস দ্বিতীয়বার নির্মাণ করেন কে?
৫। বায়তুল মুক্বাদ্দাস পুনঃনির্মাণ করেন কে?

সংগ্রহে : *বযলুর রহমান*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। কোন দেশের মানুষের গড় আয়ু সবচেয়ে বেশী?
২। কোন দেশের মানুষের গড় আয়ু সবচেয়ে কম?
৩। বিশ্বের সর্বোচ্চ আয়ের দেশ কোনটি?
৪। বিশ্বের সর্বনিম্ন আয়ের দেশ কোনটি?
৫। বিশ্বের কোন অঞ্চলে জনসংখ্যা সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

সংগ্রহে : *ওবাইদুল্লাহ*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

শ্বেতপুর, বুধহাটা, সাতক্ষীরা ১৮ জানুয়ারী রোজ বুধবার : অদ্য বাদ আছর শ্বেতপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার পরিচালক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সদর উপযেলার সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর রহমান, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বুধহাটা এলাকার সভাপতি মাওলানা মীযানুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন বুধহাটা এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক ও অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা শফিউল আলম।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৯ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার সহ-পরিচালক মাওলানা সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সদর উপযেলার সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর রহমান ও অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা হাশেম আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম।

পুরাতন সাতক্ষীরা ২০ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর পুরাতন সাতক্ষীরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ইসরাঈলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পুরাতন সাতক্ষীরা এলাকার সভাপতি মুহাম্মাদ নাছীরুদ্দীন। পরিশেষে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পুরাতন সাতক্ষীরা সোনামণি বালক ও বালিকা শাখা গঠন করা হয়।

কুরআন-হাদীছ মূল

শরীফ মুহাম্মাদ জাহিদুল হাসান
ছোটশালঘর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

আমরা কচি আমরা ফুল
চলবো না সে পথে যেথায় ভুল,
আমরা ভাই ভাই
তাওহীদের গান গাই।
আমরা শিশু আমরা নবীন
আমরা রঙিন ফুল,
সবার কাছে জানিয়ে দেব
কুরআন-হাদীছ মূল।
***

ভয় নেই

মুহাম্মাদ সুলতান মাহমূদ
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

মহান আল্লাহ সহায় তোমার
কিসের কর ভয়,
বীর দর্পে এগিয়ে চল
তোমার হবে জয়।
মুসলিম হ'ল বীরের জাতি
হয়নি কখনো নত,
দ্বীন প্রচারে রক্ত দিয়েছে
প্রাণ দিয়েছে কত
বিশ্ব তোমার বিরোধী বলে
পিছাপা হবে না কভু,
মুমিন হ'লে তুমি বিজয়ী হবে
বলেছেন মহান প্রভু।
এগিয়ে চল ঈমান নিয়ে
তোমার হবে জয়,
আল্লাহ আছেন তোমার সাথে
নেই তোমার কোন ভয়।
***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

জার্মানির আদালতে ঐতিহাসিক রায়

বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল বাংলাদেশ ব্যবহার করতে পারবে

দীর্ঘ ৩৮ বছর পর বাংলাদেশ তার সমুদ্র সম্পদ আহরণে পূর্ণ অধিকার পেল। সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের (ইটলস) প্রধান কার্যালয়ে বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে ৫-টায় ট্রাইব্যুনালের প্রধান জোসে লুই জেসাস রায় পাঠ শুরু করেন। রাত প্রায় ৮-টার দিকে এই রায় শেষ করেন। বঙ্গোপসাগরের সীমানা নিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে বিরোধ ছিল ১৫১ পৃষ্ঠার এই রায়ে তা বাংলাদেশের পক্ষে যায়। ট্রাইব্যুনালের এই রায় চূড়ান্ত। এর বিপক্ষে আপিল করা চলবে না। এই রায়ের ফলে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের এক লাখ ১১ হাযার বর্গকিলোমিটার লাভ করল। বাংলাদেশের দাবী ছিল এক লাখ ৭ হাযার বর্গকিলোমিটার।

আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের রায় অনুযায়ী বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রসীমায় ইকোনমিক জোনে দুশ' (২০০) নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়া ২০০ নটিক্যাল মাইল ছাড়িয়ে মহীসোপানের বাইরের সামুদ্রিক সম্পদেও বাংলাদেশের নিরংকুশ ও সার্বভৌম অধিকার সুনিশ্চিত হ'ল। সমুদ্রসীমা নিয়ে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সালিশ নিষ্পত্তি করে এ রায় দেন জার্মানীর হামবুর্গের ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইবুনাল ফর দি ল অব দি সির (আইটিএলওএস) বিচারক হোসে লুই জেসাস।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর নিজেদের দাবির সপক্ষে ইটলসে মামলা করে বাংলাদেশ সরকার।

রাজউক ও সৈয়দপুরের লায়ন্স স্কুল অ্যাণ্ড কলেজে বোরকা নিষিদ্ধ

রাজধানীর রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গোলাম হোসেন সরকার ছাত্রীদের লম্বা বোরকা পরতে নিষেধ করেছেন। তিনি গত ২৮ ফেব্রুয়ারী সকালে ছাত্রীদের ডেকে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, বোরকা ছাড়াই রাজউকে ক্লাস করতে হবে। তা না হ'লে তাদের কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেয়া হবে না। সেজন্য কলেজ গার্ডদের ডেকে নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ। তিনি লম্বা বোরকাকে 'অড' বা দৃষ্টিকটূ হিসাবেও উল্লেখ করেন।

এদিকে রাজধানীর পর এবার নীলফামারী যেলার সৈয়দপুরের অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লায়ন্স স্কুল এণ্ড কলেজে বোরকা ও হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, বোরকা পরলে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে ও বিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। জানা গেছে, গত ২৯ ফেব্রুয়ারী ঐ বিদ্যালয়ে জাতীয় সংগীত চলাকালে কর্তৃপক্ষ উপস্থিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মৌখিকভাবে জানিয়ে দেয়, পরদিন থেকে স্কুলে আসতে হ'লে বোরকা বা হিজাব পরা চলবে না। এরপরও কেউ তা পরলে তাকে অন্যত্র চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। পরদিন কিছু শিক্ষার্থী বোরকা ও হিজাব পরে স্কুলে গেলে তাদের বোরকা ও হিজাব ক্লাসে গিয়ে খুলে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়। তারপরও অনেকে বোরকা খুলতে অস্বীকৃতি জানালে ক্লাসে অবমাননাকর মন্তব্য করা হয়। এরপরও কোন ছাত্রী বোরকা ও হিজাব পরে গেলে তাদের জাতীয় সঙ্গীতের সময় সবার সামনে তা খুলতে বাধ্য করা হয়। এ বিষয়ে অধ্যক্ষসহ কর্তৃপক্ষ জানায়, বর্তমানে যেভাবে বোরকার ব্যবহার বেড়ে গেছে তাতে এটা স্কুল না মাদরাসা সে পার্থক্য থাকছে না। এতই যদি পর্দা করার ইচ্ছা থাকে তাহলে মাদরাসায় যান। এখানে পড়ার দরকার নেই।

[মনে হচ্ছে এগুলি বিদেশী কোন খবর। ঐ দুই স্কুলের কর্তৃপক্ষের উপর আল্লাহ্র গযব কামনা করছি (স.স.)]

দিনাজপুরের খানসামায় লৌহদ্বীপের সন্ধান

কয়লাসমৃদ্ধ দিনাজপুরে এবার সন্ধান মিলেছে 'লৌহদ্বীপে'র। যেলার খানসামা উপযেলার আগ্রা গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আত্রাই নদীর একাংশে এ দ্বীপের অবস্থান। নদীর মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপের কালো ও কঠিন শিলা সংগ্রহ করে পরীক্ষার পর বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ওগুলো আসলে লোহা। এলাকার অশীতিপর একামুদ্দীন বলেন, নদীর মাঝে উত্তর দিকে প্রায় ১৫ ফুট উঁচু শক্ত পাহাড়। ৪০-৫০ বছর আগে ঐ দ্বীপটির দক্ষিণে আরো কয়েকটি দ্বীপ জেগে উঠেছে। দ্বীপ থেকে সংগ্রহ করা কয়েকটি শিলাখণ্ড পরীক্ষার জন্য স্থানীয় হাজী মুহাম্মাদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগে দেওয়া হয়। গত ২৯ ফেব্রুয়ারী ঐ বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মাদ শাহাদাত হোসেন খান বলেন, প্রাথমিক পরীক্ষায় শিলাখণ্ডে যেসব উপাদান পাওয়া গেছে, তাতে নিশ্চিত যে ওগুলো লোহা। আত্রাই নদীর দ্বীপটি দেশে প্রথম আবিষ্কৃত লোহার খনি হ'তে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অভাবের তাড়নায় বৃদ্ধার আত্মহত্যা

হবিগঞ্জ যেলার নবীগঞ্জ উপযেলার পানিউমদা ইউনিয়নের তেতৈইয়া গ্রামে গত ২১ ফেব্রুয়ারী গভীর রাতে অভাবের তাড়নায় বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে আগুন বিবি (৬০) নামে এক বৃদ্ধা। বিধবা ঐ মহিলার লাশ পরদিন দুপুরে নিজ গ্রামে দাফন করা হয়। জানা গেছে, আগুন বিবির এক ছেলে সন্তান রয়েছে। সে তার মাকে ভরণ-পোষণ করতো না। ফলে ঐ মহিলা এলাকার মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে জীবন চালিয়ে আসছিল। অবশেষে অভাবের তাড়না সহ্য করতে না পেরে ২১ ফেব্রুয়ারী গভীর রাতে সে বিষপান করে আত্মহত্যা করে।

[মায়ের পায়ের তলায় সন্তানের জান্নাত একথা কি ছেলে জানত? (স.স.)]

উচ্চ আদালতে মামলা জট; বিড়ম্বনায় বিচারপ্রার্থীরা

উচ্চ আদালত মামলা জটের কবলে পড়েছে। সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা এখন ১২ হাযার। একটি মাত্র বেঞ্চ বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এত মামলা একটি মাত্র বেঞ্চের পক্ষে নিষ্পত্তি করা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রতিদিনের যে কার্যতালিকা তৈরী হয়, অনেক সময় সেই কার্যতালিকাভুক্ত সব মামলার শুনানি শেষ করা সম্ভব হয় না। এ নিয়ে বিচারপ্রার্থীদের নানা বিড়ম্বনার শিকার হ'তে হয়। শুধু আপিল বিভাগেই নয়, হাইকোর্ট বিভাগেও বিপুলসংখ্যক মামলা বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে। হাইকোর্ট বিভাগে এখন ২ লাখ ৭৯ হাযার মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

[আদালতে ন্যায় বিচার না থাকাতেই দেশে ব্যাপক দুর্নীতির প্রসার ঘটছে (স.স)]

বিসমিল্লাহ ও আল্লাহ্র শক্তি নিয়ে পরিকল্পনা সচিবের কটাক্ষ

ইউনিসেফের বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি রিপোর্ট প্রকাশনা উৎসবে গত ২৯ ফেব্রুয়ারী পরিকল্পনা সচিব ভূঁইয়া শফিকুল ইসলাম বিসমিল্লাহ ও

আল্লাহ্র শক্তি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেছেন, বস্তির শিশুরা গ্রামের দরিদ্র মানুষ এবং জন্ম-মৃত্যুর নায়ক বিধাতা। তিনি কেন বস্তিতে এত শিশু জন্ম দিতে চান তা আমি বুঝি না। তিনি আরো বলেছেন, বিসমিল্লাহ বললে কি হয়। প্রার্থনা দিয়ে কিছু হয় না। কেননা ফিলিস্তীন মুক্ত করার জন্য মক্কায় যে প্রার্থনা হয় তারপরও ফিলিস্তীন মুক্ত হয়নি।

[কুরআন পড়ে না বুঝার কারণে বহুলোক পথভ্রষ্ট হয়, মূর্খ এই সচিব তার বড় প্রমাণ (স.স.)]

দেশকে রাযাকার-আলবদর মুক্ত করতে হবে

-হাইকোর্ট

রাজাকার, স্বাধীনতা বিরোধীদের বাংলাদেশে থাকার কোন অধিকার নেই। ত্রিশ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। এদেশকে রাজাকার-আলবদর মুক্ত করতে হবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদ মিনার ভেঙ্গে পুকুরে ফেলে দেয়ার ঘটনায় ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপযেলার এক মাদরাসার অধ্যক্ষ আবু তালেব আদালতে হাজির হওয়ার পর শুনানিতে হাইকোর্ট এসব কথা বলেন। এদিকে শহীদ মিনার ভেঙ্গে পুকুরে ফেলে দেয়ার ঘটনায় অধ্যক্ষকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

[অধ্যক্ষ এটি অস্বীকার করেছেন। (বিচারপতি যেন রাজনৈতিক নেতা (স.স.)]

সীমান্তে আরও ১৬৭ পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া দিতে চায় ভারত

সীমান্তে ১৬৭টি জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে ভারত। গত মন্ত্রীসভার বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন এসব কথা জানান। গত ২৪ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠক সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রীসভাকে অবহিত করেন। সীমান্তে ১৬৭টি জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া দেয়া প্রসঙ্গে ভারতকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে আগে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে, এবারও তা-ই করা হবে। ভারত সীমান্তে পিলার স্থাপনেরও প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশকে।

[বাংলাদেশ এখন কাঁটা তারের বেড়া ঘেরা জেলখানা বৈ-কি! (স.স.)]

ভারতের কূটনীতি হচ্ছে পূজার পরই বিসর্জন

-গণতান্ত্রিক দল

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক দলের প্রেসিডেন্ট নাযিম হাবীবুয্যামান গত ১৯ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনী কর্ণেল ফারুকের আদালতে দেয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী ছিল ভারতের ইস্টার্ণ কমান্ডের হেড কোয়ার্টার দুর্গ ইউলিয়াম থেকে ঐ হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ প্রাপ্তিতে তিন ঘণ্টা দেরী হয়েছিল বলেই হত্যাকাণ্ড বাস্তবায়নে তিন ঘণ্টা দেরী হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৮ আগষ্ট ভারতের রাষ্ট্রদূত মি. সমর সেন বঙ্গভবনে গিয়ে খন্দকার মোস্তাক আহমাদ-এর সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল করমর্দন-এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার-পরিজনদের হত্যাকারীদের কর্মকাণ্ডকে ভারত সরকারের সমর্থন ব্যক্ত করেছিল। ভারতের এরূপ কূটনীতিই ছিল ১৯৭৫ পরবর্তী প্রতিটি সরকারের উত্থান-পতনের নেপথ্যে। তিনি বলেন, ভারতের কূটনীতি হচ্ছে পূজার পরেই বিসর্জন। বঙ্গবন্ধুর হত্যার বেলায় যা হয়েছিল।

বিদেশ

পুরনো বাইবেলে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনী বার্তা

হযরত ঈসা (আঃ) বা যিশুখৃষ্ট কর্তৃক হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত বাইবেলের একটি প্রাচীন সংস্করণ তুরস্কে পাওয়া গেছে। ১৫০০ বছরের পুরনো এ বাইবেল গত ১২ বছর ধরে গুপ্ত অবস্থায় ছিল। অনেকেই মনে করেন, এই বাইবেলই নির্ভরযোগ্য প্রাচীন ইঞ্জীল শরীফ, যা 'বার্ণাবাসের বাইবেল' নামে খ্যাত। এক কোটি ৪০ লাখ ব্রিটিশ পাউণ্ড মূল্যের এ বাইবেল স্বর্ণাক্ষরে এবং ঈসা (আঃ)-এর নিজ ভাষা তথা আরামীয় ভাষায় লিখিত। তুরস্কের পুলিশ ২০০০ সালে চোরাচালান দমনের এক অভিযানে পশুর মোটা চামড়ায় লেখা এবং চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা এ বাইবেলটি উদ্ধার করে। ২০১০ সালের আগ পর্যন্ত বইটি কড়া প্রহরার মধ্যে গোপন রাখা হয় এবং এরপর আঙ্কারার প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে হস্তান্তর করা হয়। হস্তলিখিত বইটির একটি পৃষ্ঠার ফটোকপির দাম ১৫ লাখ ব্রিটিশ পাউণ্ড বলে মনে করা হচ্ছে। তুরস্কের সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী এর্তুগরোল গুনায় বলেছেন, প্রাচীন এই বাইবেল ইঞ্জীল শরীফের নির্ভরযোগ্য সংস্করণ হ'তে পারে এবং হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এ বাইবেলের মিল থাকায় তা হয়তো খৃষ্টান গির্জার রোষাণলে পতিত হয়েছিল। ইসলাম ধর্ম ও গসপেলে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী ঈসা (আঃ) একজন মানুষ, ঈশ্বর নন। গসপেলের একটি সংস্করণ মতে, তিনি তার একজন যাজককে বলেন, মসীহকে কি নামে সম্বোধন করা হবে জান? তাঁর সম্মানিত নাম হবে মুহাম্মাদ'।

খুন না করেও যাবজ্জীবন দণ্ড ভোগ করছে আমেরিকার কারাবন্দীরা

যুক্তরাষ্ট্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্তদের মধ্যে ২৫৭০ জন রয়েছে যুবক। এরা যখন অপরাধ করেছে তখন তাদের বয়স ছিল ১৮ বছরের কম অর্থাৎ কিশোর অপরাধী। এর মধ্যে ৩০১ জন রয়েছে ক্যালিফোর্ণিয়ার কারাগারে। এদের খুনের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। আদালত এদের যামিনে মুক্তি দিতে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাদের কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠেই কাটাতে হবে। মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচে'র গবেষণামতে ক্যালিফোর্ণিয়ায় বন্দীদের অর্ধেকই প্রকৃত অর্থে খুনী নয়।

মহাকাশ স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ কোড সমেত নাসার ল্যাপটপ উধাও

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের (নাসা) একটি ল্যাপটপ চুরি গেছে, যার মধ্যে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন নিয়ন্ত্রণের কমান্ড কোড ছিল। তবে কারা এ কাজ করেছে তা নিশ্চিত করা যায়নি। অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসহ ল্যাপটপ চুরি যাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসার মহাপরিদর্শক পল কে মার্টিন। তিনি বলেছেন, নাসার মোবাইল ফোন, ল্যাপটপসহ বহনযোগ্য ৪৮টি ডিভাইস হারিয়ে গেছে অথবা চুরি গেছে। এই চুরির ঘটনা ২০১১ সালের এপ্রিল থেকে ২০০৯ সালের এপ্রিলের মধ্যে ঘটে থাকতে পারে। এর মধ্যে গত বছর এনক্রিপট না করা একটি ল্যাপটপ চুরি গেছে, যার মধ্যে মহাকাশ স্টেশন নিয়ন্ত্রণের কমান্ড কোড লেখা রয়েছে। এটি চুরি গেছে ২০১১ সালের মার্চে।

মৃত্যুর ৪৮ বছর পর মহাত্মা গান্ধীকে খৃষ্টান করা হ'ল

মৃত্যুর ৪৮ বছর পর মহাত্মা গান্ধীকে খৃষ্টান বানানোর উদ্দেশ্যে আমেরিকার এক চার্চে তাকে দীক্ষিত করার দাবী জানানো হয়েছে। আমেরিকার এক গবেষক হেলন রেডকে দাবী করেছেন, আমেরিকার সল্ট লেক সিটিস্থিত চার্চ অফ জেসস ক্রাইস্ট অফ ল্যাটর ডে সেন্টস ১৯৯৬ সালের ২৭ মার্চ গান্ধীজির দীক্ষাকরণ করিয়েছিল এবং সাও পাওলো ব্রাজিল টেম্পলে ২০০৭ সালের ১৭ নভেম্বর তার পুষ্টিকরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

আমেরিকার এই চার্চ অফ জেসস ক্রাইস্ট অফ ল্যাটর ডে সেন্টস 'মোরমন চার্চ' নামে খ্যাত। যেসব চার্চ আমেরিকায় খুব দ্রুত প্রসার লাভ করেছে তাদের মধ্যে এটিও একটি।

বিশ্বে অস্ত্র কেনা ও সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ছেই

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিপ্রি) প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে ২০০৯ সালের চেয়ে ২০১০ সালে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির হার বেড়েছে এক শতাংশ। ২০১০ সালে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের কাজে খরচ হয়েছে ৪১১ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু ২০০৯ সালে এই খাতে খরচ বৃদ্ধির হার ছিল সাত শতাংশ এবং এর মোট পরিমাণ ছিল ৪০৬ বিলিয়ন ডলার। অস্ত্র উৎপাদনে শীর্ষে থাকা ১৮০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪টিই আমেরিকাভিত্তিক। আর ৩০টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলের দেশগুলোতে। সবার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে আমেরিকান প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিন। তারা অস্ত্র বিক্রি করেছে ৩৫.৭ বিলিয়ন ডলারের। দ্বিতীয় স্থানে যুক্তরাজ্যের বিএই সিস্টেমস। আর তৃতীয় স্থানে আমেরিকান সংস্থা বোয়িং।

[গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বঘোষিত বিশ্ব মোড়লরাই এসব মানব বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরী ও বিক্রি করছে (স.স.)]

যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদের সংখ্যা ২১০৬টি

১২ বছরের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদের সংখ্যা ৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সালে মসজিদ ছিল ১২০৯টি। এখন সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১০৬টি। 'দ্য আমেরিকান মস্ক-২০১১: বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক অব দ্য আমেরিকান মস্ক, এটিটিউড অব মস্ক লিডার' শিরোনামে এ গবেষণা জরিপে অংশ নেন মসজিদের ইমাম, মসজিদ কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং বোর্ড মেম্বাররা। গবেষণা জরিপ থেকে জানা যায়, সবচেয়ে বেশী মসজিদ রয়েছে নিউইয়র্কে। এ সংখ্যা ২৫৭ এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মসজিদ রয়েছে ক্যালিফোর্ণিয়ায় ২৪৫টি। টেক্সাসে মসজিদ রয়েছে ১৬১ এবং ফ্লোরিডায় ১১৮। বড় মসজিদগুলোতে বার্ষিক গড়ে ১৫ জন করে মুসলিম হচ্ছেন। মোট মুছল্লীর সংখ্যা ২৬ লাখ।

[ইসলামের বিরুদ্ধে যত বেশী শত্রুতা করা হবে, ততই মুসলমানের সংখ্যা বাড়বে। এটি সত্যের তেজ। একে ঠেকানোর ক্ষমতা মানুষের নেই (স.স.)]

বিশ্বের ৪ শতাংশ বিলিয়নিয়ার ভারতীয় নাগরিক

বিশ্বে বিলিয়নিয়ারদের ৪ শতাংশ ভারতীয় নাগরিক। 'ফোর্বস' ম্যাগাজিনের বার্ষিক তালিকায় বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে ওয়ারেন বাফেট ও বিল গেটসের পাশাপাশি রয়েছেন ভারতের আম্বানী ভ্রাতৃদ্বয়, আযীম প্রেমজি ও এন আর নারায়ণমূর্তি। ফোর্বস-এর ১২২৬ বিলিয়নিয়ারের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন মেক্সিকোর টেলিকম সম্রাট ৭২ বছর বয়সী কার্লোস স্লিম। তার নীট সম্পদের পরিমাণ ৬ হাযার ৯শ' কোটি ডলার। তালিকায় ভারত থেকে ৪৮ জন বিলিয়নিয়ারের নাম রয়েছে।

[জি হ্যাঁ! যেদেশের শথকরা ৭৭ জন নাগরিক দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে, সেই তথাকথিত বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশেই এগুলি সম্ভব, কেননা সূদের নামে মানুষের রক্ত অবাধে শোষণ করাটাও ধনীদের একচেটিয়া মানবাধিকার। তাছাড়া রাজনীতিকদের নির্বাচনী ব্যয় তো এই জোঁকেরাই বহন করে (স.স.)]

ব্রিটেনের ৫০ শতাংশের বেশী কৃষ্ণাঙ্গ তরুণই বেকার

দৈনিক 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার এক খবরে বলা হয়েছে, গত বছর ৫৫ দশমিক ৯ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ বেকার থাকলেও শ্বেতাঙ্গ তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার ছিল মাত্র ২৩ দশমিক ৯ শতাংশ। ২০০৬ থেকে ২০১১ সালের পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে ব্রিটেনের জাতীয় পরিসংখ্যান দফতর এবং তাতে দেখা গেছে ২০০৮ সালে দেশটিতে ১৭ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ তরুণ বেকার থাকলেও একই সময়ে কৃষ্ণাঙ্গ তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার ছিল ২৮ দশমিক ৮ শতাংশ।

[বিশ্ব শোষক ব্রিটেন এখন নিজেদের পাতানো সূদী অর্থনীতির ফাঁদে আটকে গেছে। বাঁচতে গেলে দ্রুত ইসলামী অর্থনীতি গ্রহণ করতে হবে (স.স.)]

ব্রিটেনে ৮০ ভাগ ধর্ষিতা নারী মুখ খোলে না

৮০ ভাগেরও বেশী ব্রিটিশ নারী ধর্ষিত অথবা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর পুলিশের কাছে রিপোর্ট বা কারো সঙ্গে শেয়ার করেন না। 'মামনেট' নামক এক ওয়েবসাইটের সাম্প্রতিক এক জরিপ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে, এক হাযার ৬০০ মহিলার মধ্যে ১০ ভাগই কোন না কোন সময় ধর্ষিত এবং ৩৫ ভাগই শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। প্রায় ৩৫ ভাগ মহিলাই একাধিকবার ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং তারা তাদের ওপর হামলাকারীদের চেনেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ৮২ ভাগই পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেননি। ২৯ ভাগই তাদের বন্ধু অথবা পরিবারের কাছে জানাননি কি ঘটেছে।

<u>সততার দৃষ্টান্ত</u>

সাড়ে তিন কোটি টাকার স্বর্ণালংকার ফেরত দিল থাই ট্যাক্সি ড্রাইভার

থাইল্যান্ডের এক ট্যাক্সিচালক তার ট্যাক্সিতে ফেলে যাওয়া ৮.২ কেজি ওযনের স্বর্ণালংকার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে সততার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ফিরিয়ে দেয়া স্বর্ণালংকারগুলোর মূল্য প্রায় ৪ লাখ ১০ হাযার মার্কিন ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা। ব্যাংককের ৫৬ বছর বয়সী ট্যাক্সিচালক সাক্সরি জানান, যোগাযোগের জন্য ফোন বা মোবাইল নম্বর না থাকায় তিনি মালিকের খোঁজে দু'দিন ধরে ট্যাক্সি চালিয়ে গোটা ব্যাংকক চষে বেড়ান। এরপর কমিউনিটি রেডিওতে স্বর্ণালংকারের দোকান মালিক ইকেরাত কানোকাওয়াত্তানা (৬০) পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন বলে খবর প্রচার এবং স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় স্বর্ণালংকার খোয়া যাওয়ার ঘটনা শিরোনাম হওয়ার পর তিনি কমিউনিটি রেডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে মালিকের কাছে সেগুলো হস্তান্তর করেন। স্বর্ণালংকার ফিরে পেয়ে মালিক ট্যাক্সিচালককে ৬ হাযার ৪শ' মার্কিন ডলার মূল্যের স্বর্ণ পুরস্কার দেন।

মুসলিম জাহান

সঊদী আরবকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র করছে যুক্তরাষ্ট্র

মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমা স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় সঊদী সরকারের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে মার্কিন প্রশাসন। মার্কিন প্রশাসন মনে করে, মধ্যপ্রাচ্যের চলমান ঘটনা প্রবাহে পশ্চিমা স্বার্থ রক্ষা করতে সঊদী সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে কাতার সঊদী আরবের চেয়ে অনেক বেশী দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। ফলে মার্কিন প্রশাসন এখন রিয়াদের চেয়ে দোহাকেই বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। 'আন-নাখীল' পত্রিকার এই খবরে আরো বলা হয়েছে, মার্কিন প্রশাসন সঊদী আরবকে বিভক্ত করার নীলনকশা তৈরী করেছে। পাশ্চাত্যের এই নীলনকশা অনুযায়ী বর্তমান বাদশাহ আব্দুল্লাহ্র মৃত্যুর পর সঊদী আরবের ক্ষমতাসীন রাজপরিবার ক্ষমতা হারাতে পারে। এরই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাঈলের সঙ্গে কাতারের আমীর শেখ হামাদ বিন খলীফা আলে ছানির অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতাকে রিয়াদ ভাল চোখে দেখছে না।

['বিভক্ত কর ও শাসন কর' চিরাচরিত এই পাশ্চাত্য রীতির আধুনিক রাজনৈতিক সংজ্ঞার নাম হ'ল নির্বাচনী গণতন্ত্র। এই অস্ত্র ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারলেই সঊদী আরবের ঐক্য ভেঙ্গে দেওয়া যাবে। মুসলিম দেশগুলি ইহুদী-নাছারাদের উপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে নিজেদের ইসলামী আদর্শের উপর দৃঢ় থাকতে পারলে তাদের ঐক্য ও শক্তি দু'টিই অটুট থাকবে ইনশাআল্লাহ (স.স.)]

বিশ্বে সবচেয়ে ধনী দেশ কাতার

আমেরিকার বিখ্যাত ম্যাগাজিন 'ফোর্বস' পরিচালিত জরিপে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশের মর্যাদা লাভ করেছে কাতার। বিশ্বের ১৮২টি দেশে সমীক্ষা চালিয়ে এ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তৈল ভাণ্ডার আর প্রাকৃতিক গ্যাসের বদৌলতেই কাতারের ভাগ্যে এ সম্মান জুটল। দেশের লোকের ক্রয়ক্ষমতা, জিডিপি, মাথাপিছু আয় এসব বিষয়ের উপর চুলচেরা বিশ্লেষণের আলোকে এ তালিকা তৈরী করেছে ফোর্বস। উল্লেখ্য, কাতারের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ লাখ।

আফগানিস্তানে কুরআন মাজীদ পুড়িয়েছে মার্কিন সেনারা

গত ২০ ফেব্রুয়ারী আফগানিস্তানের বাগরাম বিমান ঘাঁটিতে মার্কিন সেনারা পবিত্র কুরআন পুড়িয়েছে। ঘাঁটিতে কর্মরত শ্রমিকরা কুরআন পোড়ানোর ঘটনা দেখেছেন। এ নিয়ে সারা বিশ্বে তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ হয়েছে। এদিকে আফগানিস্তানে কুরআন পোড়ানোর জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে দায়ী করে হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) অভিযোগ করা হয়েছে। মিসরের আইনজীবি হোসেন আলী আস-সাইয়িদ ঐ অভিযোগ করেছেন।

[ধন্যবাদ মিসরীয় আইনজীবীকে (স.স.)]

পাকিস্তানে পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম স্বল্পপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা

পাকিস্তান পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র বহনে সক্ষম স্বল্পপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা করেছে। পাকিস্তানের সরকারী সূত্র গত ৫ মার্চ এ খবর জানায়। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়, সঠিক লক্ষ্যে আঘাত হানতে সক্ষম ১৮০ কিলোমিটার পাল্লার হাতফ-২ ক্ষেপণাস্ত্রটি পরমাণু এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রচলিত অস্ত্র বহন করতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি দেশ যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তান ১৯৯৮ সালে পরমাণু অস্ত্র ক্ষমতাধর হওয়ার পর থেকে প্রায় নিয়মিতভাবে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করে আসছে। দেশটির স্বল্প, মাঝারি ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

অতিরিক্ত টুইটে স্বাস্থ্যহানি

ঘণ্টার পর ঘণ্টা টুইটারে সময় কাটানো 'অস্বাস্থ্যকর' বলে সতর্ক করেছেন সাইটটির সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিজ স্টোন। তিনি বলেন, ব্যবহারকারীরা কোনো তথ্যের জন্য সাইটে ঢুকবে। কিন্তু তথ্যটি পেয়ে যাওয়ার পর তাদের সেখান থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। কানাডার 'বোর্ড অব ট্রেড অব মেট্রোপলিটান মনট্রিল' আয়োজিত এক ব্যবসায়িক সম্মেলনে গত ২২ ফেব্রুয়ারী এসব কথা বলেন তিনি। স্টোন বলেন, একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা টুইটার ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

সানগ্লাসের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি

মোবাইলফোন থেকে শুরু করে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধাসম্পন্ন সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সানগ্লাস তৈরী করেছে গুগল। বাহারি রঙের তৈরী সানগ্লাসের এই স্ক্রিন নিয়ন্ত্রণ করা হবে একটি মাউসের সাহায্যে। তবে এই মাউসটি হাত দিয়ে ব্যবহার করতে হবে না। এটি সানগ্লাসের সঙ্গে এমনভাবে সেট করা হবে যাতে মস্তিষ্কের সাহায্যেই মাউসটি চালানো যায়। এটি স্মার্টফোনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। ফলে বাড়তি মোবাইলের দরকার হবে না। এছাড়া কারো সঙ্গে কথা বলার সময় চাইলে এই চশমার উপরের নির্দেশনা স্থির করেও রাখা যাবে। একইভাবে প্রতিদিনের কর্মকাণ্ড চশমায় সেভ করে রেখে সময়মতো শুধু সেটি দেখে নিলেই চলবে। মূলতঃ সানগ্লাসের সঙ্গে যুক্ত কম্পিউটার ইন্টারফেসের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ করা হবে এর পুরো সফটওয়্যার।

ওযন বাড়ে ডায়েট কোমল পানীয়তে

গবেষকরা সোডা মেশানো ডায়েট পানীয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকির প্রমাণ পেয়েছেন। এর ক্ষতিকর প্রভাবে হৃদরোগ, স্ট্রোক কিংবা কিডনিতে সমস্যা হ'তে পারে। এছাড়া ওযন বৃদ্ধি এবং নারীদের ক্ষেত্রে অপরিণত শিশু জন্মদানের আশংকাও বেড়ে যায়। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত সোডাযুক্ত পানীয় খাচ্ছেন এমন কেউ যদি একদিন পানীয় না খান তবে তার ওযন ২৬ আউন্স কমে যায়। আসক্তির কারণ হিসাবে সোডাযুক্ত কোলায় ক্যাফেইনকে দায়ী করা হচ্ছে। আট আউন্স থেকে ৪৭ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকে।

কম পরিশ্রমে স্থূলতা বাড়ে

যারা শারীরিক পরিশ্রম না করে শুধু শুয়ে-বসে সময় কাটায়, তাদের জিনগত স্থূলতা বৃদ্ধির আশংকা রয়েছে। কিন্তু দৈনিক অল্প সময় হাঁটলে এ আশংকা অর্ধেকে নেমে আসে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, দৈনিক এক ঘণ্টা করে হাঁটলে মোটা হবার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ৭ হাযার ৭৪০ জন নারী ও ৪ হাযার ৫৬৪ জন পুরুষের ওপর জরিপ চালিয়ে এ তথ্য পাওয়া গেছে। গবেষকরা দুই বছর ধরে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও টেলিভিশন দেখার অভ্যাস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। উল্লেখ্য, মার্কিনীরা গড়ে প্রতিদিন চার থেকে ছয় ঘণ্টা টেলিভিশন দেখে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী ইজতেমা ২০১২

রাজশাহী ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দু'দিন ব্যাপী ২২তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে গত ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারী রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এবারের তাবলীগী ইজতেমায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লাখো কর্মী ও সুধীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ইজতেমাকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

এবারের তাবলীগী ইজতেমায় উপস্থিতি সংখ্যা ছিল বিগত বছরগুলোর তুলনায় অনেক বেশী। ফলে প্যাণ্ডেল উপচে খোলা আকাশের নীচে বসে বক্তব্য শুনতে হয়েছে হাযার হাযার শ্রোতাকে। মহিলা প্যাণ্ডেলের অবস্থাও ছিল একই রকম। গত বছরের দ্বিগুণ আকৃতির প্যাণ্ডেলেও মহিলাদের স্থান সংকুলান হয়নি। এবারও মূল প্যাণ্ডেল থেকে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার দূরে 'মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা' ময়দানে মহিলা প্যাণ্ডেল করা হয় এবং প্রজেক্টরের মাধ্যমে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্ব ও দুনিয়াবী হিসাব-নিকাশ ভুলে দু'দিনের জন্য হ'লেও মানুষ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল ইজতেমা ময়দানে এসে। মানুষ পরকালীন মুক্তির পথ খুঁজতে ছুটে আসে এখানে বছরে একবার বিপুল আবেগ ও আকাংখা নিয়ে।

এবারের ইজতেমায় বিভিন্ন যেলা থেকে হাযার হাযার কর্মী ও সুধী রিজার্ভ বাস ও অন্যান্য যানবাহনে করে যোগদান করেন। এর মধ্যে বগুড়া হ'তে ৫৫টি, সাতক্ষীরা ৫০টি, মেহেরপুর ১৫টি, কুষ্টিয়া-পশ্চিম ১২টি, ঢাকা ১০টি, কুমিল্লা ৯টি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৯টি, গাইবান্ধা-পশ্চিম ৮টি, নরসিংদী ৮টি, পাবনা ৮টি, নাটোর ৭টি, দিনাজপুর-পশ্চিম ৬টি, সিরাজগঞ্জ ৫টি, যশোর ৩টি, নওগাঁ ৩টি বাস ও ৩টি মাইক্রো, খুলনা ৩টি, বাগেরহাট ৩টি, রংপুর ৩টি, দিনাজপুর-পূর্ব ২টি, ঝিনাইদহ ২টি, কুষ্টিয়া-পূর্ব ২টি, জামালপুর-দক্ষিণ ২টি, টাঙ্গাইল ২টি, জয়পুরহাট ২টি, কুড়িগ্রাম-উত্তর ১টি, লালমণিরহাট ১টি, নীলফামারী ১টি, জামালপুর-উত্তর ১টি বাস ও ১টি পিকআপ, পঞ্চগড় ১টি, ফরিদপুর (আটরশি)-১টি, লাকসাম ১টি এবং কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ হ'তে ২টি মাইক্রো বাস সহ মোট ২৩৮টি রিজার্ভ বাস, ৬টি মাইক্রো, ১টি পিকআপ যোগে এবং রাজশাহী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক সুধী পাজেরো, প্রাইভেট কার, ভটভটি, ভ্যান, ইজিবাইক মোটর সাইকেল ও বাই সাইকেল যোগে ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া রাজধানী ঢাকা থেকে এবারই প্রথম রিজার্ভ বগি সহ দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক সুধী ট্রেন যোগে ইজতেমায় যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত সাতক্ষীরা থেকে বাইসাইকেল যোগে তাবলীগী ইজতেমার ছোট ফ্ল্যাগ লাগিয়ে তিনদিন পথ চলে ইজতেমার আগের দিন মারকাযে পৌঁছে যান কাওনডাঙ্গার যয়নুল আবেদীন (৬৫) ও গড়েরডাঙ্গার আব্দুল বারী (৫০)।

১ম দিন বাদ আছর (৪-১৫ মিঃ) মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে অর্থসহ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন তাবলীগী ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ।

উদ্বোধনী ভাষণ :

উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে পথহারা মানুষকে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে পথের দিশা দিয়েছেন। অবশেষে মানবকুল শ্রেষ্ঠ ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রচার মিশনের সর্বশেষ দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! আপনার নিকটে যা নাযিল করা হয়েছে, তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। আর যদি তা না করেন, তাহ'লে আপনি রিসালাত পৌঁছে দিলেন না' *(মায়েদাহ ৬৭)*। অর্থাৎ আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করলেন না। আমীরে জামা'আত বলেন, প্রচারের মাধ্যমেই দ্বীন টিকে থাকে এবং মানুষের মাঝে তা প্রসারিত হয়। আজকের এই তাবলীগী ইজতেমা জনগণের নিকট সঠিক দ্বীন পৌঁছে দেওয়ার একটি প্রধান মাধ্যম। তিনি বলেন, দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় ৩২ জন বক্তা পূর্ব নির্ধারিত ৩২টি বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বক্তব্য রাখবেন। এখানে সমবেত সকলকে উক্ত আলোচনা সমূহ মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতে হবে এবং অনুপস্থিত ভাইদের নিকটে এ দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে।

পরিশেষে তিনি ইজতেমা ময়দানে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখা ও ইজতেমার পরিবেশ সুষ্ঠু ও সুন্দর রাখার জন্য সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং আল্লাহ্র নামে দু'দিন ব্যাপী ২২তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা-র শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের পর দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় পূর্বনির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর একে একে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ. এস. এম. আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা), সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর), 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) ও মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ), অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী), সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (মেহেরপুর), 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও দারুল ইফতা-র সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), 'আন্দোলন'-এর ঢাকা যেলা সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান (ঢাকা), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (ঢাকা), মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা), মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের (গাইবান্ধা), অধ্যাপক আকবার হোসাইন (যশোর), মাওলানা আব্দুস সাত্তার (নওগাঁ), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার প্রধান মুহাদ্দিছ জনাব মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী ও শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), মাওলানা রফীকুল ইসলাম (রাজশাহী), মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমাণ্ড কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী ও ঢাকা

মোহাম্মাদপুর আল-আমীন জামে মসজিদের মুতাওয়াল্লী জনাব নযরুল ইসলাম, জনাব কেরামত আলী (পূর্বাচল, ঢাকা), শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী), মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক (রাজশাহী)।

দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমা বিভিন্ন পর্যায়ে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা), ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ (ঢাকা) ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম (রাজশাহী) ও আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা)। তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয মুকাররম, হাফেয আবদুল আলীম, আব্দুল্লাহ আল-মারূফ ও আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট) ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থসহ নির্বাচিত আয়াত ও হাদীছ পাঠ করে শুনান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্র আব্দুল হাকীম, শাহ আলম, রবীউল ইসলাম, আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আব্দুল মুমিন, সাখাওয়াত, তালীমুল ইসলাম, ইউনুস ও ইলিয়াস হোসায়েন। এতদ্ব্যতীত দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, সাতক্ষীরা মারকাযের তিনজন ছাত্র বুরহানুদ্দীন (১০ম), ফরহাদ হোসায়েন (৯ম) ও মাস'উদ রেযা (৯ম) 'বুনিয়াল ইসলামু 'আলা খামসিন'-এর আরবী কবিতাটি যৌথকণ্ঠে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে শ্রোতাদের হৃদয় জয় করে।

আমীরে জামা'আতের অন্যান্য বক্তব্য :

১ম দিন : উদ্বোধনী ভাষণের পর প্রথম দিন বাদ এশা রাত ৯-টায় প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মানবজাতির ভাঙনচিত্র অংকন করে বলেন, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকলেই এক দ্বীন ও এক ধর্মে অটুট থাকার জন্য মানবজাতিকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তবুও বনী ইসরাঈলরা ৭২ দলে এবং উম্মতে মুহাম্মাদী ৭৩ দলে বিভক্ত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে বিশেষ করে ৩৭ হিজরীর পরবর্তী সময়ে খারেজী, শী'আ, মুরজিয়া, মুতা'যিলা প্রভৃতি নামে সৃষ্ট দলগুলি মুসলমানদেরকে শতধাবিভক্ত জাতিতে পরিণত করেছে। আর এই বিভক্তি ছিল মূলতঃ রাজনৈতিক ও আক্বীদাগত বিভ্রান্তির কুফল। পরিশেষে তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত হয়ে ভাষা, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে এক আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

২য় দিন : ইজতেমার ২য় দিন রাত ১০-টায় প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সোনালী যুগ পরবর্তী মুসলমানদের পতনদশা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ব্যক্তির মাথায় পচন ধরলে যে অবস্থা হয়, মুসলমানদের ভাগ্যেও একই দুর্দশার আবির্ভাব ঘটে। আর এই দুর্দশার জন্য তিনটি কারণ ছিল দায়ী। আলেমদের পদস্খলন, আল্লাহর কিতাবে মুনাফিকদের বিতর্ক এবং পথভ্রষ্ট নেতাদের শাসন। তিনি বলেন, ছাহাবীযুগ থেকে পরবর্তী সকল যুগে আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের প্রতিরোধ ও প্রচার কৌশলের মাধ্যমে তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। যদিও এজন্য তাঁদেরকে সর্বদা কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে এবং বিদ'আতপন্থীদের চক্রান্তে যুগে যুগে চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে এবং আজও হ'তে হচ্ছে। তবুও আল্লাহ্র হাযার শোকর যে, শিরক ও বিদ'আতের ঘন অন্ধকার এবং অতুলনীয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখেও বাংলাদেশে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার আন্দোলনের প্রতি দ্বীনদার মানুষের আকর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকের এই তাবলীগী ইজতেমা তার একটি বড় দৃষ্টান্ত। পরিশেষে তিনি সকলকে দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিক্রি না করে আল্লাহ্র ক্ষমা ও জান্নাত লাভের জন্য ঐক্যবদ্ধ জামা'আতী যিন্দেগী গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মহিলা সমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার সকাল ১০-টায় মহিলা প্যাণ্ডেলে সমবেত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, নৈতিকতা সম্পন্ন জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন আদর্শ মাতা। কেননা মা হ'ল পরিবারের প্রথম শিক্ষিকা। তাই মাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজের জীবন গঠনের পাশাপাশি সন্তানদেরকেও সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। মায়েরা যদি সন্তানের জন্য মডেল হ'তে পারেন, তাহ'লে তাদেরকে দেখেই সন্তানরা আদর্শ সন্তান হিসাবে গড়ে উঠবে। আর এসব আদর্শ সন্তানই দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এদেশে মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের কাজ করে যাচ্ছে। স্রেফ পরকালীন স্বার্থে অহি-র বিধানের আলোকে পরিচালিত এ আন্দোলনে শরীক হয়ে মহিলাদের মাঝে ব্যাপকভাবে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি উপস্থিত মা-বোনদের প্রতি আহ্বান জানান।

মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ : ইজতেমার ২য় দিন সকাল ১১-টায় দারুল ইমারতে আহলেহাদীছ ও সমমনা মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে এক মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের ১৬টি যেলা থেকে মোট ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান (গাইবান্ধা) ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাবেক শূরা সদস্য প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা জনাব রবীউল ইসলাম (পাবনা)। এতদ্ব্যতীত অনেকে সঠিক সময় অবগত হ'তে না পারায় ইজতেমায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেননি। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বলেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য আপনাদের ত্যাগ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম অনস্বীকার্য। কিন্তু বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য 'ইসলাম'-এর কোন বিকল্প নেই। ইসলামী চেতনা হারিয়ে গেলে এদেশের স্বাধীনতাও বিলীন হয়ে যাবে। তিনি সকলকে ইসলামের আদিরূপ প্রতিষ্ঠার নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে বাকী জীবন উৎসর্গ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল মুক্তিযোদ্ধা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-কে কালিমালিপ্ত করার জন্য বিগত সরকারের ঘৃণ্য অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা জানান এবং বর্তমান সরকার কর্তৃক আজও মিথ্যা মামলা সমূহ চালিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

যুবসমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন বেলা সাড়ে ১১-টায় প্রস্তাবিত দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুলাহ আল-গালিব** যুবসংঘের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আমাকে ওয়াদা দাও

আগামী দিনে তোমরা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিতে রাযী আছ কি-না? সকলে সমস্বরে আমীরে জামা'আতের উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওয়াদাবদ্ধ হন।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী), কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গাপালগঞ্জ), সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন (যশোর), সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন (কুমিল্লা) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম (রাজশাহী)।

জুম'আর খুৎবা :

এবারই প্রথম আমীরে জামা'আত ইজতেমা প্যাণ্ডেলে জুম'আর খুৎবা দেন ও ইমামতি করেন। খুৎবায় তিনি আমল কবুলের তিনটি শর্তের উপর আলোকপাত করেন। জুম'আর ছালাতের পর রাজশাহী মহানগরীর মাননীয় মেয়র এ.এইচ.এম খায়রুযযামান লিটন মুছল্লীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

ইজতেমার অন্যান্য রিপোর্ট

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ : এবারই সর্বপ্রথম 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যাতে 'ক' গ্রুপে (থিসিস) ৫০ জন এবং 'খ' গ্রুপে (নবীদের কাহিনী ১ ও ২) ৩১ জন অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে 'ক' গ্রুপে শীর্ষস্থান অধিকারী তিনজন হ'ল যথাক্রমে আব্দুল হাসীব, আব্দুল মান্নান (রাজশাহী) ও শামীম আহমাদ (জয়পুরহাট) এবং 'খ' গ্রুপে আসাদুল্লাহ আল-গালিব (কুষ্টিয়া-পূর্ব), আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) ও আব্দুল্লাহ আল-মারূফ (বগুড়া)। এছাড়া উচ্চ নম্বর প্রাপ্তির হিসাবে প্রতি গ্রুপে ৫ জন করে ১০ জনকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রতি গ্রুপের শীর্ষ তিনজনকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও আর্থিক পুরস্কার এবং বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্তদের জন্য সম্মাননা ও আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রাপকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা। উল্লেখ্য যে, পুরস্কারের যাবতীয় খরচ বহন করেন 'আন্দোলন'-এর সঊদী আরব শাখার প্রচার সম্পাদক জনাব সোহরাব হোসায়েন (পাবনা)।

দাওরা ফারেগ ছাত্রদের সনদ প্রদান :

এবারই প্রথম আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী থেকে তাফসীর ও কুতুবে সিত্তাহ পাঠ শেষে দাওরা ফারেগ ছাত্রদের সনদ প্রদান করা হয়। ২০১০ সালের ফারেগ ৫ জন ছাত্র হ'লেন যথাক্রমে (১) আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (সাতক্ষীরা) (২). হাশেম আলী (গাইবান্ধা) (৩) আব্দুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা) (৪) ইমামুদ্দীন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) (৫) আরীফুল ইসলাম (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

২০১১ সালের ফারেগ ৭ জন ছাত্র হ'লেন যথাক্রমে- (১) আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব (সাতক্ষীরা) (২) হাফেয মুকাররম (রাজশাহী) (৩) মুখতারুল ইসলাম (রাজশাহী) (৪) মেছবাহুল ইসলাম (দিনাজপুর) (৫) আব্দুর রশীদ (সাতক্ষীরা), ৬. সাইফুল ইসলাম (লালমণিরহাট) (৭) রাশেদুল ইসলাম (মেহেরপুর)।

তাদের হাতে সনদ ও পুরস্কারের সেট (জামা-পাজামা-টুপী) তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও প্রধান মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী।

হেফয ফারেগ ছাত্রদের সনদ প্রদান : এবারে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী থেকে ৫ জন ছাত্র হেফয বিভাগ থেকে ফারেগ হয়। তারা হ'ল- (১) সরোয়ার হোসায়েন (রাজশাহী) (২) আব্দুল কাদের (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) (৩) নাজমুল হক (নওগাঁ) (৪) শাহীন কবীর (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) (৫) আছিফুর রহমান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

বিদায়ী ভাষণ ও দো'আ :

৩য় দিন শনিবার ফজরের জামা'আতে ইমামতি শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ইজতেমায় আগত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ দেন এবং তিনি সবাইকে ছহী-সালামতে স্ব স্ব গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার শুভ কামনা করে মজলিস ভঙ্গের সুন্নাতী দো'আ পাঠের মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। বিদায়কালে উপস্থিত মুছল্লীবৃন্দ আবেগভরা মনে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে বিদায়ী মুছাফাহা করেন ও দো'আ নিয়ে যান।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজবাড়ী যেলার তাবলীগ সম্পাদক জনাব বেলাল হোসাইন (৪০) গত ৫ই মার্চ সোমবার সকাল পৌনে ১০-টায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন*। মৃত্যুকালে তিনি পিতা-মাতা, স্ত্রী, নাবালেগ ১ পুত্র ও ১ কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, জনাব বেলাল বাইসাইকেল যোগে তার স্কুল পড়ুয়া ছেলেকে সাথে নিয়ে নিজ দোকানে যাওয়ার পথে ভটভটির সাথে ধাক্কা লাগলে এই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে। এতে তার ছেলেও আহত হয়। একই দিন বিকাল ৫-টায় মত্তিডাঙ্গীস্থ নিজ বাড়ীতে তার প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বিকাল সাড়ে ৫-টায় মৈশালা দাখিল মাদরাসা ময়দানে দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় জানাযায় ইমামতি করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবুল হোসাইন।

জানাযায় কেন্দ্রীয় সাংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, 'যুবসংঘে'র রাজবাড়ী যেলা সভাপতি মুনীরুল ইসলাম, মৈশালা আহলেহাদীছ কবরস্থানের সেক্রেটারী হাজী আব্দুল খালেক, যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তাকে মৈশালা কবরস্থানে দাফন করা হয়।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মোশাররফ হোসাইনের বড় ভাই বেরাইদ-পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের মুতাওয়াল্লী জনাব আযহার হোসাইন (৮৫) গত ৮ই মার্চ সকাল সাড়ে ১০-টায় ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ১০ কন্যা রেখে গেছেন। ঐ দিন বাদ মাগরিব ভূঁইয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার ছোট ভাই আলহাজ্জ মোশাররফ হোসাইন। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারুণুর রশীদ, স্থানীয় এম.পি. জনাব আলহাজ্জ রহমাতুল্লাহ ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী যোগদান করেন। তাকে বড় বেরাইদ কবরস্থানে দাফন করা হয়।

[আমরা তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকাহত পরিবার বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

পাঠকের মতামত

বুঝে উঠি না

সৃষ্টির সেরা মানুষ। দৈহিক গঠনে সেরা, জ্ঞানে সেরা। বুদ্ধিতে সে অন্যান্য সব জীবকে তার নিয়ন্ত্রণে এনেছে। হিংস্র পশু বাঘ ও বিষধর সাপকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। স্থলচর প্রাণীর মধ্যে বৃহত্তম প্রাণী হাতিকে সহজেই বশীভূত করে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতের মধ্যে বৃহত্তম প্রাণী জলচর তিমি শিকার করে সে ভক্ষণ করে। জলে, স্থলে ও আকাশে সর্বত্র মানুষের অবাধ বিচরণ। কবির ভাষায়, বিশ্ব জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে। একথা এখন সত্যে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের কোথায় কি আছে, ভূগর্ভে এবং মহাসাগরের অথৈ পানির নীচে কোথায় কোন সম্পদ লুক্কায়িত রয়েছে, তাও আজ মানুষের নখদর্পণে। অতি ক্ষুদ্রাকৃতি মোবাইল ফোনের সাহায্যে সে বিশ্বের এ প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তের খবরাখবর নিমিষে অবগত হচ্ছে। মানুষ এখন সময় ও দূরত্বকে জয় করার সাথে সাথে আরো বিস্ময়কর কিছু আবিষ্কার করতে চলেছে।

মানুষ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান বিকাশের পথ প্রসারিত করেছে। দ্বীনি জ্ঞানের জন্য মক্তব, মাদরাসা ও ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছে। মানুষের দ্বীনি জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন দেশে আলেম ও ওলামার সংখ্যাও অগণিত।

কিন্তু বড়ই আফসোস! এত জ্ঞানের অধিকারী হয়েও মানুষ আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। আমি মানুষের এ অজ্ঞতার কারণ বুঝে উঠি না। আল্লাহ প্রদত্ত বিধান না মেনে মানুষ নিজ খেয়াল-খুশীমত ইবাদত-বন্দেগী করে চলেছে। নিজ হাতে মাটি দিয়ে গড়া মূর্তিকে উপাস্য জ্ঞানে তারই নিকট নতশিরে প্রাণের যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া আবেদন-নিবেদন করছে বিশ্বের একটা মোটা অংকের মানুষ। অথচ মাটির মূর্তিটির নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা নেই, যে চলতে পারে না, কথা বলতে পারে না, কারো ভাল কিংবা মন্দও করতে পারে না, সে কি করে মানুষের উপাস্য হ'তে পারে? বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের এ অনর্থক আরাধনাকে কটাক্ষ করে লিখেছেন,

রথযাত্রা লোকারণ্য মহা ধূমধাম
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসেন অন্তর্যামী।

অথচ এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মোতাবেক ইবাদত-বন্দেগী করেননি। এভাবে রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বের কোটি কোটি জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নির্দেশিত পথে ইবাদত-বন্দেগী না করে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে ইবাদত-বন্দেগী করে নাজাত লাভ করতে চায়। এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। কেননা পথ সঠিক না হ'লে গন্তব্যে পৌঁছা যায় না।

আল্লাহ পাকের নির্দেশিত পথের কিছু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক মনে করছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক বিশ্ব মানবের নাজাতের জন্য যে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন, একমাত্র সেটিই নাজাতের প্রকৃত পথ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা জিব্রীল আমীনের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এ গ্রন্থের যারা অনুসারী একমাত্র তাদেরই নাজাত লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, অন্য কারো নয়। কেননা আল্লাহ পাকই সেকথা জগদ্বাসীর উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম' *(আলে ইমরান ১৯)*। এরপর আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন, 'যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীনের তালাশ করবে তা হ'তে কিছু গ্রহণ করা হবে না। পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হবে' *(আলে ইমরান ৮৫)*। ইসলামকে যারা গ্রহণ করেনি, আল্লাহ পাকের ভাষায় তারাই কাফির। খাছ কাফিরদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের ঘোষণা, 'যারা কুফুরী করে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের পক্ষ হ'তে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময় করা হ'লেও তাদের তওবা কবুল করা হবে না। এরাই তারা যাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি। এদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(আলে ইমরান ৯১)*। আল্লাহ পাকের উপরি উক্ত বাণীর সাথে অনেক লোকের বিশেষ অবগতি থাকা সত্ত্বেও কেন যে তারা সে বাণীর আলোকে কাজ করে না, আমি তা বুঝে উঠি না।

এখন আমি মুসলিমদের সম্বন্ধে কিছু কথা উল্লেখ করতে চাই। তা হ'ল আমরা আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধ মানি না এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শেরও অনুকরণ করি না। আমাদের জাতীয় কবি নযরুল ইসলাম তাই দুঃখ করে বলেছেন, 'আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান কোথা সে মুসলমান? আল্লাহ মুসলিম জাতির ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*। আল্লাহ পাক শুধু এ কথা বলেই শেষ করেননি। জীবনে চলার পথে মানুষে মানুষে মতবিরোধ হ'তেই পারে। এ মতপার্থক্য নিরসনে আল্লাহ পাক বলেছেন, 'হে মুসলমানগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র ও তদীয় রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের। যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর, তবে এর ফায়ছালার ভার আল্লাহ ও রাসূলের উপর ন্যস্ত কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনে থাক। আর এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা' *(নিসা ৫৯)*। ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নের বাণীটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন, 'দেহের কোন স্থানে কাঁটা বিধলে তার বিষব্যাথা সমস্ত শরীরে অনুভূত হয়, তেমনি মুসলিম জাতি একটি দেহের ন্যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৫৩)*। বিশ্বের কোন এক মুসলিমের বিপদে সকল মুসলিমকে অগ্রসর হ'তে হবে বিপদাপন্ন মুসলিমকে উদ্ধার করার জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণীর আলোকে আমরা কি এ কাজ করি? করি না। কারণ আমাদের ঐক্যের বাঁধন একেবারে শিথিল। যখন থেকে মুসলিমরা বিভিন্ন মাযহাবী আদর্শের অনুগত হয়েছে, তখন থেকে আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরেছে। মাযহাব তাই মুসলিম জাতির জন্য চরম অভিশাপ। আমাদের সামনে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ মওজূদ রয়েছে। জীবন চলার পথে এবং দ্বীনের কাজে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ হাদীছ সমুজ্জ্বল দিশারী হিসাবে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা বিচ্ছিন্নভাবে চলি, তা বুঝে উঠ না।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৪১) : মসজিদের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় অন্যত্র স্থানান্তর করার পর পুরাতন মসজিদের জায়গা ও ঘর কিনে নিয়ে সংসারের কাজে ব্যবহার করা যাবে কি?

-আবুবকর ছিদ্দীক
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : ক্রয়কারীর উপর মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ায় উক্ত জায়গার উপর যেকোন কাজ করতে পারে *(দ্রঃ ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা খণ্ড ১৬, পৃঃ ৩৮)*। ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশে কূফার একটি মসজিদ স্থানান্তর হয়। অতঃপর সেই স্থানটি খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২১৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২/২৪২) : দ্বিতীয় বিবাহের জন্য প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি নেওয়া কি আবশ্যক?

-আব্দুর রহমান
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি নেওয়া শর্ত নয়। সামর্থ্য থাকলে একজন পুরুষ চারটি বিয়ে করার অধিকার রাখে *(নিসা ৩; বুখারী হা/৪৮৭৮)*। তবে সকল স্ত্রীর প্রতি সমান ইনছাফ করতে হবে এবং কারো অধিকার আদায়ে কোনরূপ ত্রুটি করা যাবে না। কারণ আখেরাতে এর পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ *(তিরমিযী হা/১১৪১; মিশকাত হা/৩২৩৬)*।

প্রশ্ন (৩/২৪৩) : মহিলারা পৃথকভাবে ইজতেমা করতে পারবে কি? তাদের জন্য মাইকে বক্তব্য দেওয়া জায়েয হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জাদীদা
কৃষ্ণপুর, পাবনা।

উত্তর : স্থান নিরাপদ হলে এবং তাদের আলোচনা বাইরের পুরুষ শুনতে না পেলে তারা সমাবেশ করতে পারে। কারণ (১) তাদের জন্য পর্দা ফরয *(আহযাব ৫৯)*। (২) তাদের কণ্ঠ পর পুরুষকে শুনানো যাবে না *(আহযাব ৩২)*। উক্ত শর্ত মেনে তারা দাওয়াতের কাজ করবে। তবে মহিলাদের নিরাপদ দাওয়াত পৌঁছানোর সর্বোত্তম পদ্ধতি হল, সপ্তাহের কোন এক দিন নিরাপদ স্থানে পর্দার পরিবেশ বজায় রেখে একজন আলেমের মাধ্যমে নছীহত করানো। রাসূল (ছাঃ) এমনটিই করতেন *(বুখারী হা/১০১; মিশকাত হা/১৭৫৩ 'জানায়েয' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৪/২৪৪) : নযর বা মানত ভঙ্গের কোন কাফফারা আছে কি?

-আসাদুল্লাহ
চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তর : ভাল কাজে মানত করে তা পুরা না করে ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হবে। এর কাফফারা হল, (১) ১০ জন মিসকীনকে মাঝারি মানের খাদ্য দেওয়া (২) অথবা তাদেরকে পোষাক দেওয়া (৩) অথবা গোলাম আযাদ করা। (৪) এগুলো করতে অক্ষম হলে ৩টি ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৮৯)*। আর যদি অন্যায় ও পাপ কাজে মানত করে তাহলে তা পূরণ করতে হবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৮)*।

প্রশ্ন (৫/২৪৫) : জনৈক মহিলার বিবাহের পর স্বামীর সাথে শারীরিক কোন সম্পর্ক হয়নি এবং দীর্ঘদিন (৫ বছর) স্বামী থেকে পৃথক আছে। এক্ষণে সে ইচ্ছা করলে স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে একই বৈঠকে অন্যত্র বিবাহ করতে পারে কি?

-আবুল হুসাইন
পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা সমাজের দায়িত্বশীল বা আদালতের মাধ্যমে স্বামীকে মোহর ফেরত দিয়ে 'খোলা' করতে পারে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৭৪)*। অতঃপর ইদ্দত পালন ছাড়াই অন্যত্র বিয়ে করতে পারবে। কারণ উক্ত স্বামীর সাথে তার কোন স্পর্শ বা সহবাস হয়নি *(আহযাব ৪৯, তাফসীরে ইবনে কাছীর উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৬/২৪৬) : প্রচলিত তাবলীগ জামা'আত যে বিদ'আতী দল তার কারণ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাইফুল ইসলাম
সুরিটোলা, ঢাকা।

উত্তর : (১) উক্ত দলের নীতি সমূহ স্বপ্নে পাওয়া *(মাওলানা মুহাম্মাদ মানযূর নু'মানী, মালফূযাতে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস, পৃঃ ৫১, ৫০ নং বয়ান)*। (২) আক্বীদা হল- মুর্জিয়া, অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী। তারা বলেন, রাসূল (ছাঃ) নূরের তৈরি, তিনি কবরে জীবিত আছেন এবং মানুষের আবেদন পূরণ করে থাকেন (৩) দাওয়াতের মাধ্যম হ'ল মিথ্যা কাহিনী এবং যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ (৪) রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকায় তারা ছালাত আদায় করে না, যদিও তারা মসজিদে অবস্থান করে (৫) রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকায় দাওয়াত না দিয়ে 'চিল্লা' নামক বিদ'আতী তরীকায় তারা দাওয়াত দেয় ইত্যাদি *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : হাদীছের প্রামাণিকতা ২য় সংস্করণ পৃঃ ৫৬-৭৬)*।

প্রশ্ন (৭/২৪৭) : ঈদের মাঠে কোলাকুলি করা যাবে কি? কোলাকুলি কি এক দিকে করতে হয়?

-আব্দুল মতীন
বড়কুড়া, কামরখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ঈদের মাঠে কোলাকুলি করার বিষয়ে কোন দলীল পাওয়া যায় না। কোলাকুলি কোন দিকে কয়বার করতে হবে তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (৮/২৪৮) : নতুন বাড়ীতে উঠতে কিংবা নতুন দোকান চালু করতে শারঈ কোন নিয়ম পালন করতে হবে কি?

-আহসান
কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত মর্মে শরী'আতে বিশেষ কোন নিয়ম বা বিধান নেই। সাধারণভাবেই 'বিসমিল্লাহ' বলে উঠে যাবে। তবে জিনের উৎপাত থাকার আশঙ্কা করলে বেশী বেশী সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৪৯): রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দ্বীন প্রচারের পদ্ধতি কি ছিল?

-আনীসুর রহমান
নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) দ্বীন প্রচারের জন্য প্রথম দাওয়াত দিতেন তাওহীদের প্রতি। অতঃপর ছালাতের, অতঃপর যাকাতের *(বুখারী হা/৭৩৭২; মিশকাত হা/১৭৭২)*। উক্ত দাওয়াত তিনি পেশ করতেন নম্র বাক্য, বাস্তব আমল ও সুন্দর চরিত্রের মাধ্যমে।

প্রশ্নঃ (১০/২৫০) : কোন লোক বিবাহের পরে স্ত্রীর সাথে কোন রূপ সম্পর্ক না রাখলে এবং তালাকও না দিলে তার পরিণতি কী হবে?

-আব্বাস
ধুনট, বগুড়া।

উত্তর : বিয়ের পর স্বামীর দায়িত্ব হ'ল তার উপর অর্পিত স্ত্রীর হক আদায় করা *(নিসা ১২৯; বুখারী হা/১৯৭৫)*। স্ত্রীর প্রতি অসদাচরণকে আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন *(বাক্বারাহ ২৩১)*। এধরনের ব্যক্তি যালেম। আল্লাহ যালেমদের ভালবাসেন না *(আলে ইমরান ৫৭)*।

প্রশ্ন (১১/২৫১) : সূদী ব্যাংকে চাকুরীর বেতন ছাড়া অন্য আয় নেই। ঐ বেতনের টাকা দিয়ে হজ্জ করা যাবে কি?

-আবুল হোসাইন, ঢাকা।

উত্তর : যে আয়ের মাধ্যম হারাম সে আয়ও হারাম *(বুখারী হা/২৫৯৭)*। অতএব উক্ত টাকায় হজ্জ করলে তা কবুল হবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্ন (১২/২৫২) : মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) তার 'পূর্ণাঙ্গ নামায' বইয়ে লিখেছেন, ওযূর পর সূরা ক্বদর পাঠ করতে হবে (পৃঃ ৪৫)। কিন্তু কোন দলীল উল্লেখ করেননি। উক্ত সূরা পড়ার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রাযযাক
বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে দায়লামী তার মুসনাদুল ফিরদাউসে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। যা মওযূ বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৪৯)*।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩) : এক ব্যক্তি নিয়মিত 'আইয়ামে বীয'-এর ছিয়াম পালন করে। কোন মাসে চাঁদের ১৩ তারিখ নির্ধারণ করতে না পারলে বা ভুলে গেলে সে ঐ মাসের ছিয়াম ছেড়ে দিবে, না শুধু ১৪ ও ১৫ তারিখ ছিয়াম রাখবে? তাছাড়া যিলহজ্জ মাসে কোন্ কোন্ দিন আইয়ামে বীযের ছিয়াম পালন করবে?

-জাহাঙ্গীর আলম
বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : আইয়ামে বীযের ছিয়াম, মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাখতে হবে *(ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৩৮)*। কিন্তু উক্ত তারিখে রাখা সম্ভব না হলে মাসের যেকোন তারিখে রাখবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মাসের যে কোন দিনে তিনটি ছিয়াম রাখতেন *(মুসলিম হা/২৮০১; মিশকাত হা/২০৪৬)*। যিলহজ্জ মাসের ১৩ তারিখ যেহেতু আইয়ামে তাশরীক্বের অন্তর্ভুক্ত, তাই সেদিন ছিয়াম রাখা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, আইয়ামে তাশরীক্ব হ'ল খানাপিনা ও আল্লাহ্র যিকরের দিন' *(মুসলিম হা/২৭৩৩; মিশকাত হা/২০৫০)*। অতএব উক্ত ছিয়াম ১৪, ১৫, ১৬ তারিখে অথবা যে কোন দিনে রাখতে পারে *(ইবনু ওছায়মীন, শারহ রিয়াযুছ ছালেহীন ১/১৪৫৩)*।

প্রশ্ন (১৪/২৫৪) : জেনে বা না জেনে চুরি করা বস্তু ক্রয় করা যাবে কি?

-আকমাল
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : জেনেশুনে চোরাই মাল খরিদ করা নিষিদ্ধ। তবে অজ্ঞাত অবস্থার কথা ভিন্ন। মহান আল্লাহ বলেন, 'পাপ এবং অন্যায়ের কাজে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্ন (১৫/২৫৫) : জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, 'আ'ফুল্লুহা' মানে দাড়ি কেটে ফেলা। অর্থটি কি সঠিক? দাড়ি কতটুকু রাখতে হবে?

-ডাঃ আ.ন.ম. বযলুর রশীদ
চণ্ডিপুর, যশোর।

উত্তর : উক্ত অর্থ সঠিক নয়। বরং সঠিক অর্থ হল- দাড়ি লম্বা করার জন্য ছেড়ে দাও *(ফাৎহুল বারী ১০/৩৫১, হা/৫৮৯৩-এর আলোচনা দ্রঃ)*। এ সম্পর্কে হাদীছে আরো অনেকগুলো শব্দ এসেছে। যেমন-(وَفِّرُوا ,وَأَرْخُوا وَأَوْفُوا وأوفروا) আওফিরু, আওফু, আরখু, ওয়াফ্ফিরু। এই শব্দগুলো সব একই অর্থ বহন করে। আর তা হল, দাড়ি তার নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'তোমরা দাড়ি রাখ এবং মুশরিক ও অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা কর' *(বুখারী হা/৫৮৯৩; মুসলিম হা/৬২৩; মিশকাত হা/৪৪২১)*। দাড়ি কাটা বা ছাঁটার পক্ষে ছহীহ কোন দলীল নেই; বরং এই অভ্যাস রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে, দাড়ি ছাঁটার পক্ষে তিরমিযীতে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল *(তিরমিযী হা/২৭৬২; মিশকাত হা/৪৪৩৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৮)*।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬) : 'সৌভাগ্যবান হওয়ার চারটি জিনিস (১) সতী-সাধ্বী স্ত্রী (২) প্রশস্ত বাসস্থান বা বাড়ি (৩) সৎ প্রতিবেশী (৪) আরামদায়ক যানবাহন। আর দুর্ভাগা হওয়ার চারটি জিনিস

(১) খারাপ প্রতিবেশী (২) মন্দ স্ত্রী (৩) বিপদজনক যানবাহন (৪) সংকীর্ণ বাসস্থান (সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৩ ও ১৯০৩)। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শামসুল আলম
বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত হাদীছ দ্বারা বিশেষ কোন বাড়ি বা গাড়ী বুঝানো হয়নি; বরং মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুযায়ী যে গাড়ি বা বাড়িতে থাকা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তাকে বুঝানো হয়েছে। আর সংকীর্ণ বাড়ি ও বিপদজনক যানবাহন বলতে যাকে মানুষ কষ্ট ও সংকীর্ণ মনে করে তাকে বুঝানো হয়েছে। মূলত উক্ত হাদীছে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে শান্তির মূল বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭) : জনৈক আলেম বলেন, কোন ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করল, ওযূ করে মসজিদে গেল এবং খুৎবা শুনল। তার প্রতি কদমে এক বছরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের সমান নেকী হয়। কথাটা কি সত্য?

-হাবীবুর রহমান
বোয়ালকান্দী, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : কথাটি সত্য *(আবুদাউদ হা/৩৭৩; মিশকাত হা/১৩৮৮)*।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮) : জনৈক ইমাম বলেন, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন ছিয়াম পালন করলে প্রতি দিনের জন্য এক বছর ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায় এবং প্রতি রাতে ইবাদত করলে প্রতি রাতের জন্য ক্বদরের রাত্রির সমান ছওয়াব হয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-আশরাফুল ইসলাম
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/৭৫৮; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৭১)*। উল্লেখ্য যে, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে নয় দিন ছিয়াম পালন করা বা অন্যান্য নেক আমল করার অশেষ নেকীর পক্ষে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৬০; নাসাঈ হা/২৪১৭)*।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯) : জনৈক ইমাম বলেন, ৬৪ হাযার টাকা থাকলে কুরবানী করা ওয়াজিব। কারণ স্বর্ণ-রৌপ্যের দাম হিসাব করে কুরবানী ওয়াজিব হয় এবং যাকাত ফরয হয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-আশরাফুল ইসলাম
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ কুরবানী দেওয়া সুন্নাত, ওয়াজিব নয় *(ফাৎহুল বারী ১৬/৩; তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৭৯)*। সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই কুরবানী দিবে। নিছাবের মালিক হওয়া শর্ত নয়। রাসূল (ছাঃ) নিজেও নিছাবের মালিক ছিলেন না। অথচ তিনি একাধিক কুরবানী করতেন এবং গরীব ছাহাবীদের মাঝে বন্টন করতেন *(বুখারী হা/২৩০০; মুসলিম হা/৫১৯৬; মিশকাত হা/১৪৫৩)*।

প্রশ্ন (২০/২৬০) : হাদীছে বর্ণিত আছে, মৃত্যুর পরে রূহ ইল্লিয়ীন এবং সিজ্জীনে যায়। সেখানে মানুষ দলবদ্ধভাবে থাকে না এককভাবে থাকে?

-দিদার বখশ
খানপুর, মোহনপুর।

উত্তর : তাদের মধ্যে পরস্পরে সাক্ষাৎ হবে *(হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, আর-রূহ, পৃঃ ১৭)*। সৎ বান্দাদের রূহ ইল্লিয়ীনে এবং পাপীদের রূহ সিজ্জীনে অবস্থান করে। তাদের আমল অনুযায়ী আরাম ও শাস্তি ভোগ করে *(ফাত্বির ৭-৯, ১৮-২১; আবুদাউদ হা/৪৭৫৫; মিশকাত হা/১৩১)*। শহীদদের রূহ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তাদের রূহ সবুজ পাখির পেটে থেকে জান্নাতের বিভিন্ন নদী ও বাগান থেকে আহার করে *(মুসলিম হা/৪৯৯৩)*।

প্রশ্ন (২১/২৬১) : মসজিদে প্রবেশের সময় আগে ডান পা এবং বের হওয়ার সময় আগে বাম পা দিতে হবে এবং পায়খানায় প্রবেশ করার সময় আগে ডান পা এবং বের হওয়ার সময় বাম পা দিতে হবে মর্মে কোন হাদীছ আছে কি?

-জালালুদ্দীন
বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদে ডান পা দিয়ে উঠা ও বাম দিয়ে নামার দলীল রয়েছে *(মুস্তাদরাক হাকেম হা/৭৯১; সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪৭৮)*। কিন্তু পায়খানায় প্রবেশের সময় কোন্ পা আগে দিতে হবে সে সম্পর্কে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (২২/২৬২) : ঈদগাহ তৈরীর জন্য জমি ওয়াকফ করা কি শর্ত? সরকারী বা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের মাঠে অথবা সরকারী জমিতে ঈদের ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুছ ছামাদ
কেরানির হাট, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ঈদগাহ হ'ল ছালাতের স্থান। যাতে তা উক্ত কাজেই ব্যবহৃত হয়, তার নিশ্চয়তার জন্য ওয়াফক করা আবশ্যক। মসজিদে নববীর জন্য মাটি ক্রয় করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জার সেটা বিনা পয়সায় আল্লাহ্র ওয়াস্তে দিয়ে দেন। ওমর (রাঃ) যখন খায়বারের প্রাপ্ত জমি ওয়াক্ফ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরামর্শক্রমে বললেন, এটি বিক্রি হবে না, কাউকে দান করা যাবে না এবং এতে কেউ ওয়ারিছ হবে না। এটাই ছিল ইসলামে প্রথম ওয়াক্ফের ঘটনা *(ফিক্বহুস সুন্নাহ 'ওয়াক্বফ' অধ্যায়)*। অতএব ভবিষ্যতে ফিৎনার হাত থেকে বাঁচার জন্য মসজিদ বা ঈদগাহের জমি লিখিতভাবে ওয়াক্বফ হওয়াই উত্তম। অন্যের মালিকানাধীন কোন জায়গায় ঈদের ছালাত আদায় করতে চাইলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩) : ফিৎরা অথবা কুরবানীর পশুর চামড়ার টাকা দিয়ে ঈদগাহে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা করার জন্য পর্দার কাপড় কেনা যাবে কি? তাছাড়া উক্ত টাকা দিয়ে বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি ইসলামী গ্রন্থ কিনে মসজিদের লাইব্রেরীতে রাখা যাবে কি?

-আরিফুল ইসলাম
হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত খাতে ফিৎরা অথবা কুরবানীর চামড়ার টাকা ব্যয় করা যাবে না। এগুলো মূলত: ফকীর-মিসকীনের হক *(আবুদাঊদ হা/১৬০৯; মিশকাত হা/১৮১৮)*। প্রয়োজনে যাকাতের যেকোন খাতে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু খাত ব্যতীত অন্যত্র ব্যয় করা বৈধ নয় *(তওবা ৬০)*।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪) : ঘোড়া ও গাধার গোশত খাওয়া কি হালাল?

-শাব্বীর আহমাদ
মুরাদ নগর, কুমিল্লা।

উত্তর : গৃহ পালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম। তবে বন্য গাধার গোশত খাওয়া হালাল। ঘোড়ার গোশত খাওয়া হালাল। জাবের (রাঃ) বলেন, খায়বারের যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন *(বুখারী হা/৫৫২০; মিশকাত হা/৪১০৭)*। আসমা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ঘোড়া যবহ করেছি এবং গোশত খেয়েছি *(বুখারী হা/৫৫১৯)*। খাওয়া না খাওয়া রুচির ব্যাপার। কিন্তু শরী'আতের হুকুম অনুযায়ী ঘোড়ার গোশত খাওয়া হালাল *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৪১১; সুবুলুস সালাম ৬/২৪৮; ফাৎহুল বারী ১৫/৪৬৭)*। উল্লেখ্য, ঘোড়ার গোশত খাওয়া নিষেধ মর্মে আবুদাঊদে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৭৯০; নাসাঈ হা/৪৩৩২)*।

প্রশ্ন (২৫/২৬৫) : মসজিদের উন্নতিকল্পে টাকা আদায় করে মসজিদের কাজ অসমাপ্ত রেখে কল্যাণ তহবীলের নামে ব্যাংকে রাখলে বৈধ হবে কি?

-আব্দুর রহমান
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : মসজিদের কাজ আগে সমাপ্ত করা আবশ্যক। আর মসজিদের টাকা ব্যাংকে জমা রেখে মুনাফা নেয়া সূদের অন্ত র্ভুক্ত। আল্লাহর ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে পবিত্র মাল খরচ করতে হবে *(বাক্বারাহ ২৬৭)*। মসজিদের উন্নতি কল্পে আদায় করা টাকা জনসাধারণের আমানত। সেটা মসজিদের কাজে ব্যয় করা কমিটির পবিত্র দায়িত্ব।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬) : তাবলীগ জামা'আতের লোকেরা তাদের আক্বীদা অনুযায়ী ৩/৭/৪০ দিন চিল্লার নামে দেশ/বিদেশে ভ্রমণ করে থাকে। উক্ত ভ্রমণে স্ত্রীকে সাথে নেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল বারী
বেষ্টওয়ে গ্রুপ, ঢাকা।

উত্তর : চিল্লায় যাওয়া ও স্ত্রীকে সঙ্গে নেওয়া দু'টিই নাজায়েয। কারণ প্রচলিত তাবলীগ জামা'আত স্বপ্নে পাওয়া ইলিয়াসী তরীকা মাত্র। রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। উক্ত নবোদ্ভূত তরীকা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাবলীগের নামে দলবদ্ধভাবে ৪০ দিনের জন্য চিল্লায় বের হওয়া দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করে যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/৪৫৮৯; মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭) : কোন ব্যক্তি মারা গেলে জানাযায় আগত লোকদের জন্য গরু-খাসি যবহ করা হয়। অতঃপর দাফন কার্য সম্পন্ন করে খানাপিনা করা হয়। উক্ত আমল শরী'আত সম্মত কি?

-আমীরুল ইসলাম
জবাই, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এ দেশে যত বিদ'আত চালু আছে, উক্ত প্রথা তার অন্যতম। এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ *(নাসাঈ হা/১৫৭৮)*। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের স্বর্ণযুগে এসব প্রথার অস্তিত্ব ছিল না *(এ বিষয়ে ৯০টি বিদ'আতের তালিকা দেখুন: ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২৩৮-২৪১)*।

প্রশ্ন (২৮/২৬৮) : জনৈক আলেম বলেন, প্রত্যেক মূর্তির সাথে নগ্ন একটি মহিলা জিন থাকে। তাই যারা মূর্তি পূজা করে তারা মূলত ঐ নগ্ন জিনের পূজা করে। উক্ত দাবী কি সঠিক?

-জামীল
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তর : উক্ত আলেমের বক্তব্য সঠিক *(আহমাদ হা/২১২৬৯, সনদ হাসান; সূরা নিসা ১১৭; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ২৩৭)*।

প্রশ্ন (২৯/২৬৯) : যে ব্যক্তির জীবনের প্রথম ও শেষ বাক্য 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' হবে তাকে কোন পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। যদিও সে পৃথিবীতে এক হাযার বছর বসবাস করে। উক্ত হাদীছের সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-আদনান
গাছবাড়ী, সিলেট।

উত্তর : উক্ত বর্ণনাটি মিথ্যা বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১৪৬)*। বর্ণনাটি 'তাবলীগী নিছাবে'র 'ফাযায়েলে যিকর' অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য সেখানেও এটিকে মিথ্যা বলা হয়েছে। কিন্তু মূল উর্দূতে থাকলেও বাংলায় উক্ত অংশের অনুবাদ করা হয়নি *(বঙ্গানুবাদ ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ৪৭৭)*।

প্রশ্ন (৩০/২৭০) : হজ্জের দিন আরাফার মাঠে মসজিদে নামিরায় যারা অবস্থান করেন তারা যোহর ও আছর ছালাত এক আযান ও দুই ইক্বামতে জমা ও ক্বছর করে আদায় করেন। আর যারা তাঁবুতে অবস্থান করেন তারা দুই ওয়াক্তে পৃথকভাবে যোহর ও আছর পড়েন। তারা জমা ও ক্বছর করেন না। এর কারণ কী? রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে কিভাবে পড়া হ'ত?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
বয়রা, খুলনা ও ফযলুল হক
তেবাড়িয়া, খানসামা, দিনাজপুর।

উত্তর : আরাফার মাঠে হোক বা তাঁবুতে হোক বা অন্য কোথাও হোক হাজীদের যোহর ও আছর এক আযান ও দুই ইক্বামতে জমা এবং ক্বছর করতে হবে। অনুরূপ মাগরিব ও এশা এক আযানে ও দুই ইক্বামতে জমা করবেন। এ সময়

কেবল এশার ছালাত কছর করবেন। একাকী হোক বা জামা'আতে হোক, এটাই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জের সময় এভাবেই ছালাত আদায় করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫ 'বিদায় হজ্জের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*। তবে ইমামের পিছনে ছালাত আদায়ের সময় ইমামের অনুসরণ করবে।

প্রশ্ন (৩১/২৭১) : পান-সুপারী ও চুন কি হারাম? টেলিভিশন, কম্পিউটার, সিডি-ভিসিডি ইত্যাদি পণ্যের ব্যবসা করা যাবে কি?

-রুবেল হাসান, কুষ্টিয়া।

উত্তর : পান, সুপারী, চুন এগুলো হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়। টেলিভিশন, কম্পিউটার, সিডি-ভিসিডি ইত্যাদি পণ্যের ব্যবসা করা যাবে। এগুলোর দ্বারা মানুষের দৈনন্দিন অনেক উপকার ও প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হয়। তবে ব্যবহারকারী যদি তা হারাম কাজে ব্যবহার করে তবে সে অবশ্যই মহা পাপী হবে *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্ন (৩২/২৭২) : জনৈক আলেম বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মি'রাজে গিয়ে আল্লাহ্র সাথে কথা বলার সময় আল্লাহ তাঁর দু'খানা হাত রাসূল (ছাঃ)-এর দুই কাঁধের উপর রেখেছিলেন। উক্ত কথা কি সঠিক?

-আবুল ফযল মোল্লা
আগ্রাকুন্ডা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন যে, আমি আমার মহান প্রভুকে সর্বোত্তম আকৃতিতে স্বপ্নে দেখি।... এমতাবস্থায় তিনি তাঁর হস্ততালু আমার দুই কাঁধের মাঝে রাখেন, যার শীতলতা আমি আমার বুকের মাঝে অনুভব করি' *(তিরমিযী হা/৩২৩৩; মিশকাত হা/৭২৫)*।

প্রশ্ন (৩৩/২৭৩) : জনৈক মুফতি বলেন, যে পুরুষ বাবরী চুল রাখে না সে রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করে না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? চুল রাখার বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু হুরায়রাহ খান
তেরখাদা, খুলনা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ ছাহাবীদের অনেকের বাবরি চুল ছিল না। তাই মাথার চুলকে সমানভাবে কেটে ছোট করেও রাখা যায়। প্রয়োজনে পুরা মাথা মুণ্ডানো যায় *(মুগনী ১/৭৩-৭৪)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৭৪) : ইয়াতীম সন্তান পিতার কবরের পাশে গিয়ে কেঁদে কেঁদে দো'আ করলে তার আযাব মাফ হবে কি?

-আবু ওবায়দা
গোগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : পিতা মুসলিম হলে তার গোনাহ মাফের জন্য সন্তান কবরের পাশে বা যেকোন স্থানে থেকে দো'আ করতে পারবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*। আল্লাহ চাইলে তার দো'আর ফলে কবরের আযাব মাফ হতে পারে।

প্রশ্ন (৩৫/২৭৫) : আল্লাহ্র আকার প্রমাণ করতে গিয়ে জনৈক আলেম বলেন, আল্লাহ বান্দার কর্ম দেখে হাসেন। তিনি আরো বলেন, সাত যমীন ও সাত আসমানের চেয়ে কুরসি বড় এবং কুরসির চেয়ে আল্লাহ বড়। প্রশ্ন হ'ল, তাহলে আল্লাহ নীচের আসমানে প্রতি রাতে নেমে আসেন কিভাবে? তার তুলনায় আসমান তো ছোট। তবে কি তিনি আকার ছোট-বড় করেন?

-আমীনুল ইসলাম
ইসলামপুর, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : আল্লাহ বান্দার কর্ম দেখে হাসেন *(বায়হাক্বী, আসমা ওয়া ছিফাত, 'আল্লাহ্র হাসি' অনুচ্ছেদ ২/২১৬-২৪)*। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ ঐ দুই ব্যক্তিকে দেখে হাসবেন যারা একে অপরকে হত্যা করেছে, অতঃপর দু'জনেই জান্নাতে প্রবেশ করেছে। একজন আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। অতঃপর হত্যাকারীর তওবা আল্লাহ কবুল করেছেন এবং সে শহীদ হয়েছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮০৭ 'জিহাদ' অধ্যায়)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে ভালবাসেন ও তাদের দেখে হাসেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হয় অথবা যুদ্ধে সাহায্য করে (২) যে ব্যক্তির সুন্দরী স্ত্রী ও সুন্দর বিছানা রয়েছে। অথচ সবকিছু ছেড়ে শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করে (৩) যে ব্যক্তি সফরে কাফেলার সঙ্গে থাকা অবস্থায় ভাল থাক বা কষ্টে থাক ঘুম থেকে উঠে ছালাত আদায় করে' *(হাকেম ১/২৫; ছহীহাহ হা/৩৪৭৮)*। আল্লাহ্র আকার ও তাঁর নীচের আসমানে অবতরণ বিষয়ে অনেক ছহীহ দলীল রয়েছে *(মায়েদাহ ৬৪; ছোয়াদ ৭৫; কলম ৪২; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২২৩)*। তবে তিনি কিভাবে অবতরণ করেন সে সম্পর্কে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। কারণ এর অর্থ স্পষ্ট কিন্তু ধরণ অস্পষ্ট (معناه معلوم وكيفيته مجهول) *(উছূলুল ই'তিক্বাদ ৩/৩৮৭-এর টীকা দ্রঃ; আক্বীদাতুস সালাফ. পৃঃ ২৯; 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ডক্টরেট থিসিস, পৃঃ ১১৭)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৭৬) : মানুষ যখন জান্নাতে বা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন তার কি দুনিয়ার কথা মনে থাকবে? জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট? ক্বিয়ামতের দিন কি তা নষ্ট হয়ে যাবে?

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
বিপ্রবর্থা পূর্বপাড়া, গাযীপুর।

উত্তর : দুনিয়ার কথা তাদের মনে থাকবে *(আ'রাফ ৩৮; আহযাব ৬৬-৬৮)*। জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টাবস্থায় রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩২২)*। ক্বিয়ামতের দিন সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও আল্লাহর চেহারা, জান্নাত ও জাহান্নাম ধ্বংস হবে না *(রহমান ২৬-২৭; ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৫/৭৭ পৃঃ; 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ডক্টরেট থিসিস, পৃঃ ১০৭)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৭৭) : দাস প্রথা কি শরী'আত সম্মত? এর হুকুম কি মানসূখ হয়ে গেছে?

-জাহিদুল ইসলাম
আনসারহাট, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তর : দাস প্রথা শরী'আতের পরিপন্থী নয় এবং এর হুকুমও রহিত হয়নি। তবে দাস মুক্ত করণের অত্যধিক ফযীলতের কারণে ছাহাবা, তাবেঈন ও পরবর্তী যুগের মুসলমানগণ ছওয়াবের উদ্দেশ্যে দাস মুক্ত করতে থাকলে সমাজ থেকে এ প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেননা রাসূলুলাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম দাসকে দাসত্ব হতে মুক্ত করবে তার প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ মুক্তকারীর প্রত্যেক অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন হতে নাজাত দান করবেন। এমনকি তার লজ্জাস্থানও ক্রীতদাসের লজ্জাস্থানের বিনিময়ে আগুন হতে মুক্তি পাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৮২)*।

প্রশ্ন (৩৮/২৭৮) : বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং ইন্টারনেটে উপার্জনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান ডোলেন্সার বর্তমানে বেকার ছাত্রসমাজে ব্যাপক প্রচার পেয়েছে। যেখানে নির্দিষ্ট অংকের টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এবং এমএলএম সিস্টেমে একজন গ্রাহক যত জন গ্রাহক সৃষ্টি করে, তাদের ইনকামের একটি অংশ সেই গ্রাহক পায়। শরী'আতের দৃষ্টিতে এরূপ উপার্জন কি হালাল হবে?

-রুবেল, কুষ্টিয়া

উত্তর : অনলাইনে অনেক ফ্রিল্যান্সিং কোম্পানী রয়েছে যেমন ওডেক্স, এলান্স, ল্যান্সটেক, ফ্রিল্যান্সার ইত্যাদি। এ কোম্পানীগুলিতে কোনরূপ ফি ছাড়াই রেজিস্ট্রেশন করে স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী ওয়েব ডিজাইন, গ্রাফিক্স, ডাটাএন্ট্রি ইত্যাদি কাজ পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন কোম্পানী পসন্দ অনুযায়ী অনলাইনে এসব কোম্পানীর মাধ্যমে কাজ দেয় এবং নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক প্রদান করে। এর মধ্যে কোন সূদী বা হারাম লেনদেনের প্রসঙ্গ নেই। বরং স্বীয় কর্মদক্ষতা এবং পরিশ্রমের বিনিময়ে এখানে উপার্জন করতে হয়। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই 'হালাল কাজে সহযোগিতা এবং হারাম কাজে অসহযোগিতা' *(মায়েদাহ ২)* নীতি অবলম্বন করতে হবে। কোন এ্যালকোহল, সিনেমা বা কোন সূদী প্রতিষ্ঠানের কাজে অংশ নেয়া যাবে না।

অন্যদিকে 'ডোলেন্সার' সদ্য গজিয়ে ওঠা একটি ফ্রিল্যান্সার প্রতিষ্ঠান, যাদের কার্যক্রম অন্যদের মত নয়। বরং ফ্রিল্যান্সিং-এর সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে এরা মূলতঃ এমএলএম ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। নানা আকর্ষণীয় প্যাকেজ দেখিয়ে তারা সদস্য ভর্তি করে এবং প্রায় বিনা পরিশ্রমে মোটা অংক লাভের প্রতিশ্রুতি দেয়। এরা অসাধু এমএলএম ব্যবসার সাথে জড়িত বলে এদের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া মোটেই বৈধ হবে না।

উল্লেখ্য যে, ডেসটিনি, নিউওয়ে, যুবক, এ্যাপটেক, ইউনিপেটু ইত্যাদি প্রতারক কোম্পানীসমূহের মত ডোলেন্সারও দেশের বেকার তরুণদের কাজে লাগিয়ে মাউসের সামান্য ক্লিকে আকাশ-কুসুম লাভের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। মূলতঃ তারা মানুষের সস্তা আবেগকে কাজে লাগিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার নতুন ফাঁদ পেতেছে। তাই এদের থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩৯/২৭৯) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখার জন্য কোন নির্দিষ্ট আমল আছে কি? তাঁকে দেখলে কি জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে?

-আশরাফ
বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ মুমিন ব্যক্তি স্বপ্নে নবী-রাসূলগণকে দেখতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে সত্যি আমাকেই দেখল। কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'স্বপ্ন' অধ্যায়, হা/৪৬০৯-১০)*। তবে যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর জীবদ্দশায় দেখেনি, সে ব্যক্তি স্বপ্নে তাঁকে দেখার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে কিভাবে? নবীগণকে স্বপ্নে দেখার জন্য শরী'আতে কোন আমল নেই। আর স্বপ্নে দেখার কারণে জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে এ কথাও ঠিক নয়। রাজধানীসহ দেশের কয়েকটি পীরের দরগা আছে। সেখানে গিয়ে তাদের তরীকায় এক/দু'মাস মেহনত করলে নাকি রাসূলকে এমনকি আল্লাহকে দেখা যায়। এদের প্রতারণা থেকে সাবধান থাকুন।

প্রশ্ন (৪০/২৮০) : দেশের প্রায় ৯০ ভাগ লেখকই লিখেছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম তারিখ ১২ রবীউল আউয়াল। কিন্তু মাওলানা ছফিউর রহমান তাঁর 'আর-রাহীকুল মাখতূম' গ্রন্থে ৯ রবীউল আউয়াল লিখেছেন। কোনটি সঠিক?

-আব্দুল করীম
মাধবদী, নরসিংদী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম তারিখ ৯ রবীউল আউয়াল সোমবার এটাই সঠিক। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু যে সোমবারে হয়েছে তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু তাঁর জন্মের নির্ধারিত তারিখ হাদীছে উল্লেখ নেই। আধুনিক জ্যোর্তিবিজ্ঞানের হিসাব মতে ৮ হ'তে ১২ রবীউল আউয়ালের মধ্যে ৯ ব্যতীত সোমবার ছিল না *(মাওলানা আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত (১৯৭৫), পৃঃ ২২৫)*। অতএব ৯ রবীউল আউয়াল সোমবারই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঠিক জন্মদিন, ১২ রবীউল আউয়াল বৃহস্পতিবার নয়। উল্লেখ্য, ধর্মের নামে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যুদিবস পালন করা বিদ'আত ও মারাত্মক গুনাহের কাজ। ছাহাবায়ে কেরাম কখনোই তাঁর জন্ম ও মৃত্যুদিবস পালন করেননি *(বিস্তারিত দ্রঃ 'মীলাদ প্রসঙ্গ' বই)*।

ইয়াতীম প্রকল্পে দান করুন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় ১৫ অনুচ্ছেদ)*।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৮ সালের নভেম্বর হ'তে দেশের ৮টি মারকাযে পাঁচশত ইয়াতীম (বালক-বালিকা) প্রতিপালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে ইয়াতীম বিভাগ দারুণ অর্থসংকটে পতিত হয়েছে। সেকারণ তাবলীগী ইজতেমা'১২-এর ২য় দিন রাতের ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ঈমানদার ভাই বোনদের প্রতি ইয়াতীমদের দায়িত্ব ভাগ করে নেবার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিজন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা ও চিকিৎসা সহ সর্বমোট মাসিক ব্যয় আড়াই হাযার টাকা হিসাবে বছরে ত্রিশ হাযার (৩০,০০০/=) টাকা প্রয়োজন। উক্ত টাকা এক/দুই বা মাসিক কিস্তিতে নিম্নোক্ত একাউন্টে জমা করে ইয়াতীম প্রতিপালনের অশেষ ছওয়াব হাছিল করুন।

গোপন দান নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম। তবুও আমাদেরকে অবগত করাবেন। যাতে আমরা আপনার জন্য প্রাণখুলে দো'আ করতে পারি এবং আমাদের দাতা রেজিষ্ট্রারে আপনার নাম ও ঠিকানা তালিকাভুক্ত করতে পারি।

মনে রাখবেন আপনার দেওয়া বার্ষিক ত্রিশ হাযার টাকা একটি ছিন্নমূল অভিভাবকহীন বাচ্চাকে ঝরে পড়া থেকে বাঁচাতে পারে। অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনতে পারে। ছহীহ আক্বীদায় গড়ে উঠে তার নিজের ও আপনার জান্নাতের অসীলা হ'তে পারে।

যোগাযোগ :

১। ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
০১৭১৫-০০২৩৮০
২। ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
০১৭১৬-০৩৪৬২৫
৩। মোফাক্ষার হোসাইন।
০১৭১১-৫৭৮০৫৭

টাকা পাঠানোর ঠিকানা

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ
কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে

অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৩

সম্ভাব্য তারিখ : ২৮ ফেব্রুয়ারী ও ১ লা মার্চ'১৩ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার।